মুসলিম পারিবারিক আইন কানূন

মোহাম্মদ আবুল বাশার

মুসলিম পারিবারিক আইন-কানূন

মুহাম্মদ আবুল বাশার

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

মুসলিম পারিবারিক আইন-কানূন

মুহাম্মদ আবুল বাশার

ইফাবা গবেষণা ঃ ৩৩

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯০৫

ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৩৪০.৫৯

ISBN : 984-06-0428-7

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৯৭

আষাঢ় ১৪০৪

মুহাররাম ১৪১৮

গ্রন্থস্বত্ব

লেখকের

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান

পরিচালক

গবেষণা বিভাগ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ

মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম

কম্পিউটার কম্পোজ

মার্ক কম্পিউটার

ম-২৮ মেরুল, গুলশান, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস

বায়তুল মুকাররম, ঢাকা - ১০০০।

মূল্য ঃ ৩৫.০০ টাকা মাত্র।

Muslim Paribarik Ayeen-Qanun ঃ Written in Bengali by Mohammad Abul Bashar and Published by Research Department of Islamic Foundation Bangladesh, Baitul Mokarram, Dhaka-1000 June 1997

Price : Tk 35.00 ; US Dollar : 2.00

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

ইসলাম মানব জাতির জন্য মহান আল্লাহ্‌র বড় নিয়ামত। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট একমাত্র দীন হি সাবে ইসলামই গৃহীত। ইসলাম মানব জাতিকে দিয়াছে জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা। এ দিক-নির্দেশনার মধ্যে পারিবারিক বিধি-বিধানও একটি উল্লেখযোগ্য দিক। পরিবার হইতে গড়িয়া উঠে সমাজ ও রাষ্ট্র। সংগত কারণেই মহান আল্লাহ্ মুসলিম পরিবারকে সুন্দরভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান জারী করিয়াছেন।

প্রিয় নবী (সা.) মীরাস তথা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদ বন্টন সম্পর্কীয় জ্ঞান লাভের জন্য মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে তাকীদ দিতেন। একখানা হাদীসে 'ফারাইয বা উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় জ্ঞানকে ধর্মীয় জ্ঞানের এক-তৃতীয়াংশ' এবং অপর একটি হাদীসে 'অর্ধেক' বলে অভিহিত করা হইয়াছে।

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমর (রা.) তাঁহার ভাষণে অনেক সময় বলিতেন, "হে মুসলমানগণ! তোমরা কুরআন মজীদ যেইভাবে শিখ সেইভাবে ফারাইযের বিষয়টিও শিক্ষা কর।" একটি হাদীসে নবীজী (সা.) বলেন,"মুসলিম সমাজ হইতে সর্বপ্রথম ফারাইযের জ্ঞানকে তুলিয়া নেওয়া হইবে।" পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রে বিবাহ, বিবাহ উত্তর স্বামী-স্ত্রীর দায়িত্ব কর্তব্য, তালাক ইত্যাদি বিষয়ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক নিয়ম জানা না থাকার কারণে অনেক সময় এইসব বিষয়ে দূর্ভোগ পোহাইতে হয়। এমনকি অনেক সময় নিজের অজ্ঞাতে শরীয়ত হইতে বিচ্যূত হওয়ারও আশংকা থাকে।

বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া জনাব মুহাম্মদ আবুল বাশার 'মুসলিম পারিবারিক আইন-কানূন' শিরোনামে আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে অংশ বন্টনের নিয়ম কানূন বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এ ছাড়াও গ্রন্থটিতে বিবাহ, তালাক ইত্যাদি পারিবারিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচনা করা হইয়াছে।

সামাজিক প্রয়োজনকে সামনে রাখিয়া ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ গ্রন্থটি প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে। আশা করি গ্রন্থটির দ্বারা মুসলিম সমাজ উপকৃত হইবেন। আল্লাহ্ আমাদের -এ শ্রম কবূল করেন। আমীন!

মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

মানব জীবনে পরিবার প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত এবং মানব সভ্যতার প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। মানব জাতির প্রকৃতিসম্মত আদর্শ হিসাবে ইসলাম পরিবার ও পারিবারিক জীবনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং পরিবারে যাহাতে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকে সেইজন্য সুস্পষ্ট বিধান জারি করিয়াছে। পবিত্র কুরআনে নারীকেও পুরুষদের মতই মীরাসের অংশীদার করা হইয়াছে। যদিও পুরুষদের তুলনায় নারীদের অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্ব কম বলিয়া পুরুষদের অপেক্ষা তাহাদের অংশ অর্ধেক রাখা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ "আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ দিতেছেন ঃ একজন পুরুষ দুইজন মেয়েলোকের সমান অংশ পাইবে ... "। (সূরা নিসা ঃ ১১)

প্রাক ইসলামী যুগে সমাজে নারীকে অর্থনৈতিক দিক দিয়া চরমভাবে পংগু করিয়া রাখা হইত। তাহাকে পিতা ও স্বামীর মীরাস লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিতও করা হইত। এমনকি নারীকেও মীরাসের সম্পদ মনে করা হইত। ইসলাম মানবতার পক্ষে এই চরম অবমাননাকর রীতি চিরতরে বন্ধ করিয়া পরিবারের সকলের মধ্যে সম্পদের সুসম বন্টনের ব্যবস্থা করিয়াছে এবং নারীকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়া ঘোষণা করিয়াছে– "স্ত্রীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার রহিয়াছে যেমনি স্বামীদের রহিয়াছে তাহাদের উপর কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে"। (সূরা বাকারা ঃ ২২৮)

পবিত্র কুরআনে পরিবারকে দূর্গের সংগে তুলনা করা হইয়াছে এবং পরিবারিক জীবন যাপনকারী নারীপুরুষ ও ছেলেমেয়েকে বলা হইয়াছে দূর্গ প্রাচীরের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত লোকজন।

এই প্রেক্ষিতে ইসলামের উত্তরাধিকার নীতি-বিধান ও পারিবারিক জীবনের অন্যান্য দিক সমন্বয়ে গবেষক মুহাম্মদ আবুল বাশার প্রণীত গ্রন্থ 'মুসলিম পারিবারিক আইন-কানূন' উৎসাহী পাঠকগণের জন্য একটি প্রয়োজনীয় অবলম্বন বিবেচিত হইতে পারে। উল্লেখিত নীতিমালার আলোকে পারিবারিক, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত, তদুপরি মীরাস বন্টনে মানুষের কষ্ট লাঘব হইতে পারে, এই আশায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হইল। কাহারো নিকট গ্রন্থটির কোন রকম ত্রুটি-বিচ্যুটি ধরা পড়িলে তাহা আমাদের গোচরীভূত করিলে পরবর্তী সংস্করণে শুদ্ধ করা যাইবে। বইটি লিখা হইতে প্রকাশ পর্যন্ত যাহারা বিভিন্নভাবে অবদান রাখিয়াছেন তাহাদের সকলের প্রতি রহিল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মুবারকবাদ।

আল্লাহ্ আমাদের ইসলামী নীতিমালার আলোকে সামগ্রিক জীবন গঠনের তাওফিক দান করুন। আমীন!

মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান

পরিচালক

গবেষণা বিভাগ

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন **বাংলাদেশ**

www.pathagar.com

ভূমিকা

নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম। একখানা ভাল বই -এর সাহায্যে একটা গোটা সমাজ জাগিয়া উঠিতে পারে; একখানা ভাল পুস্তক একজন ভাল বন্ধুও বটে। এদেশের সাধারণ মুসলমানদের অনেকেরই ফারাইয্ -এর নিয়ম-কানূন না জানার দরুন অনেক সময় অন্যায় ও অবৈধভাবে অন্যের মাল ও সম্পত্তির অধিকারী হইয়া বসে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঝগড়া বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াইলে অনেকেই উকিল-আইনজ্ঞগণের নিকট দৌড়াদৌড়ি করিয়া নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে সত্য মিথ্যা বা ভুল বিবৃতি দিয়া নিজেদের ফারাইয্ করাইয়া অনর্থক গোলমাল ও ফিত্‌না ফাসাদ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং শেষ পর্যন্ত অনেক টাকা পয়সা জান মাল নষ্ট করিয়া ভিটামাটি পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হয়। আবার অনেকের সদিচ্ছা থাকিলেও তাহারা ফারাইয্ -এর নিয়ম মত সঠিক অংশ নির্ণয় ও সম্পত্তি বা ফসল ঠিকভাবে ভাগ বন্টন করিতে না পারায় নিজেদের ইচ্ছামত কাহাকেও বেশী কাহাকেও কম দিয়া ভাগ বন্টন করিয়া থাকে। অনেক মুসলমানকেই মাওলানা ও উকিলের দ্বারা ফারাইয্ করাইয়া তদানুযায়ী স্থাবর ও অস্থাবর মালের ভাগ বন্টন করাইবার জন্য অন্য কোন অংক শাস্ত্রে শিক্ষিত লোকের শরণাপন্ন হইয়া খরচাদি করিতে হয়। কোন কোন গ্রামে সর্দার মাতব্বর মিলিয়া অংশ ভাগ করিয়া দিবার জন্য খানা-পানি দাবী করেন এবং খাওয়া দাওয়ার পর ইচ্ছামত অংশ ভাগ করিয়া দিয়া থাকেন। অনেক এডভোকেট সেটেলমেন্ট বিভাগে রেকর্ড লিপিবদ্ধ করিবার নিয়মানুসারে ৬০ তিলে এক কড়া হিসাবে অংশ ভাগ না করিয়া শুভঙ্করী অনুসারে যব দন্তি বা পাই এর ভগ্নাংশে অংশ ভাগ করিয়া দিয়া থাকেন যাহা সেলেমেন্ট অফিসে বা ব্যাংকের দেনা পাওনার ব্যাপারে কোন কাজ দেয় না এবং অফিসারগণ সে সমস্ত ফারাইয্ ফেরত দিলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পুনরায় ফারাইয বা ভাগ বন্টন করাইতে শারীরিক ও আর্থিক অসুবিধা পোহাইতে হয়। আবার অনেক নিরক্ষর মুসলমান গ্রাম বা শহরের টাউট ও দালালদের কবলে পড়িয়া নাজেহাল হইয়া থাকে।

মুসলিম জনসাধারণকে এই অবস্থা হইতে কিছুটা রক্ষা করিতে হইলে যাহাতে প্রত্যেক অল্প শিক্ষিত মুসলমান বুঝিতে এবং অংশ নির্ণয় ও ভাগ বাটোয়ারা করিতে পারে এইরূপ সহজ বাংলা ভাষায় ফারাইয্ শিক্ষা পুস্তকের অত্যন্ত আবশ্যক। কলিমা, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, হালাল-হারাম ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করা যেমন ফরয্ সেইরূপ ফারাইয্ সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করাও প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। দীনিয়াত, নামায, রোযা ইত্যাদি বিষয়ে সহজ বাংলায় ছোট বড় অনেকগুলি বই প্রকাশিত হইয়াছে ইহা দ্বারা অল্প শিক্ষিত মুসলমানদের অনেক উপকার সাধিত হইতেছে। এই লক্ষ্যেই ফারাইয্ শিক্ষা বিষয়ে সহজ বাংলায় তাহাদের উদ্দেশ্য এই বইখানি রচনা করা হইল।

www.pathagar.com

প্রত্যেক শিক্ষিত অল্প শিক্ষিত যাহাতে অনায়াসে এই বই -এর সাহায্যে ফারাইয্ সম্পর্কে সব কিছু দরকারী বিষয়গুলি বুঝিতে ও তদানুযায়ী অংশ ও ভাগ নির্ণয় করিতে পারে এবং নিজেদের নিজ আত্মীয়-স্বজনদের বা অশিক্ষিত মুসলমানদের ফারাইয্ অনুযায়ী জমি-জমা টাকা পয়সা বা ফসলাদি ভাগ বন্টন করিয়া দিতে পারে এবং দরকার মত ফারাইয্টি নিকটস্থ কোন আলিম অথবা আইনবিদকে দেখাইয়া সত্যায়িত করাইয়া লইয়া নিজেদের ঝগড়া বিবাদ নিজেরাই মিটাইয়া লইতে পারে,সমাজের তথা দীনের এই খেদমতের উদ্দেশ্য উৎসাহিত হইয়া এই পুস্তকটি লেখা হইল।

মানুষ মাত্রই ভুল ভ্রান্তির বশবর্তী,কাজেই ইহাতে অঙ্ক কষিতে বা ছাপাইতে ভুল থাকা স্বাভাবিক। আইন অভিজ্ঞ ও সহৃদয় আলিম সাহেবদের সমীপে আরয্ পুস্তকটির মান উন্নত করিতে কোন পরামর্শ বা উপদেশ থাকিলে অথবা কোন বিষয়ে কোন ভুল বা অশুদ্ধ দেখিতে পাইলে অনুগ্রহ করিয়া লেখক ও প্রকাশককে জানাইলে বড়ই অনুগৃহীত হইব ও কৃতজ্ঞ থাকিব। আশা করি পুস্তকটি সাধারণ মুসলমানদের এমনকি প্রত্যেক আলিম, উকিল, এডভোকেট, সেটেলমেন্ট বিভাগের কর্মচারীগণ ও মুসলিম আইন ও মাদ্রাসার ছাত্রদের বিশেষ উপকারে আসিবে।

মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক তথা জাতীয় জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতার চরম অভাব দেখা দিয়াছে। কারণ আমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের জারিকৃত আইন-কানূনকে বাস্তবায়িত না করিয়া ইচ্ছানুযায়ী জীবনযাত্রা ও আইন-কানূন প্রণয়ন ও অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এ প্রবণতা বন্ধের লক্ষ্যে বিবাহ, তালাক ও এতদ্সংক্রান্ত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা বইটি স্থান পাইয়াছে।

আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে শরী'আতের বিধান মতে চলিবার তাওফিক দান করুন। আমার এই সামান্য প্রচেষ্টা কবুল করুন, ইহার দ্বারা মুসলমান সমাজের উপকার সাধিত হউক এবং যাহারা এই পুস্তক লিখিতে ও প্রকাশ করিতে আমাকে সাহায্য ও উৎসাহিত করিয়াছেন তাহাদের সকলের জন্য ইহাকে আখিরাতে নাজাতের একটি অবলম্বন করুন। আমাদের প্রিয় রাসূল-করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁহার আল আওলাদ ও আসহাবের উপর অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক। আমীন!

বিনীত
গ্রন্থকার

আবুল বাশার
সুলতানাবাদ, রাজশাহী

www.pathagar.com

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃতব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদ যাহাদের মধ্যে বন্টন করা হইবে ১-১১
যাহারা মৃতব্যক্তির সম্পদ পাইবে ১
যাহারা মৃত ব্যক্তির মালের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না ১
প্রথম শ্রেণীর যবিল ফুরূয্ ২
দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মীয়গণ -আসাবা ২
ক. আসাবা-বি-নাফ্সিহীর বিস্তারিত বিবরণ ২
খ. আসাবা-বি-গাইরিহীর বিস্তারিত বিবরণ ৩
গ. আসাবা-মায়া-গাইরিহীর বিস্তারিত বিবরণ ৩
১ম শ্রেণীর 'যবিল ফুরূয্'আত্মীয়গণের নির্দ্দিষ্ট অংশগুলির বিস্তারিত বিবরণ ৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অংশ ভাগ করিবার নিয়ম ১২-১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধি রাশি বা আউল ১৯-২৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্তন রাশি বা রদ্দ ২৫-২৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাসহীহ্ ও মুনাসিখাহ্ ৩০-৩৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

৩য় শ্রেণীর আত্মীয়গণ 'যবিল আরহাম' ৩৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'যবিল আরহাম' আত্মীয়গণের ১ম গ্রুপের আত্মীয়গণ ও তাহাদের অংশের বিস্তারিত বিবরণ ৩৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'যবিল আরহাম' আত্মীয়গণের ২য় গ্রুপের আত্মীয়গণ ও তাহাদের অংশের বিস্তারিত বিবরণ ৪২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'যবিল আরহাম' আত্মীয়গণের ৩য় গ্রুপের আত্মীয়গণ ও তাহাদের অংশের বিস্তারিত বিবরণ ৪৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'যবিল আরহাম' আত্মীয়গণের ৪র্থ গ্রুপের আত্মীয়গণ ও তাহাদের অংশের বিস্তারিত বিবরণ ৪৭

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কয়েকটি জরুরী মাস'আলা ৫২
নিখোঁজ পুরুষ বা স্ত্রীলোক ৫২
দুর্যোগে নিহিত ব্যক্তিগণ ৫২
নপুংসক বা হিজড়া ৫২
সৎপুত্র ও সৎকন্যা ৫৩
মৃতব্যক্তির ঔরষজাত সন্তান ৫৪
গর্ভের সন্তান ৫৪
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ৫৪
পুরুষ স্ত্রীর দ্বিগুণ পাইবে কেন? ৫৪
ইখতিলাফে দারাইন ৫৫
মাহরূম মিরাস ৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ৫৭-৮১

মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থাপনা ৫৭
ইসলামে পুরুষ ও নারীর মর্যাদা ও অধিকার ৫৭
বিবাহের উদ্দেশ্য এবং তাহার উপকারিতা ও অপকারিতা ৫৮
যে যে অবস্থায় বিবাহ করা ওয়াজিব, সুন্নাত ও মাক্রূহ্ ৬১
স্থায়ীভাবে যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম ৬১
অস্থায়ীভাবে যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম ৬২
যাহাদের সহিত বিবাহ জায়িয ৬৩
বিবাহের আরকান ও শর্তসমূহ ৬৩
অলীর বিবরণ ৬৪
কুফূর বিবরণ ৬৫
বিবাহে উকিল ও ফুযূলীর বিবরণ এবং পাত্রীর ইযিন গ্রহনের নিয়ম ৬৬
মহরের পরিমাণ ৬৭
কখন মহর আদায় করা ওয়াজিব ৬৮
মহরে মিসল ৬৯
নাবালিগ ছেলেমেয়ের বিবাহ (বাল্যবিবাহ) ৬৯
বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের বিবাহ ৭০
কাফির -এর বিবাহ ৭১
মুরতাদ -এর বিবাহ ৭১
মুতা' বিবাহ ৭২
একাধিক বিবাহ এবং স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ৭২
তাজদীদ নিকাহ্ বা পুনঃবিবাহ ৭৩
বিবাহ সুচারুরূপে অনুষ্ঠানের নিয়ম ৭৪

www.pathagar.com

কয়েকটি কুপ্রথা বা কুসংস্কার ও এ সংক্রান্ত উপদেশ	৭৪
গেট ঘেরাও প্রথা	৭৫
পণপ্রথা (যৌতুক প্রথা)	৭৫
অলীমা	৭৬
বিবাহের খুত্‌বা	৭৬
তাশাহুদ	৭৭
বিবাহের ফলাফল	৭৯
রিযা'আত বা শিশুকে দুধপান করানো	৮০
কাবীননামা	৮১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	৮২-১০০
তালাক-বিবাহ বিচ্ছেদ	৮২
বিবাহ বিচ্ছেদ এবং ইহার প্রয়োজনীয়তা ও অপকারিতা	৮২
তালাক প্রদানের শর্তসমূহ	৮৪
স্বামী কর্তৃক তালাক	৮৫
রুগ্ন ব্যক্তির তালাক	৮৯
শর্তের উপর তালাক	৯০
উকিল দ্বারা তালাক	৯১
আপোষে বিবাহ বিচ্ছেদ-খুলা ও মুবার্‌রাৎ	৯১
স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ - তালাকে তাফবীয্‌	৯৩
রুজ'আত ও পুনঃমিলন এবং তাহ্‌লীল ও হীলার বিবরণ	৯৪
তালাকের বা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলাফল	৯৬
ইদ্দত	৯৬
মৃত্যুজনিত এবং মৃত্যুশয্যায় তালাকের ইদ্দত	৯৭
চান্দ্রমাস	৯৮
শোক করা	৯৮
দেনমোহর	৯৯
খোরপোষ	৯৯
সন্তান পালন ও সন্তানের ভরণপোষণ	৯৯
সম্পত্তির উত্তরাধিকার	১০০
বৈধ সন্তান নাসাব -এর প্রমাণ	১০০
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	
বিবাহ ও তালাকের রেজিস্ট্রীকরণ	১০২-১০৬
মুসলমান শারয়ী হাকিমের (বিচারকের) হুকুম দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ	
লি'আন ফসখ্‌	১০৪
দেশে মুসলিম পারিবারিক আদালত না থাকার পরিণাম	১০৬
পরিশিষ্ট	১১১-১৩১

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মৃতব্যক্তির পরিত্যাক্ত সম্পদ যাহাদের মধ্যে বন্টন করা হইবে

মৃতব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি বা 'মাল' হইতে তাহার কাফন দাফনের ব্যয়, ঋণ পরিশোধ এবং ওসিয়াত (১/৩ অংশের) উপদেশ আদি জাবেতা মতে প্রতিপালনান্তে যে ধন-মাল অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সুন্নী (আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত) মাযহাব মতে সাধারণত নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীর উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বিভক্ত হইবে ঃ

১ম শ্রেণী ঃ 'যবিল ফুরূয' - যাহাদের অংশ কুরআন শরীফে নির্দিষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

২য় শ্রেণী ঃ 'আসাবা' - যাহারা 'যবিল ফুরূয' (১ম শ্রেণীর আত্মীয়গণের) নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট সম্পদ বা মালের উত্তরাধিকারী হয় এবং 'যবিল ফুরূয' আত্মীয়গণের কেহই জীবিত না থাকিলে সমুদয় মালের উত্তরাধিকারী হয় তাহারাই 'আসাবা'। (আসাবা শ্রেণীর কোন আত্মীয় না থাকিলে স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য 'যবিল ফুরূয' শ্রেণীর আত্মীয়গণ নিজ নিজ নির্দিষ্ট অংশ বাদে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও নিজ নিজ অংশ অনুপাতে পাইবে। স্বামী বা স্ত্রী কেবল মাত্র অন্য কোন 'যবিল ফুরূয' বা কোন আসাবা বা কোন 'যবিল আরহাম' (১ম, ২য় ও ৩য়) শ্রেণীর আত্মীয় বর্তমান না থাকিলে নিজ নিজ নির্দিষ্ট অংশ বাদে অবশিষ্টাংশও দেশে মুসলমানদের জন্য শরীয়াত মোতাবেক 'বাইতুল মাল' ফান্ড গঠিত ও প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত পাইবে।

৩য় শ্রেণী ঃ 'যবিল আরহাম' - যে সমস্ত আত্মীয়গণ স্বামী ও স্ত্রী ব্যতিত অন্যান্য 'যবিল ফুরূয' (১ম শ্রেণীর) ও 'আসাবা' (২য় শ্রেণীর আত্মীয়গণ) জীবিত না থাকিলে মৃতব্যক্তির মালের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে।

যাহারা মৃতব্যক্তির মালের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না

নিম্নলিখিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ মৃতব্যক্তির সম্পদের কখনও কোন অংশের ওয়ারিস হইতে পারিবে না।

১. বিধর্মী বা ইসলাম ধর্মত্যাগী আত্মীয়গণ

২. মৃতব্যক্তির হত্যাকারী এবং

৩. জারজ সন্তান কেবল পিতা বা পিতৃকূল আত্মীয়গণের মালের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না।

www.pathagar.com

প্রথম শ্রেণীর আত্মীয়গণ-যবিল ফুরূয

যবিল ফুরূয শ্রেণীর আত্মীয় মোট ১২ জনঃ

১. পিতা ২. প্রকৃত পিতামহ (দাদা)
৩. স্বামী ৪. স্ত্রী
৫. কন্যা ৬. পুত্রের কন্যা (পৌত্রী)
৭. মাতা ৮. উর্ধ জননী-পিতার মাতা (দাদী) ও মাতার মাতা (নানী)
৯. সহোদরা ভগ্নী ১০. বৈমাত্রেয়ী ভগ্নী
১১. বৈপিত্রেয়ী ভগ্নী ১২. বৈপিত্রেয় ভাই.

দ্বিতীয় শ্রেণীর আত্মীয়গণ 'আসাবা'

'আসাবা' শ্রেণীর আত্মীয়গণ তিন প্রকারঃ

ক. 'আসাবা বি-নাফ সিহী'
খ. 'আসাবা -বি-গাইরিহী' এবং
গ. 'আসাবা মা'আ-গাইরিহী'।

ক. আসবা-বি-নাফসিহীর বিস্তারিত বিবরণ

'আসাবা-বি-নাফসিহী' আবার চারি প্রকার (ইহারা পুরুষ ব্যতিত স্ত্রীলোক হয় না এবং নিকটবর্তী আত্মীয় জীবিত থাকিতে দূরবর্তী আত্মীয় মাহরুম হইয়া থাকে অর্থাৎ কোন অংশই পায় না)।

১ম মৃত ব্যক্তির অধঃস্তন পুরুষ, অর্থাৎ

১. মৃত ব্যক্তির পুত্রগণ. কেহই জীবিত না থাকিলে যথাক্রমে
২. মৃত ব্যক্তির পুত্রগণের পুত্রগণ (যত নিম্নে হউক)

২য় মৃত ব্যক্তির উর্ধতন পুরুষগণ, অর্থাৎ

৩. মৃত ব্যক্তির পিতা
৪. মৃত ব্যক্তির পিতার পিতা (দাদা) যত উর্ধে হউক।

৩য় মৃত ব্যক্তির অধঃস্তন পুরুষগণ, অর্থাৎ

৫. মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাইগণ,
৬. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাইগণ.
৭. মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাইগণের পুত্রগণ (ভাতিজা)
৮. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাইদের পুত্রগণ,
৯. মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাইগণের পুত্রগণের পুত্রগণ (যত নিম্নে হউক)
১০. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাইগণের পুত্রগণের পুত্রগণ (যত নিম্নে থাকুক)।

৪র্থ মৃত ব্যক্তির প্রকৃত পিতামহের (দাদার যত উর্ধে হউক) অধঃস্তন পুরুষগণ, অর্থাৎ

১১. মৃত ব্যক্তির আপন পিতৃব্যগণ (চাচা),

www.pathagar.com

১২. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় পিতৃব্যগণ,
১৩. মৃত ব্যক্তির আপন পিতৃব্যগণের পুত্রগণ (চাচাত ভাই),
১৪. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় পিতৃব্যগণের পুত্রগণ,
১৫. মৃত ব্যক্তির পিতৃব্যগণের পুত্রগণের পুত্রগণ (চাচাত ভাতিজা যত নিম্নে হউক),
১৬. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় পিতৃব্যগণের পুত্রগণের পুত্রগণ (যত নিম্নে হউক),
১৭. মৃত ব্যক্তির পিতার আপন পিতৃগণ (দাদার ভাই),
১৮. মৃত ব্যক্তির পিতার বৈমাত্রেয় পিতৃগণ,
১৯. মৃত ব্যক্তির পিতার আপন পিতৃগণের পুত্রগণ,
২০. মৃত ব্যক্তির পিতার বৈমাত্রেয় পিতৃব্যগণের পুত্রগণ,
২১. মৃত ব্যক্তির পিতার আজন পিতৃব্যগণের পুত্রগণের পুত্রগণ (যত নিম্নে হউক),
২২. মৃত ব্যক্তির পিতার বৈমাত্রেয় পিতৃব্যগণের পুত্রগণের পুত্রগণ (যত নিম্নে হউক),
২৩. মৃত ব্যক্তির দাদার আপন পিতৃব্যগণ,
২৪. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় পিতৃব্যগণ,
২৫. মৃত ব্যক্তির আপন পিতৃব্যগণের পুত্রগণ,
২৬. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় পিতৃব্যগণের পুত্রগণ,
যথাক্রমে ২৫ ও ২৬ নং এর পুত্রগণের পুত্রগণ (যত নিম্নে হউক)।

খ. আসাবা-বি-গাইরিহীর বিস্তারিত বিবরণ

আসাবা-বি-গাইরিহী যে সকল স্ত্রীলোক যবিল ফুরূয' সূত্রে অর্ধাংশ ২ এবং একাধিক থাকিলে দুই তৃতীয়াংশ ৩ পায় এবং নিজ ভাইদের সঙ্গে থাকিলে নিজের নির্দ্দিষ্ট অংশ না পাইয়া ভাইদের সঙ্গে আসাবা হয় এবং ভাই এর অর্ধেক পায় তাহাদিগকে 'আসাবা-বি-গাইরিহী' বলে।

তাহারা চার শ্রেণীর স্ত্রীলোক ঃ

১. কন্যাগণ (পুত্রের সহিত),
২. পুত্রের কন্যাগণ ও পুত্রের কন্যা যত নিম্নে হউক (পুত্রের পুত্রগণের সহিত যত নিম্নে হউক),
৩. সহোদরা ভগ্নীগণ (নিজ ভাইদের সহিত),
৪. বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীগণ (নিজ ভাইদের সহিত)।

গ. আসাবা-মায়া-গাইরিহীর বিস্তারিত বিবরণ

যে সকল স্ত্রীলোক অন্য স্ত্রীলোকের সহিত আসাবা হইয়া নিজেদের নির্দ্দিষ্ট অংশ না পাইয়া অবশিষ্টাংশের উত্তরাধিকারিণী হয় তাহাদিগকে 'আসাবা মা'আ গাইরিহী' বলে।
তাহারা দুই প্রকারের স্ত্রীলোকঃ

১. সহোদরা ভগ্নীগণ (কন্যা বা পুত্রের কন্যাগণের সহিত)
২. বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীগণ (কন্যা বা পুত্রের কন্যাগণের সহিত)

www.pathagar.com

১ম শ্রেণীর যুবিল ফুরূয আত্মীয়গণের নির্দ্দিষ্ট অংশগুলির বিস্তারিত বিবরণ

যবিল ফুরূযগণ	অবস্থা	অংশ	উদাহরণ
১. পিতা	১. মৃত ব্যক্তির পুত্র কি পুত্রের পুত্র (যত নিম্নে হউক) জীবিত থাকিলে	$\frac{১}{৬}$	মৃত পিতার পুত্র বা পৌত্র $\frac{১}{৬}$ $\frac{৫}{৬}$
	২. মৃত ব্যক্তির পুত্র, পৌত্র প্রভৃতি (যত নিম্নে হউক) পুরুষগণ জীবিত না থাকিলে এবং কন্যা পুত্রের কন্যা প্রভৃতি (যত নিম্নে হউক) জীবিত থাকিলে	$\frac{১}{৬}$ + আসাবা	মৃত পিতার কন্যা বা পৌত্রী $\frac{৫}{৬}$ + বাকী $\frac{১}{৩}$ অংশ
	৩. মৃত ব্যক্তির সন্তান (পুত্র কন্যা) বা পুত্রের সন্তান (পৌত্র পৌত্রী) জীবিত না থাকিলে	আসবাসূত্রে সমস্ত অবশিষ্টাংশ	মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পিতা $\frac{১}{৪}$ বাকী $\frac{৩}{৪}$
২. প্রকৃত পিতা মহ-দাদা (পিতার পিতা, পতার পিতার পিতা; যত উপরে হউক	১. মৃত ব্যক্তির পিতা যে অবস্থায় যত পাইবেন পিতা জীবিত না থাকিলে প্রকৃত দাদাও সেই সেই অবস্থায় ততই পাইবেন ২. পিতা জীবিত থাকিলে দাদা কোন অংশ পাইবোন না		
৩. স্বামী	১. মৃত স্ত্রীর গর্ভের কোন সন্তান (পুত্র-কন্যা) বা পুত্রের সন্তান (যত নিম্নে হউক) জীবিত না থাকিলে	$\frac{১}{২}$	মৃত ব্যক্তির স্বামী পিতা $\frac{১}{২}$ ভাগ $\frac{১}{২}$ ভাগ
	মৃত স্ত্রীর গর্ভের কোন সন্তান বা পুত্রের সন্তান (যত নিম্নে হউক) জীবিত থাকিলে	$\frac{১}{৪}$	স্বামী পুত্র $\frac{১}{৪}$ ভাগ $\frac{৩}{৪}$

www.pathagar.com

যবিল ফুরূযগণ	অবস্থা	অংশ	উদাহরণ
৪. স্ত্রী	১. মৃত স্বামীর ঔরষজাত সন্তান বা পুত্রের সন্তান (যত নিম্নে হউক) জীবিত না থাকিলে স্ত্রী এক বা একাধিক হইলেও	১/৪	মৃত ব্যক্তির স্ত্রী ২জন ভাই ১/৪ ভাগ ÷২ ৩/৪
	২. মৃত স্বামীর ঔরষজাত সন্তান বা পুত্রের সন্তান (যত নিম্নে হউক) জীবিত থাকিলে এক বা একাধিক স্ত্রী।*	১/৮	মৃত ব্যক্তির ২য়া স্ত্রী ১মা স্ত্রীর ১/৮ গর্ভের পুত্র ৭/৮
৫. কন্যা	১. ১জন কন্যা থাকিলে	১/২	মৃত ব্যক্তির কন্যা ভাই ১/২ ভাগ ১/২
	২. একাধিক কন্যা থাকিলে	২/৩	মৃত ব্যক্তির কন্যা পিতা ২/৩ ভাগ ১/৩
	৩. মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকিলে পুত্রের সহিত কন্যা বা কন্যাগণ 'আসবা-বি-গাইরিহী' হইবে এবং "পুরুষ স্ত্রীলোকের দ্বিগুণ" এই হিসাবে অংশ পাইবে (অর্থাৎ প্রত্যেক পুত্র ২ ভাগ ও প্রত্যেক কন্যা ১ভাগ এই হিসাবে অংশ পাইবে)		মৃত ব্যক্তির পিতা পুত্র১ কন্যা১ ১/৬ ভাগ ৫/৬ ÷৩ = ২ঃ১ মৃত ব্যক্তির পুত্র ২ কন্যা ২ ৪/৬ ভাগ ২/৬ ভাগ

* বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ যদি স্বামী বা স্ত্রীর কোন প্রকারের কোন আত্মীয় জীবিত না থাকে তবে যতদিন পর্যন্ত শরীয়াত অনুযায়ী 'বায়তুল মাল ফাণ্ড' গঠিত বা প্রবর্তিত না হয় ততদিন স্বামী বা স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি স্বামী বা স্ত্রীর অথবা তাহাদের ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টন করা যাইতে পারে।

www.pathagar.com

যবিল ফুরূযগণ	অবস্থা	অংশ	উদাহরণ
৬. পৌত্রী (পুত্রের কন্যা;	১. মৃত ব্যক্তির কন্যা		
পুত্রের পুত্রের কন্যা;	জীবিত না থাকিলে পৌত্রী	১/২	মৃত ব্যক্তির পৌত্রী ভাই
পুত্রের পুত্রের পুত্রের	একজন মাত্র থাকিলে		১/২ ১/২
কন্যা (যত নিম্নে হউক)	২. মৃত ব্যক্তির কন্যা		
	জীবিত না থাকিলে পৌত্রী	২/৩	মৃত ব্যক্তির পৌত্রী ২ ভাই ১
	একাধিক থাকিলে		২/৩ ভাগ ১/৩
	৩. মৃত ব্যাক্তির একজন		মৃত ব্যক্তির কন্যা১ পৌত্রী২ভাই১
	কন্যা জীবিত থাকিলে পৌত্রী	১/৬	১/২ ভাগ, ১/৬ ÷২ বাকী অংশ ১/৩
	এক বা একাধিক হইলে		
	৪. মৃত ব্যক্তির কন্যা		১. কন্যার বর্তমানে –
	জীবিত থাকুক বা না থাকুক		মৃত ব্যক্তির কন্যা২পৌত্র পৌত্রী
	পৌত্রীদের সঙ্গে পৌত্র বা		২/৩ ১/৩ ÷৩ (২ঃ১)
	প্রপৌত্র প্রভৃতি (তুল্য বা নিম্ন শ্রেণীর) থাকিলে পৌত্রী-		
	গণ "আসবা-বি-গায়রিহী"		২. কন্যার অবর্তমানে –
	হইয়া তৎসূত্রে অবশিষ্টাংশ		মৃত ব্যক্তির পৌত্র১ পৌত্রী১
	"পুরুষস্ত্রীলোকের দ্বিগুণ"		২/৩ ভাগ ১/৩ ভাগ
	এই হিসাবে পাইবে		
	৫. ক. মৃত ব্যক্তির কন্যা		মৃত ব্যক্তির কন্যা২ ভাই১ পৌত্রী
	একাধিক থাকিলেও পৌত্রী-		২/৩ ভাগ ১/৩ ভাগ ০
	দের সহিত পৌত্র বা প্রপৌত্র না থাকিলে পৌত্র বা পৌত্রী- গণ কোন অংশ পাইবে না। খ. মৃত ব্যক্তির পুত্র জীবিত থাকিলে পৌত্র বা পৌত্রীগণ ওয়ারিস হিসাবে কোন অংশ পাইবে না।*		

www.pathagar.com

যবিল ফুরূযগণ	অবস্থা	অংশ	উদাহরণ
	৬. পুত্র বা কন্যা জীবিত থাকিলে পৌত্র পৌত্রীর যে অবস্থা পৌত্র পৌত্রী জীবিত থাকিলে প্রপৌত্র প্রপৌত্রীর ও সেই অবস্থা অর্থাৎ –		
	ক. ১ জন পৌত্রী থাকিলে		
	প্রপৌত্রী এক বা	১/৬	
	একাধিক হইলে		মৃত ব্যক্তির
	খ. ২ জন পৌত্রী জীবিত		পৌত্রী প্রপৌত্রী ভাই ১
	থাকিলে প্রপৌত্রীদের সহিত		১/২ ১/৬ অবশিষ্টাংশ ২/৬ অংশ
	প্রপৌত্র না থাকিলে প্রপৌত্রী-গণ কোন অংশ পাইবে না		
	গ. পৌত্র জীবিত থাকিলে প্রপৌত্র প্রপৌত্রীগণ ওয়ারিস হিসাবে কোন অংশ পাইবে না		
৭. মাতা	১. মৃত ব্যক্তির সন্তান বা		মৃত ব্যক্তির
			মা পুত্র২ কন্যা১
	পুত্রের সন্তান অর্থাৎ পৌত্র	১/৬	১/৬ ৪/৬ ১/৬
	পৌত্রী (যত নিম্নে হউক) কিম্বা একাধিক ভ্রাতা ভগ্নী (যে কোন প্রকারের হোক অর্থাৎ –সহোদর, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় – ২ ভাই বা ২ বোন বা ১ ভাই বা ১ বোন) জীবিত থাকিলে		
	২. মৃত ব্যক্তির সন্তান বা পুত্রের সন্তান–পৌত্র পৌত্রী		মৃত ব্যক্তির
			মা ভাই
	কিংবা একাধিক ভ্রাতা ভগ্নী	১/৩	১/৩ বাকী ২/৩
	(যে কোন প্রকারের) জীবিত		

www.pathagar.com

যবিল ফুরূযগণ	অবস্থা	অংশ	উদাহরণ
	না থাকিলে (একজন ভাই বা একজন বোন বর্তমান থাকিলে) সমুদয় সম্পত্তির		
	৩. মৃত ব্যক্তির কেবল স্বামী		মৃত ব্যক্তির স্বামী পিতা মাতা ১/২ ২/৬ ১/৬
	এবং পিতা মাতা অথবা মৃত		
	ব্যক্তির কেবল স্ত্রী এবং পিতা		মৃত ব্যক্তির স্ত্রী পিতা মাতা ১/৪ ২/৪ ১/৪
	মাতা জীবিত থাকিলে স্বামী		
	বা স্ত্রীর অংশ দিবার পর যাহা		মৃত ব্যক্তির
	বাকী থাকিবে তাহার ১/৩ ভাগ		স্বামী মা দাদা ১/২ ১/৩ বাকী অংশ
	মাতা পাইবেন। উপরোক্ত		
	অবস্থায় যদি পিতার স্থলে		মৃত ব্যক্তির
	পিতামহ (দাদা) জীবিত		স্ত্রী মাতা দাদা ১/৪ ১/৩ অবশিষ্টাংশ
	থাকেন তবে মাতাকে সমুদয়		
	সম্পত্তির ১/৩ ভাগ দেওয়া		
	হইবে		
৮. উর্ধজননী	১. তুল্য শ্রেণীর একজন বা	১/৬	মৃত ব্যক্তির দাদী ও নানী পুত্র
(পিতার মাতা দাদী বা	একাধিক থাকিলে		১/৬ ÷ ২ ৫/৬
মাতার মাতা নানী)	২. মাতা জীবিত থাকিলে		মৃত ব্যক্তির
	কোন প্রকার উর্দ্ধ-জননী		মা পিতা নানী বা দাদী
	কোন অংশ পাইবেন না		১/৩ ২/৩ ০
	৩. পিতা জীবিত থাকিলে দাদী নিরাশ হইবেন কিন্তু		নানী দাদী পিতা
	নানী অংশ পাইবেন		১/৬ × ৫/৬

www.pathagar.com

যবিল ফুরূযগণ	অবস্থা	অংশ	উদাহরণ
৯. সহোদরা ভগ্নী	১. একজন থাকিলে	১/২	মৃত ব্যক্তির বোন ১চাচা ১
(বাপ ও মা একই)	২. একাধিক থাকিলে	২/৩	১/২ ভাগ বাকী ১/২
	৩. সহোদর ভাই জীবিত থাকিলে ভাই বা ভাইদের সহিত আসাবা-বি-গাইরিহী হইয়া ভাই -এর অর্ধেক পাইবে (প্রত্যেক ভাই ২ ভাগ ও প্রত্যেক বোন ১ ভাগ)		মৃত ব্যক্তির ভাই ৩ বোন ২ ৬/৮ ভাগ ২/৮ ভাগ
	৪. মৃত ব্যক্তির কন্যা বা পুত্রের কন্যা জীবিত থাকিলে তাহাদের নির্দিষ্ট অংশ (১/২ বা ২/৩) দেওয়ার পরে অবশিষ্টাংশ আসাবা-বি-গাইরিহী সূত্রে) পাইবে		মৃত ব্যক্তির কন্যা১ ভগ্নী২ ১/২ ১/২÷২
	৫. পুত্র অথবা পুত্রের পুত্র (যত নিম্নে হউক) বা পিতা বা দাদা জীবিত থাকিলে সহোদরা ভগ্নীগণ কোন অংশ পাইবে না		মৃত ব্যক্তির পিতা পুত্র ভাই ১ অবশিষ্টাংশ বোন ২ ১ ৫ ৬ ৬ ×
১০. বৈমাত্রেয়ী ভগ্নী	১. একজন থাকিলে	১/২	
(বাপ এক মা অন্য)	২. একাধিক থাকিলে	২/৩	
	৩. একজন সহোদরা ভগ্নী জীবিত থাকিলে বৈমাত্রেয়ী ভগ্নী এক বা একাধিক হইলে	১/৬	মৃত ব্যক্তির নিজ বোন ১ বৈমাত্রেয়ী বোন ২ ১/২ ১/৬ ভাগ চাচা ১ অবশিষ্টাংশ

www.pathagar.com

যবিল ফুরূযগণ	অবস্থা	অংশ	উদাহরণ
	৪. দুই বা ততোধিক সহো-		মৃ-নিজ বোন২ বৈমাত্রেয়ী বোন
	দরা ভগ্নী জীবিত থাকিলে		$\frac{২}{৩}$ ভাগ ×
	বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীগণ কোন		চাচা
	অংশ পাইবেনা		অবশিষ্টাংশ $\frac{১}{৩}$ ভাগ
	৫. উক্ত অবস্থায় তাহাদের		মৃত ব্যক্তির নিজ বোন ২বৈমাত্রেয় ভাই ও
	সঙ্গে বৈমাত্রেয় ভাই জীবিত		$\frac{২}{৩}$ বৈমাত্রেয়ী বোন
	থাকিলে বৈমাত্রেয় ভাইদের		
	সঙ্গে বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীগণ		$\frac{১}{৩} \div ৩$ (২ঃ১)
	'আসাবা-বি-গাইরিহী' হইয়া ভাই এর অর্ধেক পাইবে		
	৬. কন্যা বা পুত্রের কন্যা		মৃত ব্যক্তির কন্যা বৈমাত্রেয়ী ভগ্নী
	জীবিত থাকিলে তাহাদের		$\frac{১}{২}$ বাকী $= \frac{১}{২}$
	অংশ বাদে অবশিষ্টাংশ (আসাবা-মায়া-গাইরিহী সূত্রে) পাইবে।		
	৭. পুত্র বা পুত্রের পুত্র অথবা পিতা বা দাদা অথবা সহোদর ভাই বা একজন সহোদরা ভগ্নী ও কন্যা জীবিত থাকিলে বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীগণ কোন অংশ পাইবে না		
১১. বৈপিত্রেয় ভাই	১. একজন বৈপিত্রেয় ভাই	$\frac{১}{৬}$	মৃত ব্যক্তির
	বা একজন বৈপিত্রেয়ী বোন		সহোদর ভাই বৈপিত্রেয়ী বোন বৈপিত্রেয়ী বোন
	থাকিলে		$\frac{৫}{৬}$ $\frac{১}{৬}$ ×

www.pathagar.com

যবিল ফুরূযগণ	অবস্থা	অংশ	উদাহরণ	
১২. বৈপিত্রেয়ী ভগ্নী (বাপ অন্য মা এক)	২. একাধিক থাকিলে (এক জন বৈপিত্রেয় ভাই ও ১ জন বৈপিত্রেয়ী বোন অথবা একাধিক বেপিত্রেয় ভাই বোন) বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয়ী বোন সমান অংশ পাইবে ৩. মৃত ব্যক্তির সন্তান (পুত্র কন্যা) বা পুত্রের সন্তান (পুত্র কন্যা) (যত নিম্নে হউক) পিতা বা দাদা জীবিত থাকিলে বৈপিত্রেয় ভাই বোন কোন অংশ পাইবে না	$\frac{১}{৩}$	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভাই১ ও বোন ১ $\frac{১}{৩} \div ২$	বৈমাত্রেয়ী ভাই ১ অবশিষ্টাংশ $\frac{২}{৩}$

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ যবিল ফুরূয্ শ্রেণীর আত্মীয়গণের মধ্যে পিতা, মাতা, স্বামী-স্ত্রী এবং কন্যা কোন অবস্থায়ই মাহরুম (বঞ্চিত) হইবে না কিন্তু অন্যান্য 'যবিল ফুরূয্' আত্মীয়গণ অবস্থাভেদে মাহরুম হইতে পারে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অংশ ভাগ করিবার নিয়ম

সাধারণত তিন রাশি দ্বারা অংশ ভাগ করিয়া দিতে হয়। যেমন ঃ

১. মূলরাশি ২. বৃদ্ধি রাশি (আউল) ৩. প্রত্যাবর্তন রাশি (রদ্দ)

মূল রাশি

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১ম শ্রেণী (যবিল ফুরূয) অংশীদারদের নির্দিষ্ট অংশ ৬ প্রকার যথা ঃ

ক. $\frac{১}{২}$ $\frac{১}{৪}$ $\frac{১}{৮}$

খ. $\frac{১}{৩}$ $\frac{২}{৩}$ $\frac{১}{৬}$

এই নির্দিষ্ট ছয় প্রকার অংশগুলির একাধিক অংশের অংশীদার থাকিলে অংশগুলির হর-এর - ল.সা.গু ই মূলরাশি হইবে যথা ঃ

২ | $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৪}$
২ | ১, ২
  ১, ১ ল.সা.গু. = ৪

২ | $\frac{১}{২}$ ও $\frac{১}{৮}$
৪ | ১, ৪
  ১, ১ ল.সা.গু. = ৮

৪ | $\frac{১}{৪}$ ও $\frac{১}{৮}$
২ | ১, ২
  ১, ১ ল.সা.গু. = ৮

www.pathagar.com

```
৩ | ১/২ ও ২/৩ ও ১/৬
  ----------------
২ | ২, ১, ২
  ----------
    ১, ১, ১
```

ল. সা. গু. = ৬

```
৩ | ১/৪ ও ১/৩ ও ১/৬
  ----------------
২ | ৪, ১, ২
  ----------
    ২, ১ ১
```

ল. সা. গু.= ১২

```
৩ | ১/৮ ও ২/৩ ও ১/৬
  ----------------
২ | ৮, ১, ২
  ----------
    ৪, ১ ১
```

ল. সা. গু.= ২৪

এইরূপে অংক কসিয়া মূল রাশি নির্ণয় না করিয়া নিম্নলিখিত চারিটি নিয়ম মনে রাখিলেই সঠিক মূলরাশি নির্ণয় করা যাইবে।

১ম নিয়ম ঃ যদি উপরোক্ত ছয় প্রকার অংশীদারগণের মধ্যে কেবলমাত্র এক প্রকার অংশীদার থাকে তবে তাহার অংশের পূর্ণ সংখ্যাই মূল রাশি হইবে এবং এই মূলরাশি দ্বারা সম্পত্তি বা মাল ষোল আনা ভাগ করিয়া ১ম শ্রেণীর অংশীদারকে তাহার নির্দিষ্ট অংশ দিয়া অবশিষ্টাংশ ২য় শ্রেণীর অংশীদারকে দিতে হইবে। যথা ঃ

অংশ– ১/২ মৃত ব্যক্তির নাম ও তাহার সম্পত্তি বা মাল ১৲÷২ মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	ভাই
১/২ ভাগ = ।।৹(৫০ পয়সা)	১/২ অবশিষ্টাংশ = ।।৹(৫০ পয়সা)

১/৪ অংশ মৃত ব্যক্তির নামও তাহার সম্পত্তি বা মাল ১৲÷ ৪ মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	পুত্র
১/৪ ভাগ = ।.	৩/৪ অবশিষ্টাংশ = ৸৹
.২৫	.৭৫

www.pathagar.com

১/৮ অংশ — মৃত ব্যক্তির নাম ও তাহার সম্পত্তি বা মাল ১,+৮ মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	পুত্র
১/৮ ভাগ = ৭/	অবশিষ্টাংশ ৭/৮ ভাগ = ৸৭/
.১২৫	.৮৭৫

১/৩ অংশ — মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার সম্পত্তি বা মাল১,+৩ মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

মা	ভাই ১ জন
১/৩ ভাগ =।/৬।।	অবশিষ্টাংশ ২/৩ ভাগ = ।।৭/১৩।
.৩৩৩৩	.৬৬৬৭

২/৩ অংশ — মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার সম্পত্তি বা মাল ১,+৩ মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

কন্যা ২ জন	ভাই ১
২/৩ ভাগ =।।/৬।।	অবশিষ্টাংশ ১/৩ ভাগ = ।।৭/১৩।
।/৬।। .৩৩৩৩	
।/৬।। .৩৩৩৩	
২/৩ ভাগ= ।।৭/১৩। .৬৬৬৬	.৩৩৩৩

১/৬ অংশ — মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার সম্পত্তি বা মাল ১,+৬ মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

মা	পুত্র
১/৬ ভাগ = ৭/১৩।	অবশিষ্টাংশ ৫/৬ ভাগ = ৮/৬।।
.১৬৬৬	.৮৩৩৪

২য় নিয়ম ঃ যে স্ত্রীলোকগণ একা থাকিলে 'যবিল ফুরূয' সূত্রে ১/২ বা ২/৩ অংশের অধিকারী কিন্তু নিজ ভাইদের সঙ্গে থাকিলে নিজেদের নির্দিষ্ট অংশ না পাইয়া 'আসাবা-বি-গাইরিহী' হইয়া

www.pathagar.com

ভাইয়ের অর্ধেক অংশের অধিকারী হয়। তাহাদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করিতে হইলে তাহাদের প্রত্যেক পুরুষ ২ ভাগ ও প্রত্যেক স্ত্রী ১ভাগ এইরূপ মোট সংখ্যাই মূলরাশি হইবে। যেমন ঃ

মৃত ব্যক্তির নাম ওতাহার ষোল আনা সম্পত্তি ১৲÷৮মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

পুত্র ২ জন বা ভাই ২	কন্যা ৪ বা বোন ৪
৪/৮ ভাগ = ৷৷০	৪/৮ ভাগ = ৷৷০
৷০ X ২ = ৷৷০ = .৫০	৵০ X ৪ = .৫০

৩য় নিয়ম ঃ যদি ১ম শ্রেণীর যবিল ফুরূয্' অংশীদারগণ কেবলমাত্র –

ক. শ্রেণীর অর্থাৎ ১/২, ১/৪ ও ১/৮ অংশ গুলির অথবা কেবলমাত্র

খ. শ্রেণীর অর্থাৎ ১/৩, ২/৩ ও ১/৬ অংশগুলির মধ্যে একাধিক প্রকারের অংশের অধিকারী হয় তবে তাহাদের সর্বাপেক্ষা ছোট (ক্ষুদ্রতম) অংশের হরটি মূলরাশী হইবে। যেমন ঃ

১. মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার সমুদয় সম্পত্তি ১৲÷৪মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	কন্যা	ভগ্নী
(১/৪) ১/৪ ভাগ	(১/২) ২/৪ ভাগ	অবশিষ্টাংশ ১/৪ ভাগ
.২৫	.৫০	.২৫

২. মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার ষোল আনা সম্পত্তি ১ ÷৮মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	কন্যা	ভাই
(১/৮) ১/৮ ভাগ	(১/২) ৪/৮ ভাগ	অবশিষ্টাংশ ৩/৮ ভাগ
৵০ = .১২৫	৷৷০ .৫০	১৵০ .৩৭৫

www.pathagar.com

৩. মৃত ব্যক্তির নাম ও তাহার সমুদয় সম্পত্তি–১ ÷ ৩মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

বৈপিত্রেয়ী বোন ২জন	বৈমাত্রেয়ীবোন ২জন
১/৩ ভাগ =	২/৩ ভাগ =
৵১৩।/ =.১৬৬৬	=.৩৩৩৪
৵১৩।/ =.১৬৬৬	=.৩৩৩৪
=.৩৩৩২	=.৬৬৬৮

৪. মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার সমুদয় সম্পত্তি– ১ + ৬ মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

মা	কন্যা২	ভাই
(১/৬) = ১/৬ ভাগ	(২/৩) = ৪/৬ ভাগ ।।৵১৩।	অবশিষ্টাংশ ১/৬
৵১৩।	।/৬।। .৩৩৩৪	৵১৩।
.১৬৬৬	।/৬।। .৩৩৩৪	.১৬৬৬

৪র্থ নিয়ম ঃ যদি ১ম শ্রেণীর (যবিল ফুরুয) অংশীদারগণ

(ক) ১/২, ১/৪, ১/৮ এবং

(খ) ১/৩, ২/৩ ও ১/৬ উভয় প্রকারের অংশগুলির একাধিক অংশের অধিকারী হয় তাহা হইলে –

১. 'খ' শ্রেণীর যে কোন এক বা একাধিক অংশের সহিত 'ক' শ্রেণীর ১/২ অংশ থাকিলে মূলরাশি ৬ হইবে।

২. 'খ' শ্রেণীর যে কোন এক বা একাধিক অংশের সহিত ক' শ্রেণীর ১/৪ অংশ থাকিলে মূলরাশি ১২ হইবে।

৩. 'খ' শ্রেণীর যে কোন এক বা একাধিক অংশের সহিত 'ক' শ্রেণীর ১/৮ অংশ থাকিলে মূলরাশি ২৪ হইবে। যেমন ঃ

www.pathagar.com

১. মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার সম্পত্তি বা মাল=১ ÷ ৬ মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	মা	বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন		চাচা
(১/২) = ৩/৬ ভাগ	(১/৬) = ১/৬ ভাগ	(১/৩) = ২/৬ ভাগ		০
৷৷৹	৵১৩৷৹	৷/৬৷৷৹ / ৵১৩৷৹ ৵১৩৷৹	.১৬৬৭	
.৫	.১৬৬৬	.৩৩৩৪	.১৬৬৭	

২. মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার সম্পত্তি বা মাল= ১ ÷১২ মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	কন্যা	মা	ভাই
(১/৪) = ৩/১২ ভাগ	(১/২) = ৬/১২ ভাগ	(১/৬) = ২/১২ ভাগ	বাকী ১/১২ ভাগ
৷৹	৷৷৹	৵১৩৷৹	/৬৷৷৹
২৫	৫	১৬৬৬	০৮৩৪

৩. মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার সম্পত্তি বা মাল ÷২৪ মূলরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	কন্যা ২ জন		মা	ভাই
(১/৮)	(২/৩)		(১/৬)	অবশিষ্টাংশ
৩/২৪ ভাগ	১৬/২৪ ভাগ		৪/২৪ ভাগ	১/২৪ ভাগ
৵৹	৷/৬৷৷ ৷/৬৷৷ } ৷৷৵১৩৷৹		৵১৩৷	১৩৷
.১২৫	.৩৩৩৩৩	.৬৬৬৬	.১৬৬৬৮	.০৪১৬৩
	.৩৩৩৩৩			

যে ক্ষেত্রে 'যবিল ফুরূয' ১ম শ্রেণীর অংশীদারগণের অংশগুলি একত্র (যোগ) করিলে পূর্ণ ১ সংখ্যা হইবে এবং কিছুই অবশিষ্ট রহিবে না অথবা 'যবিল ফুরূয' ও আসাবা ১ম ও ২য় উভয় শ্রেণীর অংশীদার আছে এবং ১ম শ্রেণীর অংশীদারগণকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অংশ দিয়া আরও

www.pathagar.com

কিছু অংশ অবশিষ্ট থাকিবে সেক্ষেত্রে মূলরাশি দ্বারা সম্পত্তি ভাগ না করিয়াও যবিল ফুরুযগণকে তাহাদের নির্দিষ্ট অংশ দিয়া যদি কিছু বাকী থাকে তাহা আসাবা বা আসাবাগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেই চলিবে এবং এইরূপ অবস্থায় এইভাবে অংশ ভাগ করিয়া দেওয়াই অধিকতর সহজ। যেমন ঃ

১.

মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার অংশ ১

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	মা	বৈপিত্রেয়ী ভাইও বোন	চাচা
$\frac{১}{২}$ ভাগ	$\frac{১}{৬}$ ভাগ	$\frac{১}{৩}$ ভাগ ÷ ২	০
।।৹	৵১৩।৹	।/৬।।৹ = (৵১৩।৹ + ৵১৩।৹) =	
.৫	.১৬৬৬	(.১৬৬৭+.১৬৬৭)	
	.৩৩৪		

২.

মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার অংশ ১

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	কন্যা	মা	ভাই
$\frac{১}{৪}$ ভাগ	$\frac{১}{২}$	$\frac{১}{৬}$	অবশিষ্টাংশ
৵৹	।।৹	৵১৩।৹	/৬।।৹
.২৫	৫	.১৬৬৭	০৮৩৩

৩.

মৃতব্যক্তির নাম ও তাহার অংশ-১

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	কন্যা ২	মা	ভাই ১	বোন ১
($\frac{১}{৮}$)	($\frac{২}{৩}$)	($\frac{১}{৬}$)	অবশিষ্টাংশ ($\frac{১}{২৪}$)	১৩।+ ৩ (২ঃ১)
৵৹	।।৵১৩।৹ (।/৬।।৹ + ।/৬।।৹)	৵১৩।৹	,	
.১২৫	.৩৩৩৩+.৩৩৩৩	.১৬৬৬	.০৪১৮÷৩	(২:১)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বৃদ্ধিরাশি বা আউল (Increase)

কোন কোন ক্ষেত্রে 'যবিল ফুরূয' অর্থাৎ ১ম শ্রেণীর ওয়ারিসগণের নির্দিষ্ট অংশগুলি একত্র করিলে পূর্ণ ১সংখ্যা বা মূলরাশির অধিক হইয়া যায় এইরূপ ক্ষেত্রে মূলরাশিকে বা অংশগুলির ল. সা. গু. সংখ্যাকে বৃদ্ধি করিতে হয় ইহাকেই বৃদ্ধিরাশি বা আউল বলে। মূলরাশিগুলি সাতটি যথা ঃ ২, ৩, ৪, ৮ এবং ৬, ১২, ২৪ ইহাদের মধ্যে ২, ৩, ৪ ও ৮ এই চারটি মূলরাশির বৃদ্ধি করিবার দরকার হয় না। কেবলমাত্র ৬, ১২ ও ২৪ এই তিনটি রাশি প্রয়োজন মত বৃদ্ধি করিতে হয়।

১. যদি মূলরাশি ৬ হয় তবে ৭, ৮, ৯ ও ১০ এই চারিটি সংখ্যায় বৃদ্ধি করিতে হয়।

২. যদি মূলরাশি ১২ হয় তবে ১৩,১৫,১৭ এই তিনটি সংখ্যায় বৃদ্ধি করিতে হয়।

৩. যদি মূলরাশি ২৪ হয় তবে কেবলমাত্র ২৭ সংখ্যায় বৃদ্ধি করিতে হয়।

১. (ক) যে ক্ষেত্রে মূলরাশি ৬ এবং ওয়ারিসগণের অংশ $\frac{১}{২}+\frac{২}{৩}$ অথবা $\frac{১}{২}+\frac{১}{২}+\frac{১}{৬}$ হইবে সেক্ষেত্রে ৭ বৃদ্ধি রাশি হইবে। যথা ঃ

মৃত ব্যক্তির নাম.....তাহার অংশ ১ +৭ বৃদ্ধিরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	ভগ্নী ২জন
$(\frac{১}{২})$	$(\frac{২}{৩})$
$\frac{৩}{৭}$	$\frac{৪}{৭}$ ভাগ
।৴১৭ ১৪ তিল	।।/২৮/৬ ।১১। ৩ তিল
	।১১। ৩ তিল
.৪২৮৬	.২৮৫৭+.২৮৫৮৭

www.pathagar.com

(খ) যে ক্ষেত্রে মূলরাশি ৬ এবং ওয়ারিসগণের মধ্যে স্বামী ও অন্য দুই প্রকারের ওয়ারিস থাকিবে অথবা অন্য এক প্রকার ওয়ারিস এর সঙ্গে বৈপিত্রেয় ভাই কিম্বা বৈপিত্রেয় ভাইবোন থাকিবে সেসব ক্ষেত্রে অবস্থাভেদে ৭ কিম্বা ৮ বৃদ্ধিরাশি হইবে। যথা ঃ

১. মৃত ব্যক্তির নাম.....তাহার অংশ ১ + ৮ বৃদ্ধিরাশি
মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	মা	ভগ্নী ১
১ (১/২)	১ (১/৩)	১ (১/২)
৩	২	৩
৮	৮	৮
।৵০	।০	।৵০
.৩৭৫	.২৫	.৩৭৫

২. মৃত ব্যক্তির নাম.....তাহার অংশ ১ + ৮ বৃদ্ধিরাশি
মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	সহোদরা ভগ্নী ১	বৈপিত্রেয়ী ভগ্নী ১
১ (১/২)	১ (১/২)	১ (১/৬)
৩ ভাগ	৩ ভাগ	৩ ভাগ
৭	৭	৭
।৵১৭/১৪তিল	।৵১৭/১৪তিল	৵৫।। ৯২ তিল
.৪২৮৬	.৪২৮৬	.১৪২৮

www.pathagar.com

৩. মৃত ব্যক্তির নাম.....তাহার অংশ ১ ÷ ৮ বৃদ্ধিরাশি
মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	নিজ বোন ১	বেপিত্রেয়ী বোন ২জন বা বৈপিত্রেয়ী ভাই ১ বোন ১
১ (১/২)	১ (১/২)	১ (১/৩)
৩ ভাগ ৮	৩ ভাগ ৮	২ ভাগ÷২ ৮
।৵০	।৵০	৵০+ ৵০
.৩৭৫	.৩৭৫	.১২৫+.১২৫

গ. যে ক্ষেত্রে মূলরাশি ৬ এবং ওয়ারিসগণের মধ্যে স্বামী ও অন্য দুই প্রকার ওয়ারিসগণের সঙ্গে বৈপিত্রেয় ভাই বা বৈপিত্রেয়ী বোন কিম্বা বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয়ী বোন থাকিবে সেক্ষেত্রে অবস্থাভেদে ৯ কিম্বা ১০ বৃদ্ধিরাশি হইবে। যথা ঃ

১. মৃত ব্যক্তির নাম.....তাহার অংশ ১ ÷৯ বৃদ্ধিরাশি
মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	মা	আপন বোন	বৈপিত্রেয়ী বোন
১ (১/২)	১ (১/৬)	২ (১/৩)	১ (১/৬)
৩ ভাগ ৯	১ ভাগ ৯	৪ ভাগ ৯	১ ভাগ ৯
।/৬।।	/১৫।।১৩তিল	৵১১/৭ ৵১১/৭	/১৫।।১৩তিল
৩৩৩৪	.১১১১	.২২২২ .২২২২	.১১১১

www.pathagar.com

২. $\dfrac{\text{মৃত ব্যক্তির নাম.........তাহার অংশ ১ ÷১০ বৃদ্ধিরাশি}}{\text{মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ}}$

স্বামী	মা	আপনবোন২	বৈপিত্রেয় ভাই১ বোন ১
($\frac{১}{২}$)	($\frac{১}{৬}$)	($\frac{২}{৩}$)	($\frac{১}{৩}$) $\frac{২}{১০}$ভাগ÷২
$\frac{৩}{১০}$ভাগ	$\frac{১}{১০}$ভাগ	$\frac{৪}{১০}$ভাগ÷২	/১২
।১৬	/১২	২/৪	/১২
.৩	.১	২/৪	.২
		৪÷২	

২. (ক) যে ক্ষেত্রে মূলরাশি ১২ এবং ওয়ারিসগণের মধ্যে স্বামী বা স্ত্রী এবং অন্য দুই প্রকারের ওয়ারিসগণ থাকিবে সে ক্ষেত্রে ১৩ বৃদ্ধিরাশি হইবে। যেমন ঃ

১. $\dfrac{\text{মৃত ব্যক্তির নাম.........তাহার অংশ ১ ÷১৩ বৃদ্ধিরাশি}}{\text{মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ}}$

স্বামী	মা	কন্যা২
($\frac{১}{৪}$)	($\frac{১}{৬}$)	($\frac{২}{৩}$)
$\frac{৩}{১৩}$ ভাগ	$\frac{২}{১৩}$ ভাগ	$\frac{৮}{১৩}$ ÷২
২/১৩৮/৩	৭৯/১৫	।১৮। ১১ তিল
		।১৮। ১১ তিল
.২৩০৮	.১৫৩৮	.৩০৭৭ .৩০৭৭

www.pathagar.com

২। মৃত ব্যক্তির নাম.....তাহার অংশ ১ ÷১৩ বৃদ্ধিরাশি
মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	মা	আপন বোন২
১ ৩ (—) (—) ভাগ ৪ ১৩	১ ২ (—) (—) ভাগ ৬ ১৩	২ ৮ (—) (—) ভাগ ৩ ১৩
৭/১৩h ৩ তিল	৭/৯ ১৫ তিল	।১৮। ১১ তিল
		।১৮। ১১ তিল
.২৩০৮	.১৫৩৮	.৩০৭৭ .৩০৭৭

খ) যে ক্ষেত্রে মূলরাশি ১২ এবং ওয়ারিসগণের মধ্যে স্বামী বা স্ত্রী ও অন্য দুই প্রকারের ওয়ারিসগণ এবং বৈপিত্রেয় ভাই বা বৈপিত্রেয় বোন কিম্বা বৈপিত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় বোন থাকিবে সেক্ষেত্রে অবস্থাভেদে ১৫ কিম্বা ১৭ বৃদ্ধিরাশি হইবে। যেমন ঃ

১. মৃতব্যক্তির নাম.....তাহার অংশ ১ ÷১৫ বৃদ্ধিরাশি
মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	মা	আপন বোন	বৈপিত্রেয়ী বোন ১ বা বৈপিত্রেয় ভাই ১
১ (—) ৪	১ (—) ৬	২ (—) ৩	১ (—) ৬
৩ —— ভাগ ১৫	২ —— ভাগ ১৫	৮ —— ভাগ ১৫	২ —— ভাগ ১৫
৭/৪	৭/২।।	।৫।	৭/২।।
.২০০০	.১৩৩৩	.২৬৬৭ .২৬৬৭	.১৩৩৩

www.pathagar.com

২. মৃত ব্যক্তির নাম.........তাহার অংশ ১ +১৭ বৃদ্ধিরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	মা	আপন বোন ২	বৈপিত্রেয় ভাই ১ বৈপিত্রেয়ী বোন ১
$(\frac{১}{৪})$	$(\frac{১}{৬})$	$(\frac{২}{৩})$	$(\frac{১}{৩}+২)$
$\frac{৩}{১৭}$ ভাগ	$\frac{২}{১৭}$ ভাগ	$\frac{৮}{১৭}$ ভাগ	$\frac{৪}{১৭}$ +২=২ঃ১
৵/১৬। ১১তিল	/১৭॥ ১৫তিল	৶/১৫। ১২ তিল ৶/১৫। ১২ তিল	৶/১৫।১০তিল ÷ ২
.১৭৬৪৬	.১১৭৬৪	.২৩৫৩০ .২৩৫৩০	(২৩৫৩০+২)

৩. যে ক্ষেত্রে মূলরাশি ২৪ এবং ওয়ারিসগণের মধ্যে স্ত্রী এবং অন্য তিন প্রকার ওয়ারিস থাকিবে সেক্ষেত্রে ২৭ বৃদ্ধিরাশি হইবে। যেমন ঃ

মৃত ব্যক্তির নাম.........তাহার অংশ ১ +২৭ বৃদ্ধিরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	কন্যা২	মা	বাবা
$(\frac{১}{৮})$	$(\frac{২}{৩})$	$(\frac{১}{৬})$	$(\frac{১}{৬})$
$\frac{৩}{২৭}$ ভাগ	$\frac{১৬}{২৭}$ ভাগ	$\frac{৪}{২৭}$ ভাগ	$\frac{৪}{২৭}$ ভাগ
/১৫॥১২ তিল	।১৪৮১৬তিল ।১৪৮১৬তিল	৵/৭। ১৮ তিল (১৪৮১২+.০০০০৩)	৵/৭। ১৮ তিল
.১১১০৯+.০০০০১ .১১১১	.২৯৬৩ .২৯৬৩	.১৪৮১৫	.১৪৮১২+.০০০০৩ .১৪৮১৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্তন রাশি বা 'রদ্দ' (RETURN)

কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ১ম শ্রেণীর (যবিল ফুরূয) অংশীদার থাকে ও কোন প্রকার আসাবা(২য় শ্রেণীর আত্মীয়) না থাকায় ওয়ারিসগণের নির্দিষ্ট অংশগুলিকে একত্র করিলে পূর্ণ ১ সংখ্যা বা মূলরাশির কম হয় এইরূপ ক্ষেত্রে 'যবিল ফুরূয' গণের নির্দ্দিষ্ট অংশ ভাগ করিবার পর স্বামী স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য 'যবিল ফুরূয' অংশীদারগণের মধ্যে তাহাদের অংশের অনুপাতে অবশিষ্টাংশকে পুনরায় ভাগ করিয়া দিতে হয় ইহাকে 'রদ্দ' বলে। এইরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিত তিন উপায়ে মূলরাশিকে কমাইয়া প্রত্যাবর্তন রাশি দ্বারা সম্পত্তি বা মাল ভাগ করিয়া দিতে হয়।

১. যদি স্বামী স্ত্রী ব্যতীত অন্য এক প্রকার 'যবিল ফুরূয' অংশীদার থাকে তবে অংশীদারগণের সংখ্যাই প্রত্যাবর্তন রাশি হইবে ও সকলে সমান অংশ পাইবে। যেমন ঃ

মৃতব্যক্তির নাম.........তাহার অংশ ১÷২ বৃদ্ধিরাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

কন্যা ২জন	অথবা	ভগ্নী ২ জন
($\frac{২}{৩}$)		মূলরাশি–৩
$\frac{১}{২}$ ভাগ + $\frac{১}{২}$		প্রঃ রাশী –২
॥০ ॥০ } ১৲	.৫+.৫=১.০০	

২. যদি স্বামী স্ত্রী ছাড়া অন্য একাধিক প্রকারের যবিল ফুরূয অংশীদার থাকে তবে মূলরাশি হইতে অংশীদারগণের নির্দিষ্ট অংশগুলির যোগ ফলই প্রত্যাবর্তন রাশি হইবে এবং এই প্রত্যাবর্ত্তন রাশি ২, ৩, ৪ ও ৫ এর অধিক হইবে না। যেমন ঃ

---

১. 'রদ্দ' আউল এর বিপরীত অর্থাৎ আউল -এর ক্ষেত্রে মূলরাশিকে বাড়াইয়া দিয়া অংশকে কমাইতে হয় কিন্তু 'রদ্দ' এর বেলায় মূলরাশিকে কমাইয়া দিয়া অংশকে বৃদ্ধি করিতে হয়। স্বামী-স্ত্রীর বেলায় রদ্দ হয় না। স্বামী-স্ত্রীর নির্দিষ্ট অংশ আউলের ক্ষেত্রে কমে কিন্তু কোন অবস্থায়ই বৃদ্ধি পায় না।

www.pathagar.com

মৃতব্যক্তির নাম.....তাহার অংশ ১ ÷২ প:রাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

দাদী বা নানী	বৈপিত্রেয় ভাই ১
$(\frac{১}{৬})\frac{১}{২}$ ভাগ = ।।•	$(\frac{১}{৬})\frac{১}{২}$ ভাগ = ।।•
.৫০	.৫০

মৃতব্যক্তির নাম.....তাহার অংশ ১ ÷৩ প: রাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

মা	বৈপিত্রেয় ভাই ও বোন
$(\frac{১}{৬})\frac{১}{৩}$ ভাগ	$(\frac{১}{৩})\frac{২}{৩}$ ভাগ
।/৬ ।।•	।/৬ ।।•
	।/৬ ।।•
.৩৩৩৩+১	.৩৩৩৩+.৩৩৩৩

মৃতব্যক্তির নাম.....তাহার অংশ ১ ÷৪ প:রাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

মা	কন্যা ১
$(\frac{১}{৬})\frac{১}{৪}$ ভাগ	$(\frac{১}{২})\frac{৩}{৪}$ ভাগ
।•	৯•
.২৫	.৭৫

মৃতব্যক্তির নাম.....তাহার অংশ ১ ÷৫ প: রাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

মা	কন্যা	পৌত্রী
$(\frac{১}{৬})\frac{১}{৫}$ ভাগ	$(\frac{১}{২})\frac{৩}{৫}$ ভাগ	$(\frac{১}{৬})\frac{১}{৫}$ ভাগ
৩/৪	।।/১২	৩/৪
.২	.৬	.২

www.pathagar.com

মৃতব্যক্তির নাম.........তাহার অংশ ১৲ ÷৫ প্র: রাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

মা	বোন
$\left(\frac{১}{৩}\right) \frac{২}{৫}$ ভাগ	$\left(\frac{১}{২}\right) \frac{৩}{৫}$ ভাগ
।৵৮	৷৷/১২
.৪	.৬

মৃতব্যক্তির নাম.........তাহার অংশ ১÷৫ প্র: রাশি

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

মা	কন্যা ২ জন
$\left(\frac{১}{৬}\right)$	$\left(\frac{২}{৩}\right)$
$\frac{১}{৫}$ ভাগ	$\frac{৪}{৫}$ ভাগ
৶/৪	৸১৬ { ।৵৮ ।৵৮ }
.২০	.৪০+.৪০

৩. যদি স্বামী বা স্ত্রীর সহিত অন্য এক বা একাধিক প্রকারের 'বিল ফুরূয' অংশীদার থাকে তবে স্বামী ও স্ত্রীকে তাহার নির্দিষ্ট অংশ দিয়া অবশিষ্ট অংশকে অন্য এক প্রকারের ওয়ারিস বা ওয়ারিসগণের অথবা অন্য একাধিক প্রকারের ওয়ারিসগণের মধ্যে উপরোল্লিখিত ১ বা ২ নিয়মানুযায়ী প্রত্যাবর্তন রাশি দ্বারা ভাগ করিয়া দিতে হইবে।

যেমন ঃ

মৃতব্যক্তির নাম ....তাহার অংশ ১৲

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	কন্যা ১ বা ৩ জন
$\frac{১}{৪}$ ভাগ	অবশিষ্টাংশ $\frac{৩}{৪}$ ভাগ ÷ ৩
।০	৸০ (।০+।০+।০)
.২৫	.৭৫

www.pathagar.com

মৃতব্যক্তির নাম ....তাহার অংশ ১৲

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	ভগ্নী ৪ জন
$\frac{১}{৪}$	$\frac{৩}{৪}$ ÷৪
।০	৸০÷৪ = ৵০ ৵০ ৵০
.২৫	.৭৫

মৃতব্যক্তির নাম ....তাহার অংশ ১৲

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	কন্যা	মা
$\frac{১}{৪}$	($\frac{১}{২}$)	($\frac{১}{৬}$)
বাকী $\frac{৩}{৪}$ বা ৸০ এর $\frac{৩}{৪}$ ভাগ		বাকী $\frac{৩}{৪}$ এর $\frac{১}{৪}$ ভাগ
।০	॥৴০	৵০
.২৫	.৫৬২৫	.১৮৭৫

মৃতব্যক্তির নাম ....তাহার অংশ ১৲

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	কন্যা	মা
$\frac{১}{৮}$	($\frac{১}{২}$)	($\frac{১}{৬}$)
৵০	৸৵ বাকী $\frac{৩}{৪}$ ভাগ	৸৵ বাকী $\frac{১}{৪}$ ভাগ
	॥৵১০	৵১০
.১২৫	.৬৫৬২৫	.২১৮৭৫

www.pathagar.com

মৃতব্যক্তির নাম ....তাহার অংশ ১৲

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	কন্যা	মা
$\frac{১}{৮}$	২ $(\frac{}{৩})$	১ $(\frac{}{৬})$
৵৹	৸৵বাকী $\frac{৪}{৫}$ ভাগ	৸৵ $\frac{১}{৫}$ ভাগ
.১২৫	।/১২, ।/১২	৵১৬
	৩৫ ৩৫	.১৭৫

মৃতব্যক্তির নাম ....তাহার অংশ ১৲

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গ

স্ত্রী	নানী বা দাদী	বৈপিত্রেয়ী বোন ২
$\frac{১}{৪}$	১ $(\frac{}{৬})$	১ $(\frac{}{৩})$
	আনার $\frac{১}{৩}$ ভাগ	আনার $\frac{২}{৩}$ ÷২
।৹	।৹	।৹ ।৹
.২৫	.২৫	.২৫ .২৫

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাসহীহ্ ও মুনাসিখাহ

(শুদ্ধ ও বিশুদ্ধ রাশি)

এক শ্রেণীর একাধিক ওয়ারিস থাকিলে এবং তাহাদের অংশের সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যায় বিভক্ত না হইলে (যেমন ৫ ভাই ও ৩ বোন ও তাহাদের অংশ $\frac{৩}{৮}$ ভাগ) তাসহীহ্ বা শুদ্ধরাশি দ্বারা ভাগ করিয়া দিবার যে নিয়মাবলী এবং মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি বা মালের ওয়ারিসগণের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করার পূর্বেই মারা গেলে মূলধনের ষোল আনা সম্পত্তি বা মাল হইতে পর পর মৃত ওয়ারিসদের অংশের উত্তরাধিকারী গণের মধ্যে মুনাসিখাহ বা বিশুদ্ধ রাশি দ্বারা বন্টন করিবার যে সমস্ত পদ্ধতি বর্ণিতি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশে বর্তমান কার্যক্ষেত্রে জটিল। সময় সাপেক্ষ ও ভুল হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকায় এই পুস্তকে তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে। এক শ্রেণীর একাধিক ওয়ারিস থাকিলে তাহাদের অংশটিকেই তাহাদের মধ্যে আনা, গণ্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলে অথবা পয়সা বা শতাংশে ভাগ করিয়া দিবার এবং কোন ফারাইযে একাধিক মৃত ব্যক্তি থাকিলে পর পর মৃত ব্যক্তির অংশটিকেই মূলরাশি বৃদ্ধিরাশি অবস্থাভেদে প্রত্যাবর্তন রাশি দ্বারা ভাগ করিয়া দিয়া যে জীবিত ওয়ারিস বা ওয়ারিসগণ একাধিক মৃত ব্যক্তির অংশ হইতে যে অংশ পাইয়াছে প্রত্যেক বতন[১] হইতে তাহাদের অংশ ভিন্নভাবে যোগ করিয়া ষোল আনা বা এক পূর্ণ করিবার নিয়মই এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে এবং এই সহজ নিয়মই বর্তমান আমাদের দেশে ও সেটেলমেন্ট বিভাগে প্রচলিত রহিয়াছে। এই পুস্তকের পরবর্তী পৃষ্ঠায় কয়েকটি একাধিক বতনের ফারাইযের নমুনা দেওয়া হইল যাহাতে 'তাসহীহ্' ও 'মুনাসিখাহ' এর প্রচলিত নিয়মাবলী ছাড়াই অতি সহজে শুদ্ধরূপে ভাগ করিয়া দেখান হইয়াছে।

---

১. বতন- একই ফারাইযে একাধিক ওয়ারিসের পর পর মৃত্যু হইলে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির অংশের বন্টনকে এক এক বতন বলা হয়।

www.pathagar.com

ফারাইয্ -১

মুলধনী ঃ মৃত আয়েশা -অংশ-১

১. মৃত ব্যক্তির নাম : আয়েশা - তাহার অংশ -১

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

কন্যা-৪ জন

১. খাদিজা	।॰ ২৫ পয়সা	
২. সালমা	।॰ ২৫ পয়সা	২নং মৃত
৩. মাছুমা	।॰ ২৫ পয়সা	
৪. তাফহিমা	।॰ ২৫ পয়সা	৪নং মৃত

২. মৃত ব্যক্তির নামঃ খাদীজা -তাহার অংশ।০ বা.২৫

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

পুত্র ৩জন $\frac{৬}{৭}$ভাগ

কন্যা ১জন $\frac{১}{৭}$ভাগ

সাখিনা খাতুন

১১ ২ তিল

১. ময়েজুদ্দিন মন্ডল- /২ h ৬তিল

২. আজিমুদ্দিন মণ্ডল- /২ h ৬তিল

৩. একরামউদ্দিন মন্ডল- /২ h ৬তিল (৩নং মৃত)

(/২ h ৬তিল তিল সমান .০৭১৪৩ ও ১১ ২ তিল সমান .০৩৫৭১)

৩. মৃত ব্যক্তির নাম ঃ একরাম উদ্দিন মন্ডল- তাহার অংশ/২ h ৬তিল বা .০৭১৪৩

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

ভাই ২জন $\frac{৪}{৫}$ভাগ

বোন ১জন $\frac{১}{৫}$ভাগ খালা৩

১. ময়েজুদ্দিন মন্ডল- ৯ ১৪তিল

২. আজিমুদ্দিন মন্ডল- ৯ ১৪তিল

সাখিনা খাতুন ০

৪।।১৮তিল

(৯ ১৪তিল সমান .০২৮৫৭ ও ।।১৮তিল সমান .০[illegible])

www.pathagar.com

৪. মৃত ব্যক্তির নাম ঃ নাজমা - তাহার অংশ ।০ ২৫ পয়সা

মৃত্যু কালীন জীবিত আত্মীয়গণ

পুত্র ২ জন $\frac{৪}{৭}$ ভাগ | **কন্যা ৩ জন $\frac{৩}{৪}$ ভাগ বোন -২**

১. নাজির উদ্দীন মন্ডল- /২৮ ৬তিল
২. এমাজ উদ্দীন মন্ডল-/২৮৬তিল

১. হালিমা- ১১। ৩ তিল
২. কারিমা- ১১। ৩ তিল
৩. রাহিমা- ১১। ২ তিল

এক্ষণে মূলধনী মৃত নাজমার ত্যাজ্য সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হইতে তাহার কাফন-দাফনের ব্যয়, ঋণ পরিশোধ ও অসিয়াত উপদেশ জাবেতা মতে প্রতিপালনান্তে যে ধন বা মাল অবশিষ্ট থাকিবে তাহা বর্ণনাকারীর বর্ণনা সত্য হইলে উপরোল্লিখিত বতন মোতাবেক বিভক্ত হইয়া তাহার নিম্নলিখিত জীবিত ওয়ারিসগণের মধ্যে তাহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত অংশানুযায়ী বন্টন করা হইবে ঃ

১. ময়েজ উদ্দীন মন্ডল- /১২ বা .১০		
২. আজিম উদ্দীন মন্ডল- /১২বা. ১০		।০ বা .২৫
৩. সখিনা খাতুন- ১৬ বা		
৪. নাজির উদ্দীন মন্ডল- /২৮৬ তিল	বা .০৭১৪২	
৫. এমাজ উদ্দীন মন্ডল-/২৮৬ তিল	বা .০৭১৪২	
৬. হালীমা খাতুন- ১১। ৩ তিল	বা .০৩৩৫৭২	
৭. কারীমা খাতুন- ১১। ৩ তিল	বা .০৩৩৫৭২	
৮. রহিমা খাতুন- ১১। ২ তিল	বা .০৩৫৭২	
৯. খাদিজা খাতুন- ।০ বা ২৫		
১০. জাহানারা ।০ বা.২৫		
১ বা	১০০	

www.pathagar.com

ফারাইয্ -২

মূলধনীঃ মৃত আবদুল হামিদ প্রামানিক-অংশ-১\

১. মৃত ব্যক্তির নাম ঃ আবদুল হামিদ প্রামানিক- তাহার অংশ - ১\

মৃত্যু কালীন জীবিত আত্মীয়গণ ঃ

স্ত্রী $\frac{১}{৮}$ ভাগ	কন্যা২ $\frac{২}{৩}$ ভাগ	সহোদরা ভগ্নী১
		আসাবা মায়া গাইরিহী সূত্রে
সুফিয়া বেগম	১। আমেনা খাতুন	
৵ (৩নং মৃত)	।/৬ ।। .৩৩৩৩	বাকী অংশ=$\frac{৫}{২৪}$
.১২৫	২। হালিমা খাতুন (২নং মৃত)	হামিদা খাতুন
	।/৬।। =.৩৩৩৩	৬।। .২০৮৪

২. মৃত ব্যক্তিরনামঃ-খাদিজা বিবি- তাহার অংশ-।/৬।। .৩৩৩৩

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

মা	সহোদরা ভগ্নী	ফুফু
($\frac{১}{৩}$) রদ প্রঃ $\frac{২}{৫}$ ভাগ	($\frac{১}{২}$) ভ $\frac{৩}{৫}$ ভাগ	(যবিল আরহাম ৩য় শ্রেণীর আত্মীয়)
পরিজান	আইজান	হামিদা
৵২।। .১৩৩৩২ (৩ নং মৃত)	৵৪ .১৯৯৯৮	×

৩. মৃত ব্যক্তির নামঃ-পরিজান -তাহার অংশ ।২।। বা'২৫৮৩২

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

কন্যা১	ননদ
হামিদা	খাদিজা
।২।।	×

.২৫৮৩২

এক্ষণে মূলধনী মৃত আবদুল হামিদ প্রামানিক এর সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি হইতে তাহার কাফন দাফনের ব্যয়, ঋণ পরিশোধ ও অসিয়াৎ উপদেশাদি জাবেতা মতে

www.pathagar.com

প্রতিপালনান্তে যে ধন বা মাল অবশিষ্ট থাকিবে তাহা বর্ণনাকারীর বর্ণনা সত্য হইলে উপরোল্লিখিত বতন মোতাবেক বিভক্ত হইয়া তাহার নিম্নলিখিত জীবিত ওয়ারিসগণের মধ্যে তাহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত অংশানুযায়ী বন্টন করা হইবে ঃ

১. আইজান	৸১৩। বা .৭৯১৬
২. হামিদা	৶৬॥ বা .২০৮৪

	১৲ ১.০০

ফারাইয্ -৩

মূলঃধনী ঃ

১. মৃত মুহাম্মদ আলী মন্ডল-অংশ	।।•
২. মৃত আহ্মাদ আলী মন্ডল-অংশ	।।•

	১৲

১. মৃত ব্যক্তির নামঃ- আহ্মাদ আলী মন্ডল-অংশ।।০ বা .৫০

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

কন্যা১	সহোদর ভাই ১	চাচাতো ভাই এর পুত্র
১/২ ভাগ	আসাবা সূত্রে বাকী অংশ	চাচাত ভাতিজা
নূর জাহান বিবি	মুহাম্মদ আলী মন্ডল (২নং মৃত)	০
।•	।•	আঃ রহিম মন্ডল
.২৫	.২৫	০

২. মৃত ব্যক্তির নামঃ- মুহাম্মদ আলী মন্ডল-অংশ-।।০+।০=৸•বা .৭৫

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

(পিতার ভাই -এর পুত্রের পুত্র)	(আপন ভাই -এর কন্যা।)
চাচাতো ভাতিজা ·	আপন ভাতিজী
(আসাবা- ২য় শ্রেণীর আত্মীয়)	যাবিল আরহাম- ৩য় শ্রেণীর আত্মীয়।
আবদুর রহিম মন্ডল (৩নং মৃত)	নূরজাহান বিবি
৸• বা .৭৫	০

www.pathagar.com

৩. মৃত ব্যক্তির নামঃ- আহমাদ আলী মন্ডল-অংশ।।০ বা .৫০

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্ত্রী	কন্যা-৩	চাচাত বোন
$(\frac{১}{৮})$ভাগ	$(\frac{২}{৩})$	নুর জাহান
হাবীবা খাতুন	রদ বাকী $\frac{৭}{৮}$ ÷ ৩	
/১০ বা .০১৩৭৫	১. ফাতিমা৵১০ বা .২১৮৭৫	০
	২. রহীমা৵১০ বা .২১৮৭৫	
	৩. কারীমা৵১০ বা .২১৮৭৫	

(৪নং মৃত)

৪. মৃত ব্যক্তির নামঃ কারিমা অংশ ৵১০ বা .২১৮৭৫

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

স্বামী	মা	বোন ২	
$(\frac{১}{২})$	$(\frac{১}{৬})$	$(\frac{২}{৩})$	
বৃঃ $\frac{৩}{৮}$ ভাগ	বৃঃ $\frac{১}{৮}$ ভাগ	বৃঃ $\frac{৪}{৮}$ ভাগ÷২	
ফকির উদ্দীন খাঁ	হাবীবা খাতুন	১। ফাতিমা	৴১৭৷৷ বা .০৫৪৬৯
/৬৷ বা .০৮২০২	৴৮৸বা .০২৭৩	২। রাহীমা	৴১৭৷৷ বা .০৫৪৬৯

এক্ষণে মৃত মুহাম্মদ আলী মন্ডল ও আহমদ আলী মন্ডল এর সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বা মাল হইতে তাহাদের কাফন-দাফনের ব্যয়, ঋণ পরিশোধ ও অসিয়্যাত উপদেশাদি জাবেতা মতে প্রতিপালনান্তে যে ধন বা মাল অবশিষ্ট থাকিবে তাহা বর্ণনা সত্য হইলে উপরোল্লিখিত বতন মোতাবেক বিভক্ত হইয়া তাহাদের নিম্নলিখিত জীবিত ওয়ারিসগণের মধ্যে তাহাদের নামের পার্শ্বে লিখিত অংশানুযায়ী বন্টন করা হইবে ঃ

১. নুরজাহান বিবি	।•	বা	.২৫
২. হাবীবা খাতুন	/১৮৸•	বা	.১২১১
৩. ফাতিমা খাতুন	।৭৷৷•	বা	.২৭৩৪৪
৪. রাহীমা খাতুন	।৭৷৷•	বা	.২৭৩৪৪
৫. ফকির উদ্দীন খা	/৬ ।•	বা	.০৮২০২
	-----	-----	-------
	১৲	বা	১.০০

মৃত ব্যক্তির নগদ মাল বা সম্পত্তি বন্টনকালে তথায় যে সমস্ত গরীব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কিম্বা ফকির মিসকীন উপস্থিত থাকে তাহাদিগকে মৃত ব্যক্তিকে সাওয়াব পৌছান উদ্দেশ্যে কিছু দেওয়া বা দানাপানি খাওয়ানো মুস্তাহাব। কিন্তু নাবালিগ ওয়ারিসদের অংশ হইতে কিম্বা বালিগ ওয়ারিসদের বিনা অনুমতিতে কিছু দেওয়া বা দান খয়রাত করা অথবা যিয়াফত জায়িয নহে।

আল্লাহ্ সবকিছুই জানেন ও তাঁহারই নিকট সবাই ফিরিয়া যাইবে।

ফারাইয্ কারীর দস্তখত ঠিকানা ও তারিখ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্রকাশ থাকে যে বর্তমানে জমির মালিকানা স্বত্ব ষোল আনাকে বহু পুরাতন পদ্ধতিতে আনা, গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিল (২০ তিলে ১ ক্রান্তি বা ৬০ তিলে ১ কড়া) হিসাবে অর্থাৎ ৭৬,৮০০ ভাগে বিভক্ত করিয়া খতিয়ান প্রস্তুত করা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বর্তমানে ১.০০টাকা পূর্ণ অংশকে দশমিক পাঁচ অঙ্কে অর্থাৎ এক লক্ষাংশে ভাগ করিয়া সহজেই স্বত্বের রেকর্ড করা যাইতে পারে এবং ইহা বাঞ্ছনীয়। পুস্তকের প্রত্যেকটি ফারাইয পুরাতন পদ্ধতিতে এবং দশমিক পদ্ধতিতে দেখানো হইয়াছে। বিস্তারিত উপসংহারে দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

৩য় শ্রেণীর আত্মীয়গণ - 'যবিল আরহাম'

(Uterine Heirs)

যে সব আত্মীয়গণ স্বামী বা স্ত্রী ছাড়া অন্যান্য ১ম শ্রেণীর যবিল ফুরূয্ ও ২য় শ্রেণীর ('আসাবা') আত্মীয়গণের কেহই জীবিত না থাকিলে মৃত ব্যক্তির সমুদয় মালের উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে তাহারই 'যবিল আরহাম' বা ৩য় শ্রেণীর আত্মীয়। ইহাদিগকে চারিটি দলে বা গ্রুপে ভাগ করা হইয়াছে এবাং ইহাদের নিকটবর্তী আত্মীয়গণ জীবিত থাকিতে দুরবর্তী আত্মীয়গণ মাহরুম হইয়া যায়। অর্থাৎ ১ম গ্রুপের এক বা একাধিক আত্মীয়গণ জীবিত থাকিলে ২য় গ্রুপের ও ২ য় গ্রুপের আত্মীয়গণ জীবিত থাকিলে ৩ য় গ্রুপের ও ৩য় গ্রুপের আত্মীয়গণ জীবিত থাকিলে ৪র্থ গ্রুপের আত্মীয়গণ কোন অংশ পায় না।

১ম গ্রুপ ঃ

ক. মৃত ব্যক্তির কন্যার সন্তানগণ (পুত্র ও কন্যা যত নিম্নে থাকুক)।

খ. মৃত ব্যক্তির পুত্রের কন্যাগণের সন্তানগণ যত (নিম্নে থাকুক)।

২য় গ্রুপ ঃ

প্রকৃত নানা (মায়ের বাবা) এবং অপ্রকৃত দাদা, দাদী নানা ও নানী (যত উর্ধ্বে হউক)।

৩য় গ্রুপ ঃ

ক. সহোদর ভাই -এর কন্যাগণএবং সহোদরা ভগ্নীর সন্তানাদি (পুত্র কন্যা যত নিম্নে হউক)।

খ. বৈমাত্রেয় ভাই -এর কন্যাগণ এবং বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীর সন্তানাদি (যত নিম্নে থাকুক)।

গ. বৈপিত্রেয় ভাই -এর পুত্র ও কন্যাগণ এবং বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর সন্তানগণ (যত নিম্নে থাকুক)।

৪র্থ গ্রুপ ঃ

ক. ফুফু (পিতার আপন, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীগণ)।

খ. মামা ও খালা (মাতার সহোদর বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই ও ভগ্নীগণ)।

গ. বৈপিত্রেয় চাচা।

ঘ. আপন (সাহোদর) ও বৈমাত্রেয় চাচার কন্যাগণ।

ঙ. উপরোক্ত চার শ্রেণীর আত্মীয়গণের সন্তানগণ।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

'যবিল আরহাম' আত্মীয়গণের ১ম গ্রুপের আত্মীয়গণ ও তাহাদের অংশের বিস্তারিত বিবরণ

মৃত ব্যক্তির কন্যার সন্তানগণ ও পুত্রের কন্যাগণের সন্তানগণ

নিকটবর্তী এক বা একাধিক আত্মীয় জীবিত থাকিতে দুরবর্তী আত্মীয়গণ কিছুই পাইবে না। অর্থাৎ ১ নং এর আত্মীয়গণের কেহ জীবিত থাকিলে ২ নং এর আত্মীয়গণ,২ নং এর আত্মীয়গণের কেহ জীবিত থাকিলে ৩ নং এর আত্মীয়গণ এবং এই ভাবে ৪,৫ ও ৬ নং এর আত্মীয়গণ মাহরুম - বঞ্চিত হইবে।

১.	মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্র (নাতী) মৃত ব্যক্তির কন্যার কন্যা(নাতনী)	নাতী নাতনী উভয়ে জীবিত থাকিলে প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক স্ত্রীর দ্বিগুণ হিসাবে নাতী ২ভাগ ও নাতনী ১ ভাগ পাইবে।

১ ২ ৩ ৪

২.	মৃত ব্যক্তির পুত্রের কন্যার (পৌত্রীর) পুত্র মৃত ব্যক্তির পুত্রের কন্যার (পৌত্রীর) কন্যা	২ ভাগ ১ ভাগ

১ ২ ৩ ৪

৩. (ক)	মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্রের পুত্র (নাতীর পুত্র) মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্রের পুত্র (নাতীর কন্যা)	২ ভাগ ১ ভাগ	২ভাগ
(খ)	মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্র (নাতনীর পুত্র) ২ভাগ মৃত ব্যক্তির কন্যার কন্যা (নাতনীর কন্যা)	১ ভাগ ১ ভাগ	১ ভাগ

"প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক স্ত্রীর দ্বিগুণ " হিসাবে অংশ পাইবে কিন্তু ক ও খ উভয় শ্রেণীর আত্মীয় বর্তমান থাকিলে 'ক' শ্রেণীর নাতীর পুত্র বা কন্যা 'খ' শ্রেণীর নাতনীর পুত্র বা কন্যার দ্বিগুণ পাইবে।

১ ২ ৩ ৪ ৫

৪.	মৃত ব্যক্তির পুত্রের পুত্রের কন্যার পূত্র মৃত ব্যক্তির পুত্রের পুত্রের কন্যার কন্যা	২ভাগ ১ভাগ

www.pathagar.com

	১	২	৩	৪	৫			
৫.	ক. মৃত ব্যক্তির পুত্রের কন্যার পুত্রের পুত্র					২ভাগ		
	মৃত ব্যক্তির পুত্রের কন্যার পুত্রের কন্যা					১ভাগ		২ভাগ
	খ. মৃত ব্যক্তির পুত্রের কন্যার পুত্র					২ভাগ		
	মৃত ব্যক্তির পুত্রের কন্যার কন্যা					১ভাগ		১ভাগ

ক ও খ উভয় শ্রেণীর আত্মীয় জীবিত থাকিলে 'ক' শ্রেণীর যে কোন প্রকার আত্মীয় 'খ' শ্রেণীর যে কোন প্রকার আত্মীয়ের দ্বিগুণ পাইবে।*

	১	২	৩	৪	৫			
৬. (ক-১)	মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্রের পুত্রের পুত্র					২		
	মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্রের পুত্রের কন্যা					১	২	
								২ ভাগ
(ক-২)	মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্রের কন্যার পুত্র					২	১	
	মৃত ব্যক্তির কন্যার পুত্রের কন্যার কন্যা					১		
(খ-১)	মৃত ব্যক্তির কন্যার কন্যার পুত্রের পুত্র					২	২	
	মৃত ব্যক্তির কন্যার কন্যার পুত্রের কন্যা					১		
								১ ভাগ
(খ-২)	মৃত ব্যক্তির কন্যার কন্যার পুত্রের পুত্র					২	১	
	মৃত ব্যক্তির কন্যার কন্যার পুত্রের কন্যা					১		

(ক-১ ও ক-২) কিম্বা (খ-১ ও খ-২) উভয় শ্রেণীর আত্মীয় জীবিত থাকিলে (ক-১ বা খ-১) শ্রেণীর আত্মীয় দ্বিগুণ অংশ পাইবে এবং সেইরূপ যদি (ক-১ বা ক-২) এর যে কোন প্রকার আত্মীয়ের সহিত (খ-১ ও খ-২) এর যে কোন প্রকার আত্মীয় জীবিত থাকে তবে (ক-১ বা ক-২) এর আত্মীয় বা আত্মীয়গণ (খ-১ ও খ-২) এর যে কোন প্রকার আত্মীয়ের দ্বিগুণ অংশ পাইবে এবং এইভাবে প্রাপ্ত অংশটি আবার যে কোন প্রকারের একাধিক আত্মীয় থাকিলে তাহাদের মধ্যে পুরুষ স্ত্রীর দ্বিগুণ নিয়মে বিভক্ত হইবে।

*এই বিষয়ের কারণ ইমামদের মতভেদ জানিতে হইলে ফারাইয্ সম্বন্ধে আরবী ভাষায় লিখিত বড় কিতাব দেখিতে হইবে।

www.pathagar.com

উদাহরণ ঃ

১. মৃত ব্যক্তির নাম

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

নাতী ৩জন	নাতনী ২জন
$\frac{৬}{৮}$ ভাগ ÷ ৩	$\frac{২}{৮}$ ÷ ২

২. মৃত ব্যক্তির নাম

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

পৌত্রীর পুত্র	পৌত্রীর কন্যা ২
$\frac{২}{৪}$ ভাগ	$\frac{২}{৪}$ ভাগ ÷ ২

৩. মৃত ব্যক্তির নাম

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

নাত্নীর কন্যা - ২		নাত্নীর পুত্র - ২
২ ভাগ ÷২ অথবা	$\frac{৪}{৬}$ ভাগ ÷ ২	১ ভাগ ÷২ অথবা $\frac{২}{৬}$ ভাগ ÷ ২

৪. মৃত ব্যক্তির নাম

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

পৌত্রের কন্যার পুত্র - ২	পৌত্রের কন্যার কন্যা
$\frac{৪}{৫}$ ভাগ ÷ ২	$\frac{১}{৫}$ ভাগ

৫. মৃত ব্যক্তির নাম

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

পৌত্রীর পুত্রের কন্যা ১	পৌত্রীর কন্যার কন্যা ১ ও কন্যা ১
২ ভাগ	১ ÷ ৩ ২ ঃ ১

www.pathagar.com

মৃত ব্যক্তির নাম

৬. ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

নাতীর পুত্রের পুত্র, নাতীর পুত্রের কন্যা, নাত্‌নীর পুত্রের পুত্র

২ ভাগ ÷ ৩ ১ ভাগ

২ ঃ ১

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

'যবিল আরহাম' আত্মীয়গণের ২য় গ্রুপের আত্মীয়গণ ও তাহাদের অংশের বিস্তারিত বিবরণ

প্রকৃত নানা এবং অপ্রকৃত দাদা, দাদী, নানা ও নানী। ইহাদের নিকটবর্তী আত্মীয় থাকিতে দূরবর্তী আত্মীয়গণ অর্থাৎ ১নং এর আত্মীয় জীবিত থাকিতে ২ নং এর এবং ২ নং এর আত্মীয়গণের কেহ জীবিত থাকিতে ৩ নং এর ও ৩ নং এর আত্মীয় জীবিত থাকিলে ৪ ও ৫ নং এর আত্মীয় বা আত্মীয়গণ কোন অংশ পাইবে না। কিন্তু যে কোন গ্রুপ বা ভাগের একাধিক আত্মীয় জীবিত থাকিলে পিতৃকুল ২ ও মাতৃকুল ১ ভাগ এই নিয়মে অংশ পাইবে ঃ (২ ঃ ১)

১. মৃত ব্যক্তির মাতার পিতা (প্রকৃত নানা) (সম্পূর্ণ অংশ)

২. মৃত ব্যক্তির পিতার মাতার পিতা	২ ভাগ
মৃত ব্যক্তির মাতার মাতার পিতা	১ ভাগ
৩. মৃত ব্যক্তির মাতার পিতার পিতা	২ ভাগ
মৃত ব্যক্তির মাতার পিতার মাতা	১ ভাগ

৪. মৃত ব্যক্তির পিতার পিতার মাতার পিতা = ২ ভাগ
মৃত ব্যক্তির পিতার মাতার মাতার পিতা = ১ ভাগ

৫. মৃত ব্যক্তির মাতার পিতার মাতার পিতা
মৃত ব্যক্তির মাতার পিতার মাতার মাতা
মৃত ব্যক্তির মাতার পিতার পিতার পিতা
মৃত ব্যক্তির মাতার পিতার পিতার মাতা
মৃত ব্যক্তির পিতার মাতার পিতার পিতা
মৃত ব্যক্তির পিতার মাতার পিতার মাতা
মৃত ব্যক্তির মাতার মাতার পিতার পিতা
মৃত ব্যক্তির মাতার মাতার পিতার মাতা

উপরোল্লিখিত ৪ ও ৫ নং গ্রুপের আত্মীয় বর্তমানকালে প্রায়ই জীবিত পাওয়া যায় না।

www.pathagar.com

উদাহরণ ঃ

১.

মৃত ব্যক্তির নাম

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

পিতার মাতার পিতা - ১\ মাতার মাতার পিতা - ০

মাতার পিতার মাতা - ০ মাতার পিতার মাতার মা - ০

২.

মৃত ব্যক্তির নাম

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

পিতার মাতার পিতা	মাতার মাতার পিতা
২ ভাগ	১ ভাগ
মাতার পিতার পিতা	মাতার পিতার মাতা
২	১

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

'যবিল আরহাম' আত্মীয়গণের ৩য় গ্রুপের আত্মীয়গণ ও তাহাদের অংশের বিস্তারিত বিবরণ

এই শ্রেণীর আত্মীয়দেরও পূর্ব বর্ণীত নিয়মে নিকটবর্তী আত্মীয় জীবিত থাকিতে দূরবর্তী আত্মীয়গণ নিরাশ বা মাহরুম হইয়া থাকে। অর্থাৎ ১ বা ২ নং গ্রুপের আত্মীয় জীবিত না থাকিলে ৩ নং গ্রুপের ও ৩ নং গ্রুপের কোন আত্মীয় জীবিত না থাকিলে ৪ নং গ্রুপের এই রূপে ৫, ৬ ও ৭ নং গ্রুপের আত্মীয়গণ ওয়ারিস হইবে। প্রত্যেক গ্রুপের একাধিক আত্মীয় থাকিলে সকলেই ওয়ারিস হইবে। সহোদর ভাই-বোন এর সন্তান বৈমাত্রেয় ভাই-বোন এর সন্তানদিগকে নিরাশ করিবে কিন্তু বৈপিত্রের ভাই-বোন এর সন্তান তাহাদের নির্দিষ্ট অংশ পাইবে।

১.	মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই এর কন্যা	$= \frac{২}{৩}$
	মৃত ব্যক্তির সহোদর ভগ্নীর পুত্র	$= \frac{১}{৩}$ এর $\frac{২}{৩}$
	মৃত ব্যক্তির সহোদর ভগ্নীর কন্যা	$= \frac{১}{৩}$ এর $\frac{১}{৩}$
২.	মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই -এর কন্যা	বৈপিত্রেয় ভাই -এর পুত্র কন্যা
	মৃত ব্যক্তির সহোদর ভগ্নীর পুত্র	বা বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর পুত্র কন্যা
	মৃত ব্যক্তির সহোদর ভগ্নীর কন্যা	১জন থাকিলে বৈপিত্রেয় ভাই
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই -এর পুত্র	বোন এর নিদিষ্ট অংশ $\frac{১}{৬}$ ভাগ
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই -এর কন্যা	এবং একাধিক থাকিলে $\frac{১}{৩}$ ভাগ
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভগ্নীর পুত্র	পাইবে এবং বাকী অংশ সহো-
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভগ্নীর কন্যা	দরা ভাই-বোনের সন্তান পাইবে।

যেমন ঃ

www.pathagar.com

১. মৃত ----------
সহোদর ভাই এর বৈপিত্রেয় ভাই এর
কন্যা – ১ কন্যা – ১
$\frac{৫}{৬}$ ভাগ $\frac{১}{৬}$ ভাগ

২. মৃত ----------
সহোদর বোনের বৈপিত্রেয় বোনের
পুত্র – ১ ও কন্যা – ১ পুত্র – ১ ও কন্যা – ১
$\frac{২}{৩}$ ভাগ ÷ ৩ $\frac{১}{৩}$ ভাগ ÷ ২
২ঃ১ ১ঃ১

৩. মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই -এর পুত্র			একজন থাকিলে
মৃত ব্যক্তির বৈপিতত্রেয় ভাই এর কন্যা	পুত্র ও কন্যা		$\frac{১}{৬}$ ভাগ ও একাধিক
মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর পুত্র	সমান অংশ		থাকিলে $\frac{১}{৩}$ ভাগ।
মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর কন্যা	পাইবে		একজন থাকিলে বাকী
মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয়ী ভাই এর কন্যা		২ ভাগ	$\frac{৫}{৬}$ ভাগ বাকী $\frac{২}{৩}$
মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীর পুত্র	২ ভাগ	১ ভাগ	ভাগ এবং একাধিক
মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয়ী ভগ্নীর কন্যা	১ ভাগ		থাকিলে $\frac{৫}{৬}$ বা $\frac{২}{৩}$ ÷ ৩
			২ঃ১

৪. মৃত ব্যক্তির সহোদার ভাই -এর পুত্রের কন্যা
৫. মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাই -এর পুত্রের কন্যা
৬. মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই -এর কন্যার পুত্র
মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই -এর কন্যার কন্যা
মৃত ব্যক্তির সহোদরা ভগ্নীর পুত্রের পুত্র
মৃত ব্যক্তির সহোদরা ভগ্নীর পুত্রের কন্যা
মৃত ব্যক্তির সহোদরা ভগ্নীর কন্যার পুত্র
মৃত ব্যক্তির সহোদরা ভগ্নীর কন্যার কন্যা
মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই -এর পুত্রের পুত্র
মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই -এর পুত্রের কন্যা
মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই -এর কন্যার পুত্র
মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই -এর কন্যার কন্যা
মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর পুত্রের পুত্র
মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর পুত্রের কন্যা
মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর কন্যার পুত্র
মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর কন্যার কন্যা

এই ৬. গ্রুপের আত্মীয়গণের জন্য উপরোল্লিখিত ২. গ্রুপের নিয়ম অনুসারে অংশ নির্ণয় ও ভাগ বন্টন করিতে হইবে।

www.pathagar.com

৭.	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই -এর পুত্রের পুত্র	
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই -এর পুত্রের কন্যা	
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই -এর কন্যার পুত্র	
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয় ভাই -এর কন্যার কন্যা	
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর পুত্রের পুত্র	এই ৭ নং গ্রুপের আত্মীয়গণের
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর পুত্রের কন্যা	জন্য উপরোল্লিখিত ৩ নং
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর কন্যার পুত্র	গ্রুপের নিয়মানুসারে অংশ
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর কন্যার কন্যা	নির্ণয় ও ভাগ বন্টন করিতে
	মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাই -এর কন্যার পুত্র	হইবে।
	মৃত ব্যক্তির বৈমাত্রেয় ভাই -এর কন্যার কন্যা	
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর পুত্রের পুত্র	
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর পুত্রের কন্যা	
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর কন্যার পুত্র	
	মৃত ব্যক্তির বৈপিত্রেয়ী ভগ্নীর কন্যার কন্যা	

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোল্লিখিত আত্মীয়দের যত নিম্ন ধাপের আত্মীয় থাকুক না কেন একই নিয়ম পালন করিতে হইবে।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

'যবিল আরহাম' আত্মীয়গণের ৪র্থ গ্রুপের আত্মীয়গণ ও তাহাদের অংশের বিস্তারিত বিবরণ

১. নিকটবর্তী আত্মীয় জীবিত থাকিলে দূরবর্তী আত্মীয়গণ মাহরুম বঞ্চিত হইবে।

২. 'আসবা' গণের সন্তানগণ 'যবিল আরহাম' গণের সন্তানগণকে মাহরুম করিবে।

৩. স্ত্রী, পুরুষ উভয়ের মূল এক হইলে স্ত্রী পুরুষের অর্ধেক পাইবে কিন্তু বৈপিত্রেয় আত্মীয়গণ সমান অংশ পাইবে।

৪. স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মূল এক না হইলে সর্বপ্রথম মূল এর উপর বন্টন করিতে হইবে।

৫. পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় প্রকারের সমশ্রেণীর আত্মীয়গণ জীবিত থাকিলে মাতৃকুল পিতৃকুলের অর্ধেক পাইবে।

পিতৃকুল –

১. আপন ফুফু
২. বৈমাত্রেয়ী ফুফু
৩. ক বৈপিত্রেয় চাচা
খ বৈপিত্রেয়ী ফুফু
৪. ক চাচাত বোন
খ বৈমাত্রেয় চাচাত বোন
৫. ক আপন ফুফাত ভাই
খ আপন ফুফাত বোন
৬. ক বৈমাত্রেয় ফুফাত ভাই
খ বৈমাত্রেয়ী ফুফাত বোন
৭. বৈপিত্রেয় চাচাত ভাই, বৈপিত্রেয় চাচাত বোন, বৈপিত্রেয়ী ফুফাত ভাই, বৈপিত্রেয়ী ফুফাত বোন
৮. আপন ও বৈমাত্রেয় চাচাত বোনের পুত্র কন্যা (যত নিম্নে হউক)

উপরোল্লিখিত ৪ হইতে ৭ শ্রেণী আত্মীয়গণ যত নিম্নে থাকুক ঃ

মাতৃকুল –

১. আপন মামা ও খালা
২. বৈমাত্রেয় মামা ও খালা
৩. বৈপিত্রেয় মামা ও খালা
৪. আপন মামাত ও খালাত ভাইবোন
৫. বৈমাত্রেয় মামাত ও খালাত ভাই বোন
৬. বৈপিত্রেয় মামাত ও খালাত ভাই বোন
৭. উপরোক্ত তিন প্রকারের মামাত ও খালাত ভাই বোনের পুত্র কন্যাগণ (যত নিম্নে হউক)

উদাহরণ ঃ

১. নিয়ম ঃ (নিকটবর্তী আত্মীয় জীবিত থাকিতে দূরবর্তী আত্মীয়গণ মাহরুম বঞ্চিত হইবে।

www.pathagar.com

যেমন ঃ

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

আপন ফুফু	বৈমাত্রেয়ী ফুফু	বৈপিত্রেয়ী ফুফু ও চাচা
১	০	০

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

আপন খালা	বৈমাত্রেয়ী খালা	মামাত ভাই
১	০	০

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

ফুফাত ভাই	ফুফাত ভাইএর পুত্র	মামাত ভাই এর পুত্র
১	০	০

২. নিয়ম ঃ আসবাগণের সন্তানগণ 'যবিল আরহাম' গণের সন্তানগণকে মাহরুম করিবে যথা ঃ

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

চাচাত বোন	ফুফাত বা মামাত ভাইবোন	
১	০	০

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

বৈমাত্রেয়ী চাচাত বোন	বৈমাত্রেয়ী ফুফাত ভাই বোন
১	০

www.pathagar.com

৩. নিয়ম ঃ স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মূল এক হইলে স্ত্রী পুরুষের অর্ধেক পাইবে কিন্তু বৈপিত্রেয় আত্মীয়গণ সমান অংশ পাইবে যেমন ঃ

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

ফুফাত ভাই	ফুফাত বোন
$\frac{২}{৩}$ ভাগ	$\frac{১}{৩}$ ভাগ

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

বৈপিত্রেয় ফুফাত ভাই	বৈপিত্রেয় ফুফাত বোন
$\frac{১}{২}$ ভাগ	$\frac{১}{২}$ ভাগ

৪. নিয়ম ঃ স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মূল এক না হইলে, সর্ব প্রথম মূল হিসাবে বন্টন করিতে হইবে।

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

খালাত ভাই	মামাত বোন
⬇	⬇
(মায়ের বোনের পুত্র)	(মায়ের ভাই -এর কন্যা)
$\frac{১}{৩}$ ভাগ	$\frac{২}{৩}$ ভাগ

৫. নিয়ম ঃ পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় প্রকারের সমশ্রেণীর আত্মীয়গণ জীবিত থাকিলে মাতৃকুল পিতৃকুলের অর্ধেক পাইবে।

যেমন ঃ

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

www.pathagar.com

ফুফাত বোন	খালাত বোন বা মামাত বোন	ফুফাত বোনের পুত্র কন্যা ফুফাত ভাই এর পুত্র কন্যা
$\frac{২}{৩}$ ভাগ	$\frac{১}{৩}$ ভাগ	মামাত ভাই এর পুত্র কন্যা বৈমাত্রেয়ী ফুফুর পুত্র কন্যা বৈমাত্রেয়ী মামার পুত্র কন্যা
১ ÷ (৩ × ৩) = ৯		০

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

পিতৃকুল			মাতৃকুল	
চাচাত বোন	ফুফাত বোন	মামাত ভাই		খালাত বোন
$\frac{২}{৩}$ ভাগ	০	⬇	$\frac{১}{৩}$ ভাগ	⬇
			$\frac{৩}{৯}$ ভাগ	
$\frac{৬}{৯}$ ভাগ			$\frac{২}{৯}$ ভাগ	... $\frac{১}{৯}$ ভাগ

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

ফুফু	মামা	খালা
$\frac{২}{৩}$ ভাগ	$\frac{১}{৩}$ ভাগ ÷ ৩	
	২ ঃ ১	

মৃত ব্যক্তির নাম ----------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

বৈপিত্রেয়ী চাচা	বৈপিত্রেয়ী ফুফু	বৈপিত্রেয়ী মামা	বৈপিত্রেয়ী খালা
	$\frac{২}{৩}$ ÷ ২		$\frac{১}{৩}$ ÷ ২
	১ ঃ ১		১ ঃ ১

www.pathagar.com

মৃত ব্যক্তির নাম ---------------------------------

মৃত্যুকালীন জীবিত আত্মীয়গণ

ফুফাত ভাই	ফুফাত বোন	মামাত ভাই	মামাত বোন	খালাত ভাই	খালাত বোন
⬇ $\frac{২}{৩} \div ২$	⬇	⬇	$\frac{১}{৩} \div ৯$ ⬇	⬇	
	২ঃ১	$\frac{৪}{৯}$	$\frac{২}{৯}$	২ঃ১ $\frac{২}{৯}$	$\frac{১}{৯}$
।।৵১৩ – ÷ ৩			।/৬।। = ÷ ৯		
।৶২ = ১৩ তিল ৶১১ – ৭		⬇		⬇	⬇
.৪৪৪৪	.২২২২		৵৭। – ১৮	⁄৩।। = ৯	⁄৩ ।। = ৯ ১১/৮৪
			.১৪৮১৬	.০৭৪০৮	.০৭৪০৮ .০৩৭০৪
			+১	+১	+১ +১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কয়েকটি জরুরী মাসআলা

১. নিখোঁজ পুরুষ বা স্ত্রীলোক ঃ সাত বৎসর পর্যন্ত যদি কোন নিখোঁজ পুরুষের বা স্ত্রীলোকের বহু অনুসন্ধান করিয়াও খোঁজ-খবর পাওয়া না যায় তবে তাহাকে বর্তমান আইনে মৃত বলিয়া ধরা হইবে ও তাহার ত্যাজ্য সম্পত্তি তাহার ওয়ারিসদের মধ্যে ফারাইযের নিয়ম মোতাবেক বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে। কিন্তু যদি সাত বৎসর পরেও তাহার সন্ধান পাওয়া যায় তবে ওয়ারিসগণ যে যে পরিমাণ মাল বা সম্পত্তি লইয়াছে তাহারা সেই পরিমাণ ফেরৎ দিবে বা পূরণ করিয়া দিতে বাধ্য থাকিবে। নিখোঁজ ব্যক্তির মৃত্যুর শরী'আত মোতাবেক হুকুম কেবলমাত্র শারয়ী কাযীই দিতে পারে। বর্তমানে কোর্টে এর ফয়সালা করিতে হইবে।

২. দুর্যোগে নিহত ব্যক্তিগণ ঃ একাধিক আত্মীয় যদি পানিতে ডুবিয়া, আগুনে পুঁড়িয়া, ঝড় তুফানে বা ভূমিকম্পে ঘরবাড়ী বা দেওয়ালে চাঁপা পড়িয়া কিম্বা বজ্রাঘাতে বা ডাকাতের হাতে বা যুদ্ধে নিহত হয় বা একত্রে মারা যায় এবং ঐসব ব্যক্তির মধ্যে কে আগে ও কে পরে মারা গিয়াছে তাহা নিশ্চিতভাবে জানা বা স্থির করার কোন উপায় না থাকে তবে তাহারা একত্রে মারা গিয়াছে বলিয়া ধরা হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেক মালদার মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার জীবিত ওয়ারিসগণই পাইবে, মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন অপর জনের ওয়ারিস হইতে পারিবে না। তবে ঐ মৃত ব্যক্তির বা ব্যক্তিদের কোন নিকট আত্মীয় 'মাহরুম মিরাস' হইলে আত্মীয়গণ সকলে মিলিয়া এ মাহরুম মিরাস আত্মীয়কে মানবতার ও আত্মীয়তার খাতিরে দিতে পারিবে।

৩. নপুংসক বা হিজড়া ঃ যে ব্যক্তি পুরুষও নয় আবার স্ত্রীও নয় অথবা যাহার পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের কিবলাঙ্গ রহিয়াছে তাহাকে হিজড়া বা হিজড়ে বলা হয়। তাহাকে পুরুষ গণ্য করিতে হইবে যদি পুরুষ হিসাবে গণ্য করিলে সে কোন অংশ না পায় বা কম পায় আর তাহাকে স্ত্রী গণ্য করিতে হইবে যদি তাহাকে স্ত্রী গণ্য করিলে সে কোন অংশ না পায় বা কম পায় যেমন ঃ

১. মৃত ব্যক্তির নাম ----------

চাচাত ভাই	বিকলাঙ্গ	বিকলাঙ্গ (চাচাত ভাই) কে পুরুষ
$\frac{১}{২}$	চাচাত ভাই $\frac{১}{২}$	গণ্য করিলে সে অংশ পায় কিন্তু
	বিকলাঙ্গ চাচাত বোন	স্ত্রী গণ্য করিলে কোন অংশ পায় না কাজেই তাহাকে চাচাত বোন ধরিতে হইবে।

www.pathagar.com

২. মৃত ব্যক্তির নাম ----------

	বিকলাঙ্গ	বিকলাঙ্গকে স্ত্রী ধরিলে সে অংশ কম
পুত্র বা ভাই	কন্যা বা বোন	পায়, কাজেই তাহাকে স্ত্রী ধরিতে
২ ভাগ	১ ভাগ	হইবে।

নপুংসককে পুরুষ ধরিতে হইবে যদি তাহার মধ্যে পুরুষের চিহ্নগুলি বেশী থাকে আর স্ত্রী ধরিতে হইবে যদি তাহার মধ্যে স্ত্রীর চিহ্নগুলি বা স্বভাব বেশী থাকে।

৪. সৎপুত্র ও সৎকন্যা ঃ কোন লোকের একাধিক স্ত্রী থাকিলে এক স্ত্রীর গর্ভের সন্তান অন্য স্ত্রীর গর্ভের সন্তানকে অর্থাৎ সৎ মায়ের সন্তানকে সৎপুত্র ও সৎকন্যা বলা হয়। যে স্ত্রীর অংশ ভাগ করা হইবে সেই স্ত্রীর গর্ভের সন্তানই ওয়ারিস হইবে অন্য স্ত্রীর গর্ভের সন্তান অংশ পাইবে না। সেইরূপ সৎ মাও সৎ পুত্র-কন্যার ওয়ারিস হইতে পারে না। কিন্তু যে ক্ষেত্রে সৎ মার সংগে অন্যরূপ আত্মীয়তা থাকে যেমন সৎমা নিজ মায়ের আপন বা বৈমাত্রেয়ী বা বৈপিত্রেয়ী বোন বা ভাই এর স্ত্রী (খালা বা ফুফু) হয় সে স্থলে ঐ সৎমা (খালা বা ফুফু) আত্মীয় হিসাবে অংশীদার হইতে পারে। অনেকে মনে করে যে মৃত সৎমার কোন সন্তান না থাকিলে অন্য মায়ের গর্ভের পুত্র-কন্যাকে ঐ অংশ ভাগ করিয়া দিতে হইবে। এমনকি অনেকে এক মায়ের কোন পুত্র কন্যা মারা গেলে তাহার অংশ অন্য মায়ের পুত্র কন্যাকে অর্থাৎ সৎ ভাই বোনকে ভাগ করিয়া দিয়া থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ভুল ও এইরূপ ফারাইযও ভুল। সৎমা বা সৎ ভাই বোন এর অংশ তাহার পিতৃকুল বা মাতৃকুলের দূরবর্তী আত্মীয়গণ পর্যন্ত পাইতে পারে আর কোন আত্মীয় না থাকিলে উহা ইসলামী শরী'আত মোতাবেক বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হইয়া সকল মুসলমানদের উপকারার্থে ব্যয় করা যাইবে।

৫. পোষ্য পুত্র কন্যা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন ছেলে মেয়েকে পোষ্যপুত্র কন্যারূপে গ্রহণ করে এবং তাহাকে পুত্র কন্যা বলিয়া প্রকাশ করে ও যাবতীয় ভরণপোষণ তত্ত্বাবধান ও পড়াশুনার ব্যয় বহন করে। সে যদি মৃত্যুর পূর্বে ঐ পুত্র কন্যার নামে হেবা বা দানপত্র বা $\frac{১}{৩}$ ভাগ সম্পত্তির অসিয়ৎনামা রেজিষ্ট্রিরী করিয়া দেয় বা মৌখিক ওয়ারিসদের বা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মুখে দিবার কথা বলিয়া যায় তবেই ঐ পোষ্যপুত্র কন্যা অংশ পাইবে নচেৎ পাইবে না।

৬. জারজ সন্তান ঃ শরী'আতের নিয়ম কানূন মোতাবেক বিচারে জারজ সন্তান প্রমাণিত হইলে সে পিতার বা পিতৃকুলের আত্মীয়গণের মাল বা সম্পত্তির ওয়ারিস হইবে না। জারজ সন্তান কেবল তাহার মা বা মাতৃকুল আত্মীয়গণের ওয়ারিস হইতে পারে এবং তাহারাও (মা বা মাতৃকুলের আত্মীয়গণ) ঐ সন্তানের ওয়ারিস হইতে পারিবে। স্বামী তাহার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভের কোন সন্তানকে হারামী সন্তান বলিলে বা তুহমত দিলে তাহাকে শরী'আতের বিধান মোতাবেক 'লি'আন' -এর বিচারে অভিযুক্ত করা হইবে।

www.pathagar.com

৭. মৃত ব্যক্তির ঔরষজাত সন্তান ঃ বিবাহের দিন হইতে ছয় মাসের কমে সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে উক্ত সন্তানকে জারজ সন্তান ধরা হইবে। কিন্তু বিবাহের ছয় মাস পূর্ণ হওয়ার পর হইতে দুই বৎসরের মধ্যে সন্তান জন্মিলে ঐ সন্তান উক্ত দম্পত্তির অর্থাৎ স্বামীর ঔরষজাত সন্তান বলিয়া ধরা হইবে।

৮. গর্ভের সন্তান ঃ বিবাহিত স্বামীর মৃত্যুর সময় যদি গর্ভে হালাল সন্তান থাকে এবং সন্তান পয়দা হওয়ার পূর্বেই এ স্বামীর সম্পত্তির বা মালের ভাগ বন্টন করা খুবই দরকারী হইয়া পড়ে তবে গর্ভের সন্তানকে পুত্র ধরিয়া ভাগ করিতে হইবে। পরে যদি কন্যা জন্মে তবে কন্যার অংশ বাদে অবশিষ্টাংশ অন্য ওয়ারিসদের মধ্যে পুনরায় বন্টন করিয়া দিতে হইবে।

৯. তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী ঃ বিধবা স্ত্রী ইদ্দত শেষে অন্যকে বিবাহ করিলেও মৃত স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশ হইতে 'মাহরুম মিরাস' হইবে না। সেইরূপ মালদার স্ত্রী মরিয়া গেলে স্বামীও তাহার নির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারী হইবে। যে স্ত্রীকে স্বামী রাজয়ী তালাক -এর শর্ত মোতাবেক রাজয়ী তালাক দিয়াছে ইদ্দতের মধ্যে স্বামী অথবা স্ত্রী মারা গেলে একে অন্যের ওয়ারিস হইবে কিন্তু ইদ্দত শেষে কেহ মরিয়া গেলে স্বামী স্ত্রীর বা স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিস হইবে না। যে স্ত্রীকে স্বামী 'বায়েন তালাক' দিয়াছে অথবা যে কোন প্রকারে বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়াছে ইদ্দতের ভিতর অথবা ইদ্দত শেষে পুনরায় 'তাজদীদে নিকাহ' না করিয়াই স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিস হইবে না এবং স্ত্রী মরিয়া গেলে স্বামীও স্ত্রীর ওয়ারিস হইবে না। তালাক যদি স্ত্রী নিজে চাহিয়া আপোষে খোলা করে এবং স্বামী স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে বা পরে তাজদীদে নিকাহ্ না করিয়াই মারা যায় তবে স্বামী বা স্ত্রী কেহই একে অন্যের ওয়ারিস হইবে না। মৃত্যু রোগে (যে রোগে মানুষ মারা যায়, আরোগ্য লাভ করে না এইরূপ) রুগ্ন স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় (যে কোন প্রকারের তালাক দেউক) সব অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর ইদ্দত কালের মধ্যে মরিয়া যায় তবে তালাক হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী, স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিস হইবে। কিন্তু ইদ্দত শেষে যদি মরে তবে কোন অংশ পাইবে না। স্ত্রী যদি তাহার মৃত্যু শয্যায় শায়িত স্বামীর নিকট তালাক চাহিয়া আপোষে খোলা করে তবে স্বামী ইদ্দতের মধ্যেই মরুক বা ইদ্দত শেষেই মরুক, স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাইবে না।

১০. পুরুষ স্ত্রীর দ্বিগুণ পাইবে কেন? মহান আল্লাহ্ মু'মিন মুসলমান পুরুষগণকে পরিবারের সর্দার করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রতি কয়েকটি বিশেষ কর্তব্য পালনের দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন, যাহা স্ত্রীগণকে দেওয়া হয় নাই। সংক্ষেপে বলিতে হইলে পুরুষকে মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন করিতে হইবে, পারিবারিক রীতিনীতি পালন করিতে হইবে, তাহার জীবিত মা, বাবা, স্ত্রী, ছোট ভাই বোন ও পুত্র কন্যাকে তত্ত্বাবধান, খোরপোষ, লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা সমুদয় ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর এই সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য শরী'আত অর্পণ করে নাই। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলা তাহার প্রিয় রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর অনুগ্রহে পুরুষের অর্দ্ধেক অংশ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। দুনিয়ার কোন ধর্মে স্ত্রী জাতিকে পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তি হইতে অংশ এবং স্ত্রীকে স্বামীর

www.pathagar.com

নিকট হইতে মোহরানা খোরপোষ বাসস্থান ছেলেমেয়ের যাবতীয় খরচাদি প্রদানের পরও তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ($\frac{১}{৪}$ বা $\frac{১}{৮}$) নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের নযীর নাই। বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের কোন কোন শিক্ষিতা মা, মেয়ে, স্ত্রী ও ভগ্নী, দেশে প্রপাগান্ডা চালাইতেছেন ও দাবী করিতেছেন যে, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে উত্তরাধিকার আইনে বৈষম্য করা চলিবে না তাহাদেরকে পুরুষের সমান অংশ দিতে হইবে। আল্লাহ্ তা'আলার প্রদত্ত বিধানের বিবরণ এই পুস্তকের প্রথমেই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অস্বীকার করিবার ফলও বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ সমস্ত শিক্ষিতা মা-বোন স্ত্রী ও কন্যাগণকে তাওবা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার বাণী তথা কুরআন এর উপর পূর্ণ ঈমান আনিবার জন্য ও ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান লাভ করিয়া সুষ্ঠু ইসলামী পরিবেশে ইসলামী আইন-কানূন প্রচারনা জন্য প্রপাগান্ডা ও দাবী উৎথাপনের জন্য অনুরোধ করা আমাদের কর্তব্য মনে করি।

১১. ইখ্‌তিলাফি দারাইন ঃ দারুল ইসলাম অর্থাৎ ইসলামী বিশ্বের মুসলামনগণ অথবা যে সমস্ত দেশে ইসলামী রীতি-নীতি প্রচলিত আছে অনাক্রমণ চুক্তিও আছে সেই সমস্ত দেশের মৃত মুসলমান প্রবাসী বা অধিবাসীগণের সম্পত্তির যে কোন দেশের বাসিন্দা আত্মীয়গণ ওয়ারিস হইতে পারিবে। যদি সেই দেশের সংবিধানে কোন বাধা না থাকে, পক্ষান্তরে দারুল কুফর অর্থাৎ যে দেশের সংবিধানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'আলার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এর উল্লেখ নাই ও যে দেশের মুসলমানদের জন্য ইসলামী রীতি-নীতি প্রচলিত নাই সেই দেশের মুসলমান আত্মীয়গণ ও দারুল ইসলাম -এর আত্মীয়গণ পরস্পর পরস্পরের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না।

১২. মাহ্‌রুম মিরাস ঃ কোন মৃত ব্যক্তির এক বা একাধিক পুত্র কন্যা জীবিত থাকিলে তাহার পৌত্র পৌত্রী বা নাতী নাত্‌নী (কোন এক বা একাধিক মৃত পুত্রের বা কন্যার সন্তানগণ যত নিম্নের হউক) মৃত মূলধনীর সম্পত্তি হইতে মুসলিম উত্তরাধিকার সূত্রে কোন অংশ পায় না। সেইরূপ কোন মৃত ভাই বা বোন এর কোন পুত্র জীবিত থাকিতে তাহার অন্য ভাই বা বোনদের সন্তান উত্তরাধিকার আইন মতে কোন অংশ পায় না অর্থাৎ উত্তরাধিকার আইনের শরী'আতের নীতি অনুসারে নিকটবর্তী আত্মীয় জীবিত থাকিতে দুরবর্তী আত্মীয়গণ মাহরুম মিরাস হইয়া থাকে ইহাকেই 'মাহ্‌রুম মিরাস' বলা হয়। মুসলিম উত্তরাধিকার আইন ও ইহার বণ্টন নীতি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের স্পষ্টবাণী (হুকুম) বিদ্যমান। এই বিষয়ে সমস্ত উলামায়ে কিরামগণের মধ্যে কোন মতভেদ বা ইখ্‌তিলাফ নাই এবং আজ পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়ার মুসলমানগণ ইহা মানিয়া ও পালন করিয়া আসিতেছেন।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের এই আইন ও নীতি অর্থাৎ (কোন মুসলমান এর মৃত্যুর পর তাহার নিকটতম আত্মীয়গণ জীবিত থাকিতে দূরবর্তী আত্মীয়গণ অংশ পাইবে না) ইসলামের প্রথম যুগ হইতে আজ পর্যন্ত দুনিয়ার সব মুসলমানগণ পালন করিয়া আসিতেছেন। কোন মাযহাবে ইহার ব্যতিক্রম বা কোন সমস্যাই দেখা দেয় নাই। অংশীদার সূত্রে অংশ পাইবে না ইহার অর্থ এই নয় যে শরী'আতে পরিবারে নাবালগ ইয়াতীম পৌত্র-পৌত্রী, নাতী-

www.pathagar.com

নাত্নী বা ভাই-ভাতিজা বা বিধবা ভাই-বৌ (যে সেই বাড়ীতেই নিজ পুত্র কন্যা লইয়া থাকিতে চায়) বা অন্য কোন অসহায় পরিবারস্ত লোকদের কোন সুব্যবস্থা নাই এইরূপ অবস্থায় অসহায় ইয়াতীম আত্মীয়দের প্রতিপালনের পড়া-শুনার বিবাহ-শাদীর ইত্যাদি বিষয়ের যাবতীয় ব্যয় ভারের সুব্যবস্থা শরী'আত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে এবং যাহারা ওয়ারিস নহে তাহাদের জন্য অসিয়াত এর ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছে। কোন কোন মুসলিম দেশে সে ক্ষেত্রে কোন মালদার মুসলিম অসিয়াৎ না করিয়াই নাবালগ বা অসহায় আত্মীয়স্বজন রাখিয়া মারা গিয়াছে সে ক্ষেত্রে মুসলিম আদালতে বিচারের বা সালিসীর মাধ্যমে তাহাদিগকে সম্পত্তির $\frac{১}{৩}$ ভাগ পর্যন্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু শরী'আতের মূলনীতি ও আইনে কোন হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

আমাদের দেশের কোন আইনজীবি এক অদ্ভূত যুক্তির অবতারণা করিতেছেন যে, পিতার অবর্তমানে দাদা অংশ পাইয়া থাকে, তবে কোন মৃত পুত্রের পুত্র কন্যাগণ দাদার সম্পত্তি হইতে তাহাদের মৃত পিতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া অংশ পাইবে না। শরী'আতে দাদা মৃত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হইয়া অংশ পায় না। পৌত্রের মৃত পিতার পিতা রক্তের নিকটবর্তী আত্মীয় হিসাবেই অংশ পাইয়া থাকে। মু'মিন মুসলমানের একজনই পিতা বা দাদা, মা বা নানী থাকে কিন্তু একজন লোকের একাধিক পুত্র-কন্যা বা পৌত্র-পৌত্রী থাকে এবং তাদের মধ্যে কাহারও মূলধনীর মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যু হইতে পারে, অন্যেরা জীবিত থাকে। স্থলাভিষিক্ত বা প্রতিনিধিত্বের নীতি ইসলামী ফারাইয আইনে কোথায়ও নাই।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুসলিম পারিবারিক ব্যবস্থাপনা

ইসলামে পুরুষ - নারীর মর্যাদা ও অধিকার

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শ সমূহের মধ্যে ইহাও একটি যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকে জোড়া সৃষ্টি করিয়াছেন যাহাতে তাহাদের কাছে তোমরা শান্তি লাভ করিতে পার এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা-প্রেম-প্রীতি ও স্নেহমমতা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। নিশ্চয়ই চিন্তাশীল লোকদের জন্য ইহাতে বহু নিদর্শন রহিয়াছে। (সূরা রূম ঃ ২১)

কুরআন শরীফের সূরা রূম -এর উল্লিখিত আয়াত এবং অন্যান্য আয়াত হইতে ইহা সুস্পষ্টরূপে জানিতে ও বুঝিতে পারা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার সৃষ্টি 'আশ্‌রাফুল মাখ্‌লূকাত' -মানব জাতিকে নরও নারী রূপে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং নারীকে পুরুষের স্ত্রী রূপে মাতৃরূপে কন্যা ও ভগ্নিরূপে স্থান দিয়া নারী জাতিকে অনেক সম্মান ও মর্যাদা দিয়াছেন। তিনিই পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা, স্নেহ-দয়া মায়া-মমতা ইত্যাদি দান করিয়াছেন এবং একের উপর অন্যের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যাহাতে মানব জাতি আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত সমূহের শুকরিয়া আদায় করত তাঁহার প্রদত্ত সুশৃঙ্খল নিয়ম-কানূন, যথা পরস্পরের হক সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে পালন করিয়া দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত সুখ শান্তি কল্যাণ লাভ করিতে পারে।

ইসলাম মানব জাতিকে পারিবারিক আইন সম্পর্কে যত সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল নিয়ম কানূন শিক্ষা দিয়াছে ও নারী জাতির প্রতি যে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করিয়াছে, বিশ্বের কোন ধর্মেই তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নারী জাতিকে পিতা, মাতা ও আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তি হইতে এক অংশ স্বামীর সম্পত্তি হইতে আর এক নির্দিষ্ট অংশ; পুরুষকে স্ত্রীর মোহরানা, খোরাক, পোশাক, বাসস্থান প্রদান ও ইয্‌যতের হিফাযত করত সদ-ব্যবহার-স্নেহ-সহানুভূতির সহিত জীবন যাপন করিবার আদেশ, কোন অবস্থায়ই স্ত্রীদের মুখমণ্ডলে চড় না মারার আদেশ, বিনা কারণে বা সামান্য অপরাধে বা রাগের বশবর্তী হইয়া তালাক না দেওয়ার আদেশ, জাহেলিয়াত যুগের অভ্যাস মত একসঙ্গে তিন বা ততোধিক তালাক না দেওয়ার নির্দেশ, ইদ্দত কালে খোরপোষ প্রদানের আদেশ, (মোহর আদায় না করিয়া থাকিলে ওয়ারিসগণকে তাহা পরিশোধ করার নির্দেশ) একাধিক স্ত্রীর উপর সমতা রক্ষা করার নির্দেশ, স্ত্রীর খুলা ও তাফভীজ তালাকের অধিকার, আল্লাহ্ ও রাসূলের পরেই মাতার হক আদায় করিবার নির্দেশ, মাতার পায়ের নীচে

www.pathagar.com

জান্নাত অর্থাৎ তাঁহার হক আদায় ও সেবা করাতেই জান্নাত প্রাপ্তির ঘোষণা; বিধবা, অবিবাহিতা, নাবালিকা, ইয়াতীম ভগ্নি, কন্যা ও নিকট আত্মীয়াদের তত্ত্বাবধান, খোরপোষ প্রদান ও সদাচারণের নির্দেশ ইত্যাদি নারী জাতির যথাযথ হক মান মর্যাদা একমাত্র ইসলামেই রহিয়াছে। কিন্তু পুরুষের মান-ইয্যাত্ ও অধিকার এতটুকুও ক্ষুন্ন করা হয় নাই। পুরুষ ও স্ত্রীকে স্বভাব সুলভ সম-অধিকার দেওয়া হইলেও মহাজ্ঞানী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষকে স্ত্রীলোকের একধাপ উপরেই স্থান দিয়াছেন ঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

এবং পুরুষকে নারীর উপর কর্তৃত্ব দান করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

আল্লাহ্ ও রাসূলের পরেই স্বামীর স্থান দেওঁয়া হইয়াছে অর্থাৎ মুঁমিন মুসলমান স্বামীর শরী'আত মোতাবেক খেদমত বা তাবেদারী ও সন্তুষ্টির উপর পরকালের কল্যাণ প্রাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে।

বিবাহের উদ্দেশ্য এবং উহার উপকারিতা ও অপকারিতা

বিবাহ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের নির্দেশ ঃ

(١) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ اِلَيْهَا

(٢) هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

(٣) نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

(٤) وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيْرًا

কুরআন শরীফের উল্লিখিত আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত সহজ ব্যাখ্যা ঃ

১. তিনিই আল্লাহ্, যিনি তোমাদিগকে একটি মানব হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং সেই আদি মানব হইতে তাঁহার স্ত্রীকে পয়দা করিয়াছেন এই জন্য যে, তিনি তাঁহার স্ত্রী হইতে সুখ-শান্তি লাভ করিবেন।

আয়াতের এই অংশে খাস করিয়া আমাদের আদি পিতা-মাতার উল্লেখ থাকিলেও ইহা দ্বারা সমস্ত আদম সন্তানকেই বুঝানো হইয়াছে। স্ত্রীকে পুরুষের সুখ-শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হইয়াছে।

২. নারীগণ তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরাও নারীগণের পরিচ্ছদ অর্থাৎ নর ও নারী একে অন্যের মুখাপেক্ষী - একে অন্যের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

৩. তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র স্বরূপ অর্থাৎ বিবাহের আর এক উদ্দেশ্য সুসন্তান লাভ।

www.pathagar.com

৪. তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সৎভাবে আনন্দময় জীবন যাপন কর। যদি তোমরা তাহাদিগকে অপছন্দ কর তবে ইহাও হইতে পারে যে, তোমরা যাহা অপছন্দ কর তাহাতে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক কল্যাণ রাখেন।

এই প্রসঙ্গে হাদীসের নির্দেশ নিম্নরূপ ঃ

(١) اَلنِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ -

(٢) اَلدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ - (مسلم)

(٣) اَلْمَرْأَةُ اِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَاَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَاَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ اَيِّ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ -(مشكوة - ابونعيم)

১. বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া জীবনযাপন করা আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে বর্জন করে সে আমার কোন দলভুক্ত নয়।

২. দুনিয়ার যাবতীয় ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন এবং যাবতীয় সম্পদের মধ্যে উৎকৃষ্ট সম্পদ হলো সৎ স্ত্রী।

৩. যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত যথাযথভাবে নামায আদায় করে, রমযান মাসে রোযা রাখে, নিজের সতীত্ব সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করে, স্বামীর হক যথাযথভাবে আদায় করত স্বামীর আনুগত্য করিয়া চলে সে ইচ্ছামত বেহেশ্‌তের যে কোন দরজা দিয়া অবাধে প্রবেশ করিবার অধিকার লাভ করিবে। (মিশকাত)

যে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কুরআন ও হাদীস শরীফের উল্লিখিত আয়াত ও হাদীস পাঠ করিবে সে বিবাহের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা জানিবে ও বুঝিতে পারিবে। বিবাহ শুধু একটি সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তিই নয়, ইহা একটি ইবাদতও বটে। বিবাহ মানুষকে গুনাহ্ হইতে রক্ষা করে, চক্ষু ও মনের চাঞ্চল্য দূর করে এবং ইহকাল ও পরকালে প্রকৃত সুখ শান্তি প্রদান করে। ইতর প্রাণীদের ন্যায় শুধু যৌন ক্ষুধা পূর্ণ করা বা সন্তান উৎপাদনের জন্যই স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয় নাই। মুসলমানদের বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য নিজ কামভাবকে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশিত নিয়মে চরিতার্থ করিয়া সুসন্তান লাভ করা, যে সন্তান তাহার ইহকাল ও পরকালে বহু উপকারে আসিবে। আল্লাহ্ তা'আলা মানব জাতিকে 'আশরাফুল মাখলূকাত' করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুরুষ ও স্ত্রীর মিলনের জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী বিবাহ করাকে ইসলামী সভ্যতার একটি বিশেষ অঙ্গ করিয়াছেন যাহার মাধ্যমে মানুষ দীন দুনিয়ার উপকার লাভ ও সুখময় জীবন যাপন করিতে পারিবে।

কিন্তু বিবাহের এত সব উপকারিতা থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি বা সমাজ আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ সমূহ অমান্য করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত বা বিধর্মীয় রীতিনীতি মোতাবেক নাজায়িয বা হারামভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করিবে এবং দুনিয়ার সুখ ভোগেই যাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। শ্বশুর পক্ষ হইতে যৌতুক পাওয়াই যাহাদের বিবাহের নিয়্যাত, দাবি ও চুক্তি থাকিবে তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানাদি দুনিয়া ও আখিরাতে সুখের পরিবর্তে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদেরই কারণ

www.pathagar.com

হইবে।

তাই আল্লাহ্ পাক ঈমানদারদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন ঃ

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَ اَوْلَادِكُمْ عَدُوًّ لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কোন কোন স্ত্রী এবং সন্তান তোমাদের দুশমন দীনের কাজ ও আল্লাহ্র হুকুম পালন করা হইতে তাহারা তোমাদিগকে বিরত রাখিবে, অতএব তাহাদের অনিষ্ট হইতে সাবধান থাক। (৬৪ ঃ ১৪)

اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَّاللّٰهُ عِنْدَهٗ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততি তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ (পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলে) আল্লাহ্র নিকট বড় পুরস্কার রহিয়াছে। (৬৪ ঃ ১৫)

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا - وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ

যে ব্যক্তি আখিরাতের ফসল চায়, আমি (আল্লাহ্) তাহাদের ফসল বাড়াইয়া দেই, আর যে দুনিয়ার ফসল চায় আমি তাহাকে উহার কিছুটা দেই কিন্তু আখিরাতের তাহার জন্য কোন অংশ নাই। (৪২ ঃ ২০)

যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে আল্লাহ্ পাক তাহার এক নেকীর দশগুণ বা ততোধিক আখিরাতে দিবেন এবং দুনিয়ায়ও সে ঐ নেক কাজের বরকত ও সুফল লাভ করিবে। কিন্তু যে শুধু দুনিয়ার জন্যই কোন কাজ করিবে সে দুনিয়ায় তাহার কর্মের ততটুকুই ফল পাইবে যাহা তাহার জন্য নির্ধারিত করা হইয়াছে, পরকালে সে কোন প্রতিদান পাইবে না।

কিরূপ স্ত্রীলোককে বিবাহ করা উচিত এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এরশাদ করিয়াছেন ঃ

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَا لِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

চারিটি বিষয় বিবেচনা করিয়া নারীকে বিবাহ করা হয় – ধন সম্পদ, বংশ আভিজাত্য, সৌন্দর্য ও ধর্মপরায়ণতা। তুমি ধর্মপরায়ণা নারীকে বিবাহ করিয়া সফলকাম হও।

পবিত্র কুরআনে এরশাদ হচ্ছে ঃ

فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ

সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোক চক্ষুর আড়ালে আল্লাহ্র হিফাযতে উহারা হিফাযত করে। (৪ ঃ৩৪)

বাস্তবিকই ধর্মপরায়না স্ত্রীগণ ইসলাম হইতে প্রাপ্ত শিক্ষা দ্বারা স্বামী সোহাগিনী, বিনীতা, শিষ্টাচারিনী, ন্যায়পরায়ণতা ও সতী-সাধ্বী ইত্যাদি সৎগুণের অধিকারিনী হইয়া সুখের সংসার গড়িয়া তুলিতে পারে। কাজেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) -এর উপদেশ ও নির্দেশ মোতাবেক ধর্ম

www.pathagar.com

পরায়না নারীকেই বিবাহ করা উচিত।

যে যে অবস্থায় বিবাহ করা ওয়াজিব, সুন্নাত ও মাকরুহ

প্রত্যেক বালিগ মুসলমান যুবক যাহাদের সাংসারিক খরচাদি চলাইবার সামর্থ্য আছে, আর বিবাহ না করিলে 'যিনা' বা হারাম কার্যে লিপ্ত হওয়ার আশাংকা হয় তখন তাহাদের বিবাহ করা ওয়াজিব, না করিলে গুনাহগার হইবে। বালিগ পুরুষ যাহারা নিজদের কামভাব দমন করিবার শক্তি রাখে অথচ আর্থিক অনটনে কোন রকমে দুঃখ-কষ্টে জীবন যাপন করিয়া থাকে, যদি তাহারা সৎনিয়তে আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ পালনের জন্য বিবাহ করে তবে তাহারা আল্লাহ্র অনুগ্রহে অচিরেই স্বচ্ছলতা লাভ করিবে। কিন্তু যাহারা শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়া বিবাহ করিবার যোগ্য নহে এবং নিজের স্ত্রীর ভরণ পোষণ চলাইবার যাহাদের কোন শক্তি সামর্থ নাই তাহাদের বিবাহ করা মাকরুহ (কিছুতেই উচিত নহে)।

কুরআন শরীফের সূরা নূরে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

এবং নিজেদের মধ্য হইতে অবিবাহিতা ও বিধবাগণকে এবং উপযুক্ত দাস দাসীগণকে বিবাহ দাও; যদি তাহারা গরীব হয়, আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাহাদিগকে ধনী করিবেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্য্যময় মহাজ্ঞানী। কিন্তু যাহাদের বিবাহ করার ক্ষমতা নাই তাহারা যেন নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া সংযতভাবে চলে যতদিন না আল্লাহ্ আপন অনুগ্রহে তাহাদিগকে স্বচ্ছলতা দান করেন। (২৪ ঃ ৩২-৩৩)

যাহাদের সহিত বিবাহ করা হারাম

যাহাদের সহিত বিবাহ করা চিরস্থায়ীভাবে হারাম তাহাদিগকে মাহরামা-মুহাররামাহ বলা হয়। যদি কেহ জানিয়া শুনিয়াই হউক কিম্বা ভুলক্রমে হইক কোন মুহররামাকে বিবাহ করিয়া বসে তবে এই বিবাহ সম্পূর্ণ বাতিল হইবে এবং একে অন্যের উপর কোন বৈবাহিক হক বর্তাইবে না। এইরূপ বিবাহকে তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া দিয়া স্বামী স্ত্রীকে পৃথক করিয়া দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

ক. 'নাসাব' অর্থাৎ রক্তের সম্পর্ক

১. মা
২. দাদী (যত উপরে হউক)
৩. নানী (যত উপরে হউক)
৪. কন্যা
৫. পৌত্রী (যত নিম্নেই হউক)
৬. নাত্নী (যত নিম্নেই হউক)
৭. ভগ্নি (সহোদরা বৈপিত্রেয়ী বা বৈমাত্রেয়ী

www.pathagar.com

৮. ভাতিজী (সহোদর, বৈপিত্রেয় বা বৈমাত্রেয় ভাই -এর কন্যা)

৯. ভাগনী (সহোদরা বা বৈমাত্রেয়ী বা বৈপিত্রেয়ী ভগ্নির কন্যা যত নিম্নেই হউক)

১০. ফুফু (বাপের সহোদরা বা বৈপিত্রেয়ী বা বৈমাত্রেয়ী ভগ্নি)

১১. খালা (মায়ের সহোদরা, বৈপিত্রেয়ী বা বৈমাত্রেয়ী ভগ্নি) কে কখনও বিবাহ করা যাইবে না। অনুরূপভাবে কোন স্ত্রীলোকও উল্লিখিত শ্রেণীর কোন পুরুষকে কখনও বিবাহ করিতে পারিবে না।

খ. দুধের সম্পর্ক ঃ ১২. যে ব্যক্তি শিশুকালে দুই মতান্তরে আড়াই বৎসর বয়সে নিজ মা ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য পান করিয়াছে সেই স্ত্রীলোক তাহার দুধ-মা ও ঐ স্ত্রীলোকের স্বামী তাহার দুধ-বাপ হইবে এবং ঐ দুধ মা বাপের রক্তের আত্মীয়গণ (অর্থাৎ উল্লিখিত ১. হইতে ১১. নাসাবী আত্মীয়গণ) তাহার মাহরাম হইবে। তাহাদের কাহারও সঙ্গে তাহার বিবাহ করা জায়িয হইবে না। কিন্তু যদি দুই বৎসর বা আড়াই বৎসর বয়সের পরে দুধ পান করিয়া থাকে তবে ঐ স্ত্রীলোক তাহার দুধ-মা বলিয়া গণ্য হইবে না এবং তাহার উল্লিখিত নাসাবী আত্মীয়গণও তাহার জন্য মাহরাম হইবে না।

গ. বৈবাহিক সম্পর্ক ঃ ১৩. একজন পুরুষ তাহার বিবাহিতা স্ত্রীদের যাহার সহিত। (সে সহবাস করিয়াছে) বা 'হুরমতে মুসাহেরা'র সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের মা অর্থাৎ শাশুড়ী, দাদী বা নানী শাশুড়ী (যত উর্ধ্বে হউক) এবং তাহাদের গর্ভের কন্যা (সৎকন্যা) ও কন্যার কন্যা (যত নিম্নে হউক) এবং

১৪. কোন পুরুষ আপন বাপ, দাদা, নানা, উর্দ্ধতন পুরুষের স্ত্রীগণ ও অধঃস্তন পুরুষ (পুত্র ও পৌত্র এর স্ত্রীগণদের বিবাহ করিতে পারিবে না। (যত নিম্নে হউক) উপরোক্ত ১৪ শ্রেণীর স্ত্রীগণকে পুরুষ কখনও বিবাহ করিতে পারিবে না। ইসলামী শরী'য়াতে এদেরকে বিবাহ করা চিরস্থায়ীভাবে হারাম।

অনুরূপভাবে কোন স্ত্রীলোকও উপরোক্ত ১৪ শ্রেণীর পুরুষকে কখনও বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহারা সকলেই মুহাররাম।

অস্থায়ীভাবে যাহাদেরকে বিবাহ করা হারাম

১. অন্য লোকের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম।

২. বিধবা অথবা তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোককে ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করা হারাম।

৩. চারজন স্ত্রী বর্তমান থাকিতে ৫মা স্ত্রী গ্রহণ করা হারাম; এবং চারজন স্ত্রীর কোন এক স্ত্রীকে তালাক দিয়া তাহার ইদ্দত শেষ না হইতেই অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা হারাম।

৪. অমুসলিম মহিলাকে বিবাহ করা হারাম।

৫. সাক্ষী ব্যতীত গোপনে বিবাহ করা (বিবাহের সময় অন্তত দুইজন মুসলমান আকেল বালিগ স্বাক্ষী উপস্থিত না থাকা) হারাম।

৬. স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়া তাহলীল ব্যতীত পূনঃ বিবাহ করা হারাম।

৭. নিজের ফুফা বা খালুর সহিত বিবাহ করা (যত দিন পর্য্যন্ত ফুফু ফুফার ও খালা খালুর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকিবে) হারাম।

৮. দুই ভগ্নিকে (সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী অথবা বৈপিত্রেয়ী) একসংঙ্গে বিবাহ করা হারাম।

৯. এমন দুইজন স্ত্রীলোককে একত্রে বিবাহ করা, যাহাদের একজনকে পুরুষ ধরিয়া

www.pathagar.com

অন্যজন তাহার জন্য স্থায়ীভাবে হারাম হইয়া যায়। (যেমন কোন স্ত্রীলোককে এবং তাহার ফুফুকে বা খালাকে অথবা তাহার ভাতিজীকে বা ভাগ্নীকে একসঙ্গে বিবাহ করা) ফুফুকে পুরুষ ধরিলে স্ত্রী তাহার ভাতিজী হইবে, খালাকে পুরুষ ধরিলে স্ত্রী তাহার বোন বেটী হইবে তদরূপ স্ত্রীকে পুরুষ ধরিলে অন্য স্ত্রী তাহার ফুফু বা খালা হইবে এবং ফুফু, খালা, ভাই -এর কন্যা বা বোনের কন্যাকে বিবাহ করা স্থায়ীভাবে হারাম। সেইরূপ স্ত্রীর দুই খালাকে, দুই ফুফুকে, দুই ভাতিজীকে বা দুই ভাগনীকে সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী অথবা বৈপিত্রেয়ীই হউক না কেন এক সঙ্গে বিবাহ করা হারাম।

১০. স্ত্রীলোকের একই সময় একাধিক স্বামী গ্রহণ করা হারাম।

১১. মোতা ও নির্দিষ্ট কালের জন্য শর্ত করিয়া বিবাহ করা জায়িয নহে।

১২. শরী'আত মোতাবেক ইজাব কবূল না করিয়া শুধু স্বামী বা স্ত্রীর স্বীকার উক্তির এফিডেভিট করিয়া কোর্ট বিবাহ করা জায়িয নহে।

যাহাদের সহিত বিবাহ জায়িয

১. যে কোন গায়ের মুহাররামা স্ত্রীলোককে বিবাহ করা জায়িয।

২. চাচাত বোন, ফুফাত বোন, মামাত বোন ও খালাত বোনকে বিবাহ করা জায়িয। তাহাদের দুই শ্রেণীর দুই জনকে এক সঙ্গে বিবাহ করাও জায়িয।

৩. স্বামীর মৃত্যুর বা তালাকের ইদ্দতান্তে দেবর, দেবর পুত্র, ভাসুর, ভাসুর পুত্রকে বিবাহ করা জায়িয।

৪. স্ত্রীর মৃত্যুর বা তালাকের ইদ্দতান্তে স্ত্রীর ভগ্নিকে বিবাহ করা জায়িয।

৫. নন্দাই (ননদের স্বামী), সৎ বোন, বা চাচাত, মামাত, ফুফাত, খালাত বোনের স্বামী (ভগ্নিপতী) কে বিবাহ করা জায়িয।

৬. যে অবিবাহিতা স্ত্রীলোক যিনা দ্বারা গর্ভবতী হইয়াছে তাহাকে যিনাকারী বা অন্য পুরুষ বিবাহ করা জায়িয, কিন্তু সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার সহিত সহবাস করা জায়িয নহে। অবশ্য যে ব্যক্তি যিনা করিয়াছে তাহার সহিত বিবাহ হইলে তাহার জন্য সহবাস কার জায়িয।

৭. বিধর্মী স্ত্রীলোক যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং সে যদি কুমারী বা বিধবা হয় তবে ঈমান আনার পরেই তাহাকে বিবাহ করা জায়িয। কিন্ত যদি সে বিবাহিতা কিম্বা গর্ভবতী থাকে তবে সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ করা জায়িয নহে। (এবিষয়ে 'কাফেরের বিবাহ' অনুচ্ছেদ দেখুন)

৮. চাচা শ্বশুড়, মামা-শ্বশুর, খালু শ্বশুর বা ফুফা শ্বশুরের সহিত বিবাহ হারাম নহে।

৯. পালক পুত্র, ধর্ম পুত্র ইত্যাদি মুখে মুখে-বলা আত্মীয়কে বিবাহ করা হারাম নহে।

বিবাহের আরকান ও শর্তসমূহ

বিবাহের আরকান হইল 'ইজাব' ও 'কবুল' অর্থাৎ দুই পক্ষের দুইটি স্পষ্ট কথার দ্বারা নিকাহ্ -এর আক্দ (বিবাহ-বন্ধন) সম্পাদিত হইয়া থাকে। যে কোন পক্ষের ১ম কথা বা প্রস্তাব কে 'ইজাব' এবং অন্য পক্ষের উত্তরকে 'কবুল' বলা হয়। যে কোন পক্ষ প্রথমে 'ইজাব' করিতে পারে। পাত্র-পাত্রী সামনা-সামনি বসিয়া 'ইজাব কবুল' করিলে পাত্র-পাত্রীকে উদ্দেশ্য করিয়া

www.pathagar.com

স্পষ্ট ভাষায় বলিবে "আমি তোমাকে নিকাহ (বিবাহ) করিলাম" ইহা পাত্রের পক্ষের 'ইজাব' হইল। ইহার বিপরীত পাত্রী যদি বলে "আমি আপনাকে নিকাহ করিলাম" অথবা বলে "আমি নিজকে আপনার যাওজিয়াতে (বিবাহে) দিলাম" বা "আমি আপনাকে আমার নাফসের মালিক করিলাম" বা "আমি আপনাকে আমার নাফস্‌কে (সত্তা) আপনার নিকট বিক্রয় করিলাম" বা "আমি আপনাকে আমার নাফস্ হেবা (বা দান) করিলাম" ইহা পাত্রীর ইজাব হইবে. ইহার উত্তরে যদি পাত্র বলে "আমি কবুল করিলাম" বা "আমি বিবাহ করিলাম" বা "আমি গ্রহণ করিলাম" ইহা পাত্রের কবুল হইবে। এইরূপ 'ইজাব কবুল' দ্বারা বিবাহ সম্পাদিত হইবে।

পাত্র-পাত্রী স্বয়ং 'ইজাব কবুল' না করিয়া তাহাদের উকিল দ্বারাও 'ইজাব কবুল' করাইতে পারিবে। সেই ক্ষেত্রে পাত্রী পক্ষের উকিল বলিবে আমার মোয়াক্কেলা বা কন্যা. ভাতিজী. ভাগনী. পৌত্রী. নাত্নী অমুকের কন্যা অমুককে তোমার সহিত নিকাহ (বিবাহ) দিলাম. ইহা পাত্রী পক্ষের ইজাব হইবে। ইহার উত্তরে পাত্র শুধু "কবুল করিলাম" বলিলেই 'ইজাব কবুল' সম্পন্ন হইবে। কিন্তু সর্বদা মনে রাখিতে হইবে অথবা এক পক্ষ বর্তমান কালের ক্রিয়া দ্বারা ইজাব করিতে পারে অপর পক্ষকে অতীত কালের শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের শব্দ ব্যবহার করিলে চলিবে না। যেমন পাত্রী যদি বলে "আমাকে বিবাহ করুন" অথবা উকিল বা পাত্রীর পিতা বলে "আমার অমুক কন্যাকে তুমি বিবাহ কর" ইহার উত্তরে পাত্রকে "বিবাহ করিলাম" বলিতে হইবে। "করিতেছি" বা "করিব" বলিলে ইজাব কবুল সিদ্ধ হইবে না। তদ্রুপ পাত্র-পাত্রী যদি বলে "আমরা স্বামী স্ত্রী" ইহাতেও 'ইজাব কবুল' হইবে না।

বিবাহ সম্পাদনের জন্য অবশ্যই নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পালন করিতে হইবে। শর্তগুলি পালন না করিলে বিবাহ জায়িয (সিদ্ধ) হইবে না ঃ

১. পাত্র-পাত্রী উভয়কে মুসলমান. আকিল ও বালিগ হইতে হইবে।

২. পাত্র ও পাত্রী উভয়কে একই মজলিসে উভয়ের 'ইজাব কবুল' নিজ কানে শুনা চাই। (কিন্তু যদি উকিলের বা ওলীর দ্বারা ইজাব কবুল হয় তবে পাত্র বা পাত্রীকে নিজ কানে শুনা দরকার করে না).

৩. বিবাহ মজলিসে কমপক্ষে দুইজন মুসলিম আকিল ও বালিগ পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক সাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত থাকিতে হইবে।

৪. সাক্ষী দুইজনকে একই মজলিসে এক সঙ্গে থাকিয়া 'ইজাব কবুল' শুনিতে হইবে. আলাদা আলাদাভাবে শুনিলে চলিবে না।

প্রকাশ থাকে যে বিবাহের ব্যাপারে পাত্র বা পাত্রীর দুইজন আকিল. বালিগ পুত্রও সাক্ষী হইতে পারিবে কিন্তু কোন দাবির ব্যাপারে নিজ পুত্র দ্বয়ের সাক্ষী গৃহিত হইবে না। কাজেই অপর দুইজন সাক্ষী রাখাই উচিত।

পাত্র-পাত্রী উভয়ে কিংবা যে কোন একজন নাবালিগ বা পাগল হইলে তাহার ওলীর 'ইযন' (অনুমতি) ছাড়া বিবাহ জায়িয হইবে না।

'অলী'র বিবরণ

ছেলে বা মেয়ের বিবাহ দিবার অধিকার যাহার আছে তাহাকে অলী (অভিভাবক) বলে।

www.pathagar.com

অলীকে মুসলমান আকিল ও বালিগ এবং ঐ ছেলে বা মেয়ের ওয়ারিস হইতে হইবে। কোন অমুসলিম (কাফের) বা নাবালিগ বা পাগল আত্মীয়; মুসলমান ছেলে মেয়ের অলী হইতে পারিবে না। আকিলা ও বালিগা কন্যার বা স্ত্রীলোকের বিবাহ তাহার বিনা অনুমতিতে কোন অলী দিতে পারিবে না। অলীর অনুমতিতে আকিল ও বালিগা স্ত্রীলোক নিজের ইচ্ছা মত পাত্রের সহিত বিবাহে বসিতে পারিবে।

কিন্তু যদি কোন বালিগা ও আকিলা মেয়ে বা স্ত্রীলোক তাহার অলীর বিনা অনুমতিতে নিজের সমপর্যায়ের মান-মর্য্যাদা সম্পন্ন কুফুর মধ্যে বিবাহ না করিয়া নীচ ঘরে বা কম মহরানা ধার্যে বিবাহ করে তাহা হইলে তাহার অলী এবং ওলীকেও বলা হইয়াছে যে তাহার বালিগ ছেলে বা বালিগা মেয়ের মত না লইয়া যেন বিবাহ না দেয় আপত্তি করিতে পারিবে। সন্তান (বা গর্ভবতী) হওয়ার পূর্ব্বেই মুসলিম আদালতের হাকিমের হুকুম লইয়া অলী এই বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিয়া অন্যত্র বিবাহ দিতে পারিবে। এই কারণেই হাদীস শরীফে অলী ছাড়া বিবাহ করিতে ছেলে-মেয়েকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হইয়াছে।

কোন অলী যদি সাবালিগ ছেলের বা সাবালিগা মেয়ের ইযন (অনুমতি) না লইয়াই বিবাহ দেয় তবে সেই বিবাহ পাত্র-পাত্রী উভয়ে রাযী (সম্মত) না হইলে জায়িয হইবে না; ছেলে নিজেই বা উভয়ে আপোষে মোবার্‌রা'হ (বিবাহ বন্ধন মুক্ত) ঘোষণা করিতে পারিবে অথবা মুসলিম আদালতের হুকুম দ্বারা মেয়ে তাহার বিবাহ বাতিল করাইতে পারিবে।

পিতাই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান অলী। পিতা না থাকিলে দাদা ও পরদাদা; পিতা, দাদা বা পরদাদা না থাকিলে সাবালিগ সহোদর ভাই; সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাইও না থাকিলে ঐ ভাইদের পুত্রগণ ও পুত্রগণের পুত্রগণ (যত নিম্নের হউক); ইহারা কেহই না থাকিলে চাচা (বাপের সহোদর ভাইও বৈমাত্রেয় ভাই), তারপর চাচাদের আওলাদগণ (চাচাত ভাই), তারপর চাচাত ভাইদের আওলাদগণ, তারপর বাপের চাচা, বাপের চাচার আওলাদগণ, দাদার চাচা, দাদার চাচার আওলাদগণ ক্রমান্বয়ে যদি কেহ থাকে তবে সে অলী হইবে।

বিধবা বা পাগল স্ত্রীলোকের জন্য তাহার সাবালিগ পুত্রই বাপের অগ্রগণ্য হইবে। যদি উল্লেখিত পুরুষ আত্মীয়গণের মধ্যে কেহই না থাকে তখন মা, দাদী, নানী, খালা, সহোদরা ভগ্নী, বৈমাত্রেয়ী ভগ্নী, বৈপিত্রেয় ভাই ও ভগ্নী, ফুফু, মামা ও চাচাত ভগ্নী ক্রমানুসারে অলী হইতে পারিবে। এক শ্রেণীর একাধিক অলী থাকিলে বড়জন বা তাঁহার অনুমতি লইয়া যে কেহ সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিবেন।[১]

'কুফূ'র বিবরণ

'কুফূ' বলা হয় স্বামী ও স্ত্রী মান-সম্মানের দিক দিয়া সমপর্যায়ের হওয়া। অতএব বিবাহ দিবার সময় যাহাতে কন্যাকে নিজের পিতৃপুরুষের মর্যাদা সম্পন্ন সমান ঘরে বিবাহ দেওয়া হয়, এবিষয়ে বিশেষ লক্ষ রাখা শরী'আতের বিধান। যদি তারা সমপর্যায়ের না হয় তবে তাদের দাম্পত্যজীবনে তার প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। কুফূ বা সমতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর হইয়া থাকে ঃ

১. ইসলাম -এর দিক দিয়া সমান কিনা; অর্থ এই যে ইসলামে বাপ ও দাদার দিক হইতে নসব বা বংশ ধরা হয়, মা বা নানার দিক হইতে নহে, কাজেই যাহার বাপ ও দাদা মুসলমান

১. উর্দু তরজমা দুর্রুল মুখ্‌তার ২য় খণ্ড।

www.pathagar.com

সে ঐ মেয়ের কুফূ হইবে, যাহার বাপ-দাদা (যত উপরে হউক) মুসলমান। যে নিজে মুসলমান কিন্তু তাহার বাপ দাদা অমুসলমান সে ঐ মেয়ের সমপর্যায়ের নয় যাহার বাপ মুসলমান এবং যাহার শুধু বাপ মুসলমান সে ঐ মেয়ের সমপর্যায়ের নয়, যাহার বাপ দাদা উভয়েই মুসলমান। মোটকথা বাপ-দাদা এই দুই পুরুষ পর্যন্ত মুসলমান হওয়ার দিক দিয়া কুফূ ধরিতে হইবে।

২. দীনদারীর দিক দিয়া সমান কি না; ইহার অর্থ এই যে, যে ছেলে দুশ্চরিত্র, শরাবী, বেনামাযী, পর্দা অমান্যকারী, সুদখোর, চোর, ডাকাত, যিনাকারী, দুষ্কৃতিকারী ইত্যাদি যাহাকে শরী'আতে 'ফাসিক' বলা হয় সে কোন নেক বখ্‌ত, সতী, দীনদার-পরহিয্‌গার নামায রোযার পাবন্দ, লজ্জাবতী, পর্দ্দানশীন মেয়ের কুফূ হইবে না।

৩. মালদারীর দিক দিয়া সমান কি না; (অর্থাৎ যে স্ত্রীর খোরপোষ ও মহর দিতে সম্পূর্ণ অপারগ সে কোন গরীবের মেয়েরও কুফূ হইতে পারে না। আর যাহার স্ত্রীর খোরপোষ ও মোহর দিবার ক্ষমতা ও সঙ্গতি আছে সে বড় মালদার ঘরের মেয়েরও কুফূ হইতে পারিবে।

৪. পেশার দিক দিয়া সমান কি না; অর্থাৎ এই যে উচ্চপেশা নিম্নপেশা সমান হচ্ছে।

৫. স্বাধীনতার দিক দিয়া সমান কি না। অর্থাৎ গোলাম স্বাধীনা মেয়ের কুফূ হইতে পারে না।

বিবাহে 'উকিল' ও 'ফুযুলী'র বিবরণ এবং পাত্রীর ইয্‌ন লইবার নিয়ম

পাত্র ও পাত্রী নিজেরা ইজাব-কবুল দ্বারা বিবাহ না করিয়া উভয়ে বা কোন এক পক্ষ তাহার অলীকে অথবা অলীর মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তিকে তাহার বিবাহের জন্য উকিল নিযুক্ত করিতে পারে এবং কন্যা পক্ষের উকিল ও পাত্র অথবা উভয় পক্ষের উকিল ইজাব কবুল দ্বারা বিবাহ নিষ্পন্ন করিতে পারিবে।

যে ব্যক্তি কোন পক্ষের অলী বা কোন পক্ষের ভারপ্রাপ্ত উকিল নহে এমন ৩য় ব্যক্তিকে 'ফযুলী' বলা হয়। যদি কোন পাত্র বা পাত্রীর ইযন না লইয়াই এক পক্ষের একজন বা দুই পক্ষের দুইজন ফুযূলী ব্যক্তির দ্বারা ইজাব কবুল করত বিবাহ সম্পাদন করা হয় এবং পাত্র - পাত্রী উভয়ে ইহা অবগত হইয়া কবুল করিয়া স্বামী স্ত্রীকে পিত্রালয় হইতে যথারীতি বিদায় করিয়া লইয়া যায় তবে এইরূপ বিবাহ জায়িয (সিদ্ধ) হইবে। কিন্তু কোন এক পক্ষ নামঞ্জুর করিলে ঐ বিবাহ বাতিল (অসিদ্ধ) হইয়া যাইবে। অতএব ফুযূলী ব্যক্তির দ্বারা বিবাহ অনুষ্ঠান, বিশেষ করিয়া বর্তমান ফিত্‌না ফাসাদের যামানায়, না করাই উত্তম।

ইয্‌ন লইবার নিয়ম

১. যে পাত্রীর একবার বিবাহ হইয়াছে (যেমন বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা) তাহার ইয্‌ন লওয়ার সময় তাহাকে স্পষ্ট কথায় (বোবা হইলে স্পষ্ট ইশারা বা ইঙ্গিত দ্বারা) অনুমতি দিতে হইবে। অলী বা অলীর মনোনীত ব্যক্তি যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে "অমুকের পুত্র অমুক এর সহিত (পাত্রের ও পাত্রের বাপের নাম স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে) এত টাকা মহরানা ধার্যে তোমার বিবাহ দিবার জন্য তুমি রাযী খুশী হইয়া আমাকে ইযিন (অনুমতি) দিতেছ বা উকিল বানাইতেছ ? উত্তরে পাত্রীকে "রাযী আছি" "কবুল করিলাম" বা শুধু "জী হাঁ" ইত্যাদি যে কোন ভাষায় স্পষ্ট কথায় মুখে বলিতে হইবে। চুপ করিয়া থাকিলে কিম্বা কাঁদিতে থাকিলে ইযন ধরা হইবে না।

www.pathagar.com

২. অবিবাহিতা, বালিগা, জ্ঞানসম্পন্না কন্যার অলী বা নিকট আত্মীয় দুইজন আকিল, বালিগ, মুসলামন পুরুষ সাক্ষী লইয়া মেয়ের নিকট গিয়া বলিবে "তোমাকে অমুকের পুত্র অমুক এর সহিত এত টাকা মহরানা ধার্যে বিবাহ দিবার জন্য আমাকে উকিল করিতেছ বা বিবাহ দিবার অনুমতি দিতেছ; (যে কোন ভাষায় স্পষ্ট কথায় বলিতে হইবে) উত্তরে মেয়ে সম্মতিসূচক ভাষ প্রকাশ করিবে বা মুখে বলিবে "জী হাঁ" ইহাতেই মেয়ের ইয্ন সাব্যস্ত হইল।

৩. যদি কেহ মুখে "জী হাঁ" বা "রাযী আছি" না বলিয়া গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া চুপ হইয়া থাকে বা মাথার ইশারায় সম্মতি জানায় অথবা মনের খুশীতে মিটি মিটি হাসিতে থাকে অথবা মা বাপ, ভাই বোনকে ছাড়িয়া অন্যের বাড়ী যাইতে হইবে এই মন-বেদনায় আস্তে আস্তে কাঁদিতে থাকে তবে ইহাতেও কুমারী মেয়ের ইয্ন-সম্মতি পাওয়া গেল বুঝিতে হইবে। কিন্তু সাবালিগ ছেলের (পাত্রের) ইয্ন মুখে স্পষ্ট করিয়া না বলিলে সম্মতি ধরা যাইবে না। কন্যার ইয্ন লইবার সময় ও তাহার পিতার নাম এমন স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইবে যাহাতে সে সহজে ও সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে কাহার সহিত তাহার বিবাহ হইতেছে। যদি ইয্ন লইবার সময় মহরানার উল্লেখ না করা হয় কিম্বা মেয়ের মান-মার্যাদার তুলনায় অনেক কম মহরানায় বিবাহ দেওয়া হয় তবে মেয়ের বিনা অনুমতিতে বা সম্মতি ছাড়া সেই বিবাহ দুরুস্ত হইবে না। পুনরায় তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, যদি অনুমতি দেয় বিবাহ সিদ্ধ হইবে।

৪. অলী বা অভিভাবক যদি অবিবাহিতা কুমারী বালিগা কন্যার ইয্ন না লইয়াই বিবাহ দিয়া দেয় পরে সে নিজেই বা তাহার প্রেরিত লোক মারফত বলে যে সে তাহার বিবাহ অমুকের পুত্র অমুকের সহিত এত টাকা মহরানা ধার্যে দিয়াছে তবে ইহা জানার পর মেয়ে যদি গ্রহণ করিয়া নিরব থাকে বা ভাব ভঙ্গিতে সম্মতি জানায় তবে ইহাতেও ইয্ন (অনুমতি) ধরা যাইবে ও বিবাহ দুরুস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি স্পষ্ট ভাব ভঙ্গিতে বা মূখের পরিস্কার কথায় নামঞ্জুর (অস্বীকার) করে তবে ঐ বিবাহ বাতিল হইয়া যাইবে।

মহর

একমাত্র ইসলাম ধর্মেই স্ত্রীদের মান মর্যাদা রক্ষার্থে মহর দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। মহর ছাড়া মুসলমানদের বিবাহ হইতে পারে না। যদি কেহ মহর না দিবার শর্তে বিবাহ করে কিম্বা বিবাহ দিবার সময় মহরের উল্লেখ না করে তবুও মহর ওয়াজিবুল আদা-অবশ্যই দিতে হইবে।

মহরের পরিমাণ

শরী'আতে মহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। ইহার কম মহর হইতে পারে না এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারিত নাই। উভয় পক্ষ রাযী হইয়া আপোষে যতই ধার্য করুক না কেন পাত্র স্বীকার করিয়া বিবাহ করিলেই উহা আদায় করা ওয়াজিব হইবে। উলামায়ে কিরাম ১০ দিরহাম সমান [৭ মিস্কাল, ১ মিস্কাল =৪.৫ মাসা অতএব ৩১.৫ মাশা অর্থাৎ ১২ মাশায় এক ভরি (তোলা) হইলে] দুই ভরি (তোলা) দশ আনা রৌপ্য প্রায় (মিশ্কাত শরীফের উর্দূ শরাহ-মাযাহেরে হাক, ৩য় খণ্ড)

তিন ভরি দশ আনা রূপা বা ইহার বাজার মূল্য দিতে হইবে। তিন টাকা দশ আনা বা তিন টাকা ৬২ পয়সা দেওয়া চলিবে না।

উভয় পক্ষ রাযী, খুশী হইয়া যত অধিক পরিমাণ মহর ধার্য করুক না কেন বর স্বীকার করিয়া

www.pathagar.com

বিবাহ করিলে তাহার উপর আদায় করা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি কেহ বংশের মর্যাদার খাতিরে বা শুধু নামের জন্য নিজের সঙ্গতির অধিক মহর ধার্য করে অথচ আসলে তাহা আদায় করিবার কোন ইচ্ছা বা নিয়্যাত না থাকে তবে তাহা অতি বড় গুনাহ্। তবে তাহাও আদায় করিতে হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি মহর ধার্য করিয়া বিবাহ করিল ও নিয়্যাত করিল যে সে উহা আদায় করিবে না সে যিনাকারীর সমতুল্য, এবং যে ব্যক্তি ধার করিল ও নিয়্যাত করিল যে সে ধার শোধ করিবে না সে চোরের সমতূল্য। সুতরাং সঙ্গতির বাহিরে মহর ধার্য করা যাহা জীবনে কখনও আদায় করা সম্ভব হইবে না এইরূপ অত্যধিক মহর নির্ধারণ করা উচিত নহে।

কখন মহর আদায় করা ওয়াজিব

বিবাহের কাবীনে (বিবাহ চুক্তিপত্র দলীলে) মহরকে দুই ভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। একভাগ মুয়াজ্জাল – নগদ, তলবমাত্র আদায় বা সমস্ত মহরকেই মু'আজ্জল-বাকী, দেনা, বিবাহের চুক্তিপত্রে স্পষ্টভাবে লিখা হইয়া থাকে।

১. স্বামী-স্ত্রী সহবাস করিলে অথবা স্বামী-স্ত্রীকে একাকী নিভৃতে লাভ করিলে, যদিও বা তখন সহবাস না করে ইহাকে শরী'আতে 'খিল্ওয়াতে সাহীহা' বলা হয়;

২. স্ত্রীকে তালাক দিলে এবং

৩. স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে সম্পূর্ণ মহর আদায় করে দেওয়া ওয়াজিব হইয়া যায়। নগদ টাকা বা টাকার বদলে অলঙ্কার বা সম্পদ যেমন জমি, বাড়ী, গাড়ী, ইত্যাদি মাল দ্বারা মহর ওয়াজিব হইবার পূর্ব্বে বা পরে আদায় করা যায়।

স্বামী যদি মুয়াজ্জাল মহর চুক্তি মত বা তলব করা সত্ত্বেও আদায় না করে তবে স্ত্রী স্বামীকে কাছে আসিতে অর্থাৎ সহবাস করিতে বাধা দেওয়ার অধিকার রাখে এবং স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্বামীর বাড়ীতে না থাকিয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবার ও স্বামীর সহিত বিদেশে যাইতে অস্বীকার করিবার অধিকারও রাখে। কিন্তু ধার্যকৃত 'মহর মুয়াজ্জাল' আদায় করার পর স্ত্রীর এই সকল অধিকার বাতিল হইয়া যাইবে।

স্বামী যদি সহবাস বা নির্জন-মিলন (খিলওয়াতে সাহীহা) হওয়ার পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক দিতে হইবে। যদি সহবাস বা মিলনের পূর্বেই সম্পূর্ণ মহর বা অর্ধেকের বেশী মহর আদায় করিয়া থাকে তবে অর্ধেক বা অর্ধেকের যতটা বেশী দিয়াছে তাহা স্বামী ফেরত লইতে পারিবে।

বিবাহের সময় বিবাহের দলিলে যত মহর দিবার চুক্তি হইয়াছে, স্বামী ইচ্ছা করিলে পরে ইহার অধিক দিতে বা দিবার অঙ্গীকার করিতে পারিবে। এইরূপ নিজ মুখে স্বীকার করিয়া যে পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে তাহাও দেওয়া ওয়াজিব হইবে, যদি না দেয় তবে গুনাহগার হইবে। কিন্তু সহবাসের বা নির্জন-মিলন (খেলওয়াতে সাহীহা)হওয়ার পূর্বে যদি তালাক হইয়া যায় তবে স্ত্রী ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক পাইবে, বর্দ্ধিত মহরের কিছু পাইবে না।

স্ত্রী নিজ খুশীতে গরীব অপারগ স্বামীকে ধার্যকৃত বা বর্দ্ধিত মহরের কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ মাফ করিয়া দিতে পারিবে। কিন্তু কোন স্বামী যদি স্ত্রীকে ভয় দেখাইয়া বা অন্য কোন প্রকার প্রতারণা বা অসদুপায় অবলম্বন করিয়া মহর মাফ করাইয়া লয় তবে তাহাতে মহর মাফ হইবে

www.pathagar.com

না, স্বামীর জিম্মায় মহর আদায় করা ওয়াজিব থাকিবে, না দিলে স্বামী গুনাহ্গার হইবে। স্ত্রী বা তাহার ওয়ারিসগণ মুসলিম পারিবারিক আদালতের সাহায্যে নিজেদের হক আদায় করিয়া লইতে পারিবে।

মহরে-মিসল

যদি মহর ধার্য না করিয়া কোন বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং সহবাস বা নির্জন-মিলন হওয়ার পর স্বামী বা স্ত্রী মারা যায় বা তালাক হইয়া যায় তবে পূর্ণ মহরে মিসল অর্থাৎ খান্দানী মহর দিতে হইবে। খান্দানী মহর বলিতে কন্যার (পাত্রীর) পিতৃকূলের একজন মেয়ে যেমন-বোন, ফুফু, ভাতিজী, চাচাত বোন ইত্যাদি মহরের সম্মান বুঝায়। তবে যদি পাত্রী তাদের সমান গুণ সম্পন্ন হয়। যুগের পরির্তন, জায়গার পরিবর্তন, রুপ গুণ, বয়স, দ্বীনদারী-পরহেয্গারী, ১ম বা ২য় বিবাহ ইত্যাদি সব বিষয় বিচার বিবেচনা করিয়া মহরে-মিসল স্থির করিতে হইবে। যদি কোন গুণে কম বা কোন গুণে বেশী হয় তবে সেই পরিমাণ মহরে-মিসলও কম বেশী সাব্যস্ত হইবে। কিন্তু কোন অবস্থায়ই মহরে–মিসল দশ দিরহাম মূল্যের কম হইবে না।

যদি মহর ধার্য না করিয়া কোন বিবাহ হইয়া থাকে এবং স্বামী সহবাস বা নির্জন-মিলন হওয়ার পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে ঐ স্ত্রীকে মহরে-মিসল না দিয়া মাতা' দিতে হইবে যার পরিমাণ তিন খানা প্রচলিত পোশাক না দিলে গুনাহ্গার হইবে। স্বামী স্ত্রীর আর্থিক অবস্থানুপাতে কাপড়ের মূল্য কম বেশী হইবে কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, কাপড়ের দাম যেন পাঁচ দিরহাম মূল্যের কম না হয়। ধনী ব্যক্তি যত বেশী দামের হউক কাপড় দিতে পারিবে ও নিজ মান সম্মান বজায় রাখিয়া দেওয়া উচিত।

যেহেতু বর্তমানে সমস্ত সভ্য দেশের ন্যায় আমাদের বাংলাদেশেও মুসলমানদের বিবাহ বাধ্যতামূলকভাবে রেজিষ্ট্রেরী করাইতে হয় এবং বিবাহে স্থিরকৃত মহর লিপিবদ্ধ করাইতে হয়। সেহেতু এখন মহরে-মিসল বা মহর সম্পর্কে অন্যান্য মাসআলা ও বিভিন্ন মাযহাবের মতভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সাধারণ মুসলমানদের জন্য দরকার হয় না।

নাবালিগ ছেলে মেয়ের বিবাহ (বাল্য বিবাহ)

শরী'আতে বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালক ও নয় বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালিকাকে নাবালিগ ও নাবালিগা ধরা হয়। বার বৎসর হইতে পনের বৎসর বয়সের কোন বালক বালিকার মধ্যে যদি বালিগ হওয়ার চিহ্ন পাওয়া যায় তবে তখন হইতেই তাহাকে সাবালিগ বা সাবালিগা ধরা হইবে। পনের বৎসরের মধ্যে যদি বালিগ হওয়ার চিহ্ন দেখা না যায় তবে পুত্র বা কন্যার বয়স পনর বৎসর পূর্ণ হইলেই সাবালিগ বা সাবালিগা বলিয়া গণ্য হইবে।

বালকের বালিগ হওয়ার চিহ্ন ঃ

১. স্বপ্নদোষ হওয়া,
২. বীর্য স্খলন হওয়া বা
৩.তাহার দ্বারা কোন স্ত্রীলোক গর্ভবতী হওয়া।

বালিকার বালিগ হওয়ার চিহ্ন ঃ

১. ঋতুস্রাব হওয়া
২. স্বপ্নদোষ হওয়া বা

www.pathagar.com

৩. গর্ভধারণ করা।

ইসলাম বাল্য বিবাহকে উৎসাহিত করে নাই। কোলের-শিশুকে বিবাহ দিয়া স্বামীর হাতে সপর্দ করার বা স্বামীর বাড়ী পাঠাইয়া দিবার আদেশ ইসলাম করে নাই।

শরী'আত বালক বা বালিকার বিবাহ বন্ধনকে (আক্‌দকে) নাজায়িয ও সাব্যস্ত করে নাই। বিশেষ দারকার ও কারণবশত বালিকার অলী (অভিভাবক) বিবাহ বন্ধন করাইতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত স্বামীর সহিত একত্রে বসবাস করাইতে পারে না। তখন নাবালিগা স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিবও নহে।

নাবালিগ স্বামী বা নাবালিগা স্ত্রী সাবালিগ হওয়ার পর তাহাদের অলী কর্তৃক বিবাহ বন্ধনকে বাতিল করিয়া দিতে পারে।যদি স্বামী জোর করিয়া স্ত্রীকে ধরিয়া রাখিতে চায় তবে স্ত্রী বালিগা হওয়ার পর মুসলিম পারিবারিক আদালতের সাহায্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে। নাবালিগ বালক-বালিকা অলী ছাড়া নিজে নিজে বিবাহ করিতে পারে না, তালাকও দিতে পারে না। কাজেই নাবালিগ বা নাবালিগা পুত্র কন্যার বিবাহকে নিরুৎসাহিত করা হইয়াছে, হারাম বা নাজায়িয বলা হয় নাই।

আমাদের দেশে তের/চৌদ্দ বৎসরের মেয়েরা প্রায়ই যৌবন প্রাপ্তা হইয়া যায়। যে সব ক্ষেত্রে নাবালিগ ছেলে মেয়ের বিবাহ না দিলে সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতি হইবার প্রবল আশা দেখা দিতে পারে। সে সব অবস্থায় বিবাহ দেওয়া শুধু জায়িয্‌ই নহে বরং অবশ্য কর্তব্য হইবে। কোন পরিবারে এক মৃত ভাই-এর এক ইয়াতীম নাবালিগা কন্যা থাকে ও অন্য এক জীবিত ভাই (যে উক্ত ইয়াতীম কন্যার অলী) এর পুত্র থাকে এবং ঐ চাচাত ভাই বোন একই বাড়ীতে প্রতিপালিত হইতে থাকে, ষোল বা আঠার বৎসর পর্যন্ত একত্রে উঠা বসা মেলামেশা প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা না থাকার দরুন যাহাতে তাহারা ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া দ্বীন-দুনিয়াকে বরবাদ করিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে তাহাদের অলী (পুত্রের পিতা ও কন্যার চাচা) যদি তাহাদের নাবালগ অবস্থায় বিবাহ দিয়া দেয় তবে সে উচিত কাজ করিবে। কোন অবিভাবক বা পিতা মৃত্যুর পূর্বে তাহার একমাত্র ইয়াতীম নাবালিগা কন্যাকে গ্রামের লোকদের অনুগ্রহের উপর ছাড়িয়া না দিয়া যদি উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহ দিয়া মারা যায় তবে সে কি অন্যায় কাজ করিল ?

বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের বিবাহ

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে,

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

এবং নিজেদের মধ্য হইতে অবিবাহিতা ও বিধবাগণকে এবং উপযুক্ত দাস-দাসিগণকে তোমরা বিবাহ দাও (কর) যদি তাহারা দরিদ্র হয় আল্লাহ্ নিজের কৃপায় তাহাদিগকে ধনী করিবেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্য্যময় ও মহাজ্ঞানী। (সূরা নূর ঃ ৩২)

বিধবাকে ইদ্দত পালনের পর (স্বামীর মৃত্যুর সন্ধ্যা রাত্রি হইতে চার মাস দশ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর) বিবাহ করা জায়িয্; সেইরূপ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোককেও তালাকের ইদ্দতান্তে

www.pathagar.com

হউক অন্ততঃ দুইজন আকেল বালিগ মুসলমান সাক্ষীর উপস্থিতিতে 'ইজাব কবুল' করতঃ পুনঃ বিবাহ করিতে পারিবে; ইহাকে 'তাজ্‌দীদে-নিকাহ' বলা হয়।

২. সহবাস বা নির্জন মিলনের পর স্বামী যদি স্ত্রীকে রাজয়ী তালাকের শর্ত মোতাবেক প্রথম বার বা দ্বিতীয়বার রাজয়ী (প্রত্যাহার যোগ্য) তালাক দিয়া নিজ বাড়ীতে পৃথক করিয়া রাখে তবে ঐ স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে তাহাকে পুনরায় ইচ্ছা করিলে তালাক প্রত্যাহার (রুজয়াৎ) করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু ইদ্দত শেষ হইয়া গেলে, অথবা রাজয়ী তালাকের শর্তের খেলাফ তালাক দিয়া থাকিলে, বাইন তালাকের ন্যায় উভয়ে যে কোন সময় (২/১ মাস বা ২/১ বৎসর পরেও) রাযী হইলে পুনরায় তাজদীদে নিকাহ্ করিতে পারিবে। কিন্তু কোন এক পক্ষ রাযী (সম্মত) না হইলে তাজদীদে নিকাহ সম্ভব হইবে না। তাজদীদে নিকাহ হইলে স্বামীর অবস্থাভেদে আরও ২ বার এক বার তালাক দিবার অধিকার থাকিবে। তাজদীদে নিকাহ বাংলাদেশ বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন আইনে রেজিষ্ট্রেরী করাইতে হইবে।

৩. যে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস বা নির্জন মিলন হয় নাই তাহাকে প্রথমবার তালাক (রাজয়ী হউক বা বাইন হউক) দিলেই বাইন হইয়া যাইবে। স্ত্রী ইদ্দত পালন না করিয়া পরক্ষণেই ইচ্ছা করিলে অন্যত্র বিবাহ বসিতে পারিবে। উভয়পক্ষ যদি আবার সম্মত হয় তবে পুনরায় 'তাজদীদে নিকাহ্' করিতে পারিবে।

৪. যে স্ত্রীকে তিনবার তালাক দেওয়া হইয়াছে তাহাকে পুনরায় তাজদীদে নিকাহ্ করা চলিবে না। ইদ্দতান্তে অন্য পুরুষের সহিত সহীহ্ তরীকায় নিকাহ্ ও সহবাস হওয়ার পর সেই স্বামীর মৃত্যু হইলে বা তালাকপ্রাপ্তা হইলে ইদ্দত পালন করার পর প্রথম স্বামীকে নিকাহ্ করিতে পারিবে। ইহাকে তাজদীদে নিকাহ্ বলা হইবে না। স্বামী পুনরায় তিন বার তালাক দিবার অধিবার লাভ করিবে। এক সঙ্গে তিন তালাক দেওয়া বা নেওয়া শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়িয এবং ইহা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

বিবাহ সুচারুরূপে অনুষ্ঠানের বিধান

বিবাহের মজলিস এক পবিত্র ইবাদতের মজলিস। বিবাহ সব শ্রেণীর (বিদ্বান-মূর্খ-ধনী-দরিদ্র) সক্ষম মুসলমানদের ঈমান রক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত জরূরী। কাজেই বিবাহের ব্যাপারে বাহুল্য ব্যয় ও অতিরিক্ত আড়ম্বর নিষিদ্ধ হইয়াছে। বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে কোন প্রকার নাজায়িয কার্য-কলাপ যথা নাচ-গান, মাইক বাজান ইত্যাদি কিছু হওয়া উচিত নহে। বিবাহ সম্পাদনের সময় খুৎবা পাঠ, বর কনের জন্য দু'আ ও মিষ্টি বিতরণ সুন্নাত।

কয়েকটি কুপ্রথা বা কুসংস্কার ও উপদেশ

বিবাহের কাবীননামা (চুক্তিপত্র) বিবাহের পূর্ব্বেই লিখাইয়া পাত্রের স্বাক্ষর লইয়া রাখা উচিত যাহাতে বিবাহ মজলিসে কোনরূপ উচ্চবাচ্য শুভ বিবাহে অযথা বিলম্ব না হয়।

বিবাহ মজলিসে উপস্থিত যে কোন ব্যক্তি যিনি খুত্‌বা পাঠ করিতে পারেন ও বিবাহ সম্পর্কে আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের বিধানগুলি ভালভাবে অবগত আছেন তিনিই বিবাহ মজলিসে সভাপতিত্ব করিতে পারিবেন। বিবাহ পাত্র ও পাত্রী পক্ষের ইজাব কবুলের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া যায় কাজেই সকল বিবাহ মজলিস কোন একজন কাযী, মাওলারা বা ইমামের উপস্থিত থাকা তাঁহার দ্বারা বিবাহ পড়াইবার ইসলামী আইনে কোন দরকার করে না। যিনি খুত্‌বা পাঠ ও

www.pathagar.com

দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার বিবাহকে অসিদ্ধ বা শর্তাধীন করা যাইতে পারে না। সমস্ত উলামায়ে কেরাম ইহাতে একমত রহিয়াছেন।

অবশ্য বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ক্ষেত্রে স্ত্রীদের মধ্যে শরী'আত মোতাবেক 'আদল' কায়েম না করার দরুন সমাজে একাধিক বিবাহ লইয়াও অনেক বিশৃঙ্খলা ও কুসংস্কার দেখা দিয়াছে। ফলে সামাজিক পরিবেশ দূষিত ও পারিবারিক সুখ-শান্তি বিঘ্নিত হইতেছে এবং স্ত্রীরাও বহু যন্ত্রণা ও অশান্তি ভোগ করিতেছে। এই অবস্থা হইতে স্ত্রীগণকে রক্ষা করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই যাহারা 'স্বাদগ্রহণ' উদ্দেশ্যে একজন সুস্থ স্ত্রীর (যাহার সন্তান-সন্ততি জীবিত আছে) জীবদ্দশায় একাধিক 'কুমারী' স্ত্রী গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে উভয় স্ত্রীর বা স্ত্রীদের সম্পূর্ণ মহর, পৃথক বাসস্থান ও খোরপোষ -এর দাবী নগদে বা জমিজমা রেজিষ্ট্রারী করিয়া আদায় করার নিশ্চিত সুব্যবস্থা সরকার করিতে পারেন।

একাধিক বিবাহ আদম সন্তান বৃদ্ধি করিবে- এই ধারনা ভূল। ইহার পিছনে কোন ন্যায় সঙ্গত যুক্তি নাই। বরং ইসলামের বিধান মতে ইসলামী পদ্ধতিতে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা দ্বারাই জন্মের হার নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে। এই ধারণা তাহাদেরই মস্তিস্কে উদয় হইতে পারে যাহারা আল্লাহ্‌র নিম্নের বাণীকে বিশ্বাস করে না (নাউযূ বিল্লাহ)।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ (الواقعة)

আমিই তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছি, তবে কেন তোমরা উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেছ না ? তোমরা কি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ যে বীর্যকে তোমরা স্ত্রী গর্ভে নিক্ষেপ কর (উহাকে লাল রক্ত মাংসে পরিবর্তন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুত্র বা কন্যা) তোমরা সৃষ্টি করিতে পার, না আমি (আল্লাহ্‌ই) উহার সৃষ্টিকর্তা ? (সূরা ওয়াকিয়াহ)

আদল -স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করা

কোন মুসলমানের একাধিক স্ত্রী থাকিলে স্ত্রী কুমারী হউক বা না হউক নতূন হউক বা পুরাতন হউক, সকলের খাওয়া দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ এবং রাত্রি বাসের মধ্যে সমতা পালন করা তাহার জন্য ওয়াজিব। প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য সম সংখ্যক রাত নির্দ্দিষ্টভাবে ভাগ করিয়া দিতে হবে। কিন্তু রাত্রি বাসের মধ্যে সকলের সঙ্গে সহবাস করার মধ্যে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব নহে, স্ত্রীদের সম্মতিক্রমে বা লটারীর মাধ্যমে যে কোন স্ত্রীকে স্বামী বিদেশে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবে। যে কোন স্ত্রী নিজের হক তাহার সতীন বা স্বামীকে দান বা মাফ করিয়া দিতে পারিবে। যাহাতে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত হইয়া সকলে স্নেহ-মমতা, প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা দ্বারা সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়া সংসারকে ইহকাল ও পরকালের জন্য কল্যাণময় করিয়া তুলিতে পারে।

তাজদীদে-নিকাহ্ বা পুনঃবিবাহ

১. যে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সহবাস বা নির্জন মিলনের পর প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার বাইন তালাক দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়াছে তাহারা উভয়ে ইচ্ছা করিলেও ভবিষ্যতে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে পারিবে মনে করিলে পুনরায় ইদ্দতের মধ্যেই হউক বা পরেই

www.pathagar.com

পারিবে।

২. স্বামী যদি স্ত্রীর সহিত সহবাস বা খেল্ওয়াতে সাহীহা-নির্জন মিলন. এর পর মুরতাদ হইয়া থাকে তবে স্ত্রী সম্পূর্ণ মহরের হকদার হইবে ও তাহাকে ইদ্দত পালন করিতে হইবে। ইদ্দতের খোরপোষ ও স্বামীকে দিতে হইবে। কিন্তু যদি সহবাস বা নির্জন মিলন এর পূর্বেই মুরতাদ হইয়া যায় সেক্ষেত্রেও বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে কিন্তু সে স্বামীর বাড়ীতেই পৃথক ভাবে বসবাস করিতে। স্বামীকে তাহার ভরণ পোষন চালাইয়া যাইতে হইবে। সে তাওবা করিয়া পুনরায় ইসলামে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে তাজদীদে নিকাহ্ না করা পর্যন্ত তাহার সহিত সহবাস করা বা নির্জন মিলিত হওয়া হারাম।

৪. স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে মুরতাদ হইয়া গেলে এবং পরে তাহারা এক সঙ্গে ইসলামে ফিরিয়া আসিলে তাহাদের বিবাহ বন্ধন কায়েম থাকিবে, পুনরায় তাজদীদে নিকাহ করিতে হইবে না। কিন্ত যদি একজন আগে ও অন্যজন পরে মুরতাদ হইয়া পুনরায় একজন আগে ও অন্যজন পরে ইসলামে ফিরিয়া আশে তবে তাহাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে; উভয়ে সম্মত হইলে পুনরায় তাজদীদে নিকাহ করিতে পারিবে।

মু'তা বিবাহ

মু'তা অর্থাৎ সাময়িক আনন্দ বা উপকার লাভ করা। নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দ্ধারিত অর্থের বিনিময়ে কোন মহিলাকে ভোগ করার জন্য বিবাহ করাকে মু'তা বলা হয়। ইহা এক প্রকার বেশ্যাবৃত্তি বটে। শিয়া সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী এ রূপ বিবাহ করিয়া থাকে। সুন্নী মায্হাবে ইহাকে হারাম বলা হইয়াছে। এইরূপ বিবাহ কেহ করিলে তাহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে ও একে অন্যের প্রতি কোন হক বর্তাইবে না।

একাধিক বিবাহ এবং স্ত্রীদের মধ্যে সমতা (আদল) রক্ষা করা

ইসলামী শরী'আতে প্রয়োজনে একজন পুরুষকে চারজন মহিলাকে বিবাহ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে এবং চারজন স্ত্রীর বর্তমানে আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করা হারাম করা হইয়াছে।

কিন্তু একজন স্ত্রী একই সময় একাধিক পুরুষের বিবাহ বন্ধনে থাকা হারাম। ইহা অস্বাভাবিকও বটে। কাজেই মহাজ্ঞানী রাব্বুল-আলামীন আল্লাহ্ তা'আলা একজন সক্ষম মুসলমানকে চারজন স্ত্রী রাখিবার অধিকার দিয়াছেন। আল্লাহ্ প্রদত্ত এই অধিকারকে নিষিদ্ধ করা বা ইহার উপর কোন শর্ত আরোপ করার অধিকার আল্লাহ্ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী কোন মুসলমান রাজা-বাদশাহ্ বা হুকুমতের থাকিতে পারে না। স্ত্রীর ভরণ পোষণ ও তত্ত্বাবধান করিবার যাহাদের সঙ্গতি ও সামর্থ্য নাই এবং যাহারা একাধিক স্ত্রীর মধ্যে সমতা (আদল) রক্ষা করিতে পারিবে না, তাহাদের একাধিক বিবাহ করা নিষেধ।

এক বিবাহ করিলে যেমন স্ত্রীর ভরণপোষণ ও সৎ ব্যবহার করা স্বামীর উপর ফরয হয় ও সে উহা পালন করিতে বাধ্য হয়; যদি কেহ সেই ফরয পালন না করে তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার বিবাহকে নাজায়িয্ বা আদালতের অনুমতি সাপেক্ষ করা যাইতে পারে না; সেইরূপ একাধিক স্ত্রীর ও সকল বিষয়ে ন্যায় ও আদল রক্ষা করিয়া রীতিমত ভরণ পোষন করা ও সৎভাবে জীবন যাপন করা স্বামীর উপর ফরয এবং সে এই ফরয পালন করিতে ইসলামী আইনে বাধ্য, যদি কেহ এই ফরয কাজে অবহেলা করে তবে তাহাকে শাস্তি

www.pathagar.com

(তিন রক্তস্রাব ঋতুকাল বা তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর অথবা গর্ভবতী থাকিলে প্রসব হওয়ার পর) নিকাহ করা জায়িয্।

যে সমাজের মধ্যে যতই চরিত্রহীনতা প্রবেশ করিবে ততই সেই সমাজ ধ্বংসমূখী হইবে- ইহা নিশ্চিত সত্য; তাই শরী'আত মানুষের চরিত্রের প্রতি বিশেষ নয্র দিয়াছে। যাহাতে তালাক-প্রাপ্তা ও বিধবা স্ত্রীলোককে লইয়া সমাজে ব্যভিচার দেখা না দেয় এবং তাহারাও পাপের কলুষতা বা অপবাদ হইতে রক্ষা পাইয়া সুন্দর ও পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে পারে সেইজন্য তাহাদের পুনরায় বিবাহের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৬১ ইং সালের মুসলিম পারিবারিক আইন বিধবা নিকাহ দেওয়া অনেকে অজ্ঞতার কারণে দুষনীয় মনে করেন। কিন্তু ইসলামী শরী'আতে ইহা দুষনীয় কাজ নহে। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এইরূপ স্ত্রীলোককে নিকাহ্ করা বা দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়ে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু-আলাইহি-ওয়া-সাল্লামের আয্য়াজে মুতাহ্হারাত-উম্মিহাতুল মু'মিনীন গণের মধ্যে একজন তালাকপ্রাপ্তা ও নয় জনই বিধবা ছিলেন। আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বিধবা ও তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নিকাহ করিয়া দুনিয়ায় নারী জাতির সম্মানের এক অভূতপূর্ব আদর্শ স্থাপন করিয়া দিয়াছেন।

কাফির -এর বিবাহ

১. কোন অমুসলিম দম্পতি যাহারা নিজ ধর্ম অনুসারে বিবাহ করিয়া পারিবারিক জীবন যাপন করিতে থাকা অবস্থায় তাহারা যদি উভয়ে সৌভাগ্যক্রমে আল্লাহ্র তৌফিকে একসাথে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তবে তাহাদের পূর্ব বিবাহ বহাল থাকিবে বিবাহ দোহরাইতে হবে না। স্বামীর উপর স্ত্রীর মহর (আপোষে নির্দিষ্ট করিলে ধার্যকৃত অথবা মহরে মিসল) আদায় করা ওয়াজিব হইবে। কিন্তু যদি কোন 'মাহ্রাম'-(শরী'আতে যাহাদের সঙ্গে বিবাহ করা হারাম এমন) স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে তবে তাহাদের বিবাহ বন্ধন ছুটিয়া যাইবে, তাহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে বসবাস করিতে পারিবে না। যদি দুই ভগ্নীই (সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী বা বৈপিত্রেয়ী) স্ত্রী থাকে তবে এক ভগ্নীকে তালাক দিতে হইবে কেননা কোন মুসলামন দুই বোনকে লইয়া এক সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে রাখিতে পারে না।

২. অমুসলমান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি একজন মুসলমান হয় তবে মুসলিম পারিবারিক বা (কাযীর) আদালত মারফত অন্য জনের সামনে ইসলাম পেশ করিতে হইবে যদি সেও মুসলমান হইয়া যায় তবে তাহাদের বিবাহ বন্ধন বহাল থাকিবে। কিন্তু যদি ইসলাম গ্রহণ না করে বা করিতে অস্বীকার করে যা চুপ করিয়া থাকে তাহা হইলে মুসলিম পারিবারিক আদালতের হাকিম (বা কাযী) তাহাদের বিবাহ ভঙ্গ ঘোষণা করিয়া দিবেন।

৩. অমুসলিম কুমারি-বালিগা অথবা বিধবা গর্ভবতী নহে এমন, মেয়েলোককে মুসলমান হওয়ার পরেই বিবাহ করা জায়িয্।

৪. যদি কোন অমুসলিম মহিলা মুসলমান হয় আর তাহার স্বামী মুসলমান না হয় তবে তাহাকে ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

মুরতাদ (যাহারা ইসলাম ত্যাগ করিয়া কাফির হইয়া গিয়াছে) -এর বিবাহ

১. কোন মুসলমান নারীর স্বামী যদি ইসলাম ত্যাগ করিয়া মুরতাদ হইয়া যায়। তবে তাহাদের বিবাহ বন্ধন তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া যাইবে। স্ত্রী স্বামীর বাড়ী হইতে চলিয়া যাইতে

www.pathagar.com

দু'আ করিয়াছেন, অনেকে তাহাকেই বিবাহ পড়াইয়াছেন বলিয়া মনে করেন কিন্তু ইহা ভুল ধারনা। বিবাহ মজলিসে পাত্র বা পাত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া অন্য কোন আলিমকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য ডাকা হইলে তাঁহার যথাযথ সম্মান করাও নজরানা প্রদান করা উচিত।

স্ত্রীর পিতা, আলীম বা যোগ্য ব্যক্তি হইলে, নিজেই খুত্‌বা পাঠ করিয়া তাঁহার কন্যার ইজাব (যথা-আমি আমার অমুক মেয়েকে ..... টাকা মহরে তোমার সহিত বিবাহ দিলাম) করিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার কন্যা হযরত ফাতিমার বিবাহ মজলিসে নিজেই খুত্‌বা পাঠ করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন।

বিবাহের ইজাব কবুল তিনবার বলার দরকার করে না। যাহাতে মজলিসের সকলেই জানিতে ও শুনিতে পারে সেই জন্যই তিনবার বলার প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি স্পষ্ট ভাবে একবার মাত্র ইজাব কবুল করা হয়, তাহাতেই বিবাহ সিদ্ধ হইবে।

মনে রাখিতে হইবে যে 'ইজাব' ও 'কবুল' অথবা 'কবুল' সর্বদাই সাধারণ অতীত কালের ক্রিয়াপদ দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে, বর্তমান বা ভবিষ্যত কালের ক্রিয়াবাচক শব্দ দ্বারা নহে- যেমন যদি কেহ 'বিবাহ দিলাম', 'কবুল করিলাম' না বলিয়া 'বিবাহ দিতেছে' 'কবুল করিতেছি', 'কবুল করিব' 'ইন্‌শা আল্লাহ্‌ কবুল করিলাম' বলে অথবা বলে যে 'আমরা দুইজন স্বামী স্ত্রী' 'তুমি আমার স্বামী/স্ত্রী' ইত্যাদি- এইভাবে বলিলে বিবাহ সিদ্ধ হইবে না।

কোন কোন জায়গায় ইজাব কবূলের পূর্বে পাত্র-পাত্রী অথবা এক পক্ষকে 'কালেমা শাহাদত' পড়ান হয় কিন্তু ইহার প্রমাণ কোন কিতাবে পাওয়া যায় না। অবশ্য যদি কাহারও ধর্ম বিশ্বাসে (ঈমানে) দুর্বলতা থাকে বা কোন গুনাহ্‌ এর কাজ হইয়া গিয়া থাকে তবে যে কোন সময়ে ইস্তিগ্‌ফার ও কালেমা শাহাদত পড়ান ও অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। ইজাব কবুলের পূর্বে অবশ্যই দাঁড়াইয়া 'খুত্‌বা' পাঠ করা সুন্নাত। কেহ কেহ অবস্থা ও সুযোগ ভেদে ইজাব কবুলের পরে দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া খুত্‌বা পাঠ করিয়া থাকেন ইহাতে বিবাহ অশুদ্ধ হইবে না।

গেট ঘেরাও প্রথা

আমাদের দেশে আজকাল প্রায় সব জায়গায় ছেলে মেয়েরা বর পক্ষকে কনের বাড়ীর গেটে আটকাইয়া কিছু নজরানা আদায় করিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেয়-অযথা শুভকার্য্যে বিলম্ব ঘটানো এবং সময় ও অর্থের অপব্যয় করা হয়। বিবাহের পর ছোট ছেলে মেয়েকে স্নেহের দান স্বরূপ টাকা পয়সা জিনিস পত্র আদান প্রদান করা জায়িয এবং ইহার জন্য আরও সুযোগ রহিয়াছে কিন্ত বিবাহের পূর্বে আদান প্রদান ঘুষের সমতুল্য এবং শরী'আতের দৃষ্টিতে অপব্যয় কারী শয়তানের ভাই, কাজেই এই কুপ্রথা ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়।

পণ প্রথা (যৌতুক প্রথা)

ইসলামে পণ প্রথার বিধান নাই। পাত্র বা পাত্রী কোন পক্ষই বিবাহের পূর্বে পাত্র বা পাত্রী পক্ষের নিকট হইতে টাকা-পয়সা, ঘড়ি, আংটি, রেডিও, টেলিভিশন, মটর সাইকেল ইত্যাদি গ্রহণ করা বা লইবার চুক্তি করা উচিৎ নহে। অবশ্য বিবাহের পর জামাই পুত্রতুল্য ও পুত্র বধু কন্যার সমান কাজেই বিবাহের পর ঐসমস্ত জিনিস দেওয়া ও লওয়া জায়িয। কিন্তু সামর্থ্যের অতিরিক্ত বা ধার কর্জ করিয়া আদান প্রদান করা উচিত হইবে না, ইহা যুল্‌ম হইবে এবং যালি-মকে আল্লাহ্‌ পছন্দ করেন না। মুসলমানদের সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

হইবে, সাময়িক ভোগ-বিলাস স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নহে। অতএব সাবধান! 'সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়া গেল' এর জন্য যেন সারা জীবন আক্ষেপ করিতে না হয়।

বিবাহের পূর্বে কোন কোন কন্যা পক্ষ বর পক্ষের নিকট হইতে টাকা লইয়া উহার দ্বারা ধুমধাম করে ও গ্রামবাসী ও বর পক্ষকে খানা পানির জন্য দাওয়াত দেয়। উপরে বলা হইয়াছে যে বিবাহের পূর্বে কোন পক্ষের নিকট হইতে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে টাকা লওয়া না জায়িয। কাজেই এইরূপে হারাম টাকা লইয়া যিয়াফত ও জানিয়া শুনিয়া এই যিয়াফত খাওয়াও হারাম।

যে বিবাহে নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা ইত্যাদি শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হয় সেই বিবাহের যিয়াফতের দাওয়াত্ কবুল করা ও খানা খাওয়া মাকরুহ। কেননা ঐ সমস্ত কার্য্যদি 'ফাসিক' ব্যক্তির কাজ।

অলিমা

বিবাহের পর স্ত্রীকে নিজ বাড়ীতে লইয়া আসিয়া বাসরের পর স্বামী পক্ষ হইতে যে যিয়াফত দেওয়া হয় তাহাকে 'অলিমা' বলে। বাসরের পূর্বে নগদ মহর (মহরে মুয়াজ্জল) আদায় করা ও পরে অলিমার খানা দেওয়া সুন্নাত।

বিবাহ-শাদীর ব্যাপারে সীমার মধ্যে থাকিয়া নিজ অবস্থানুযায়ী কিছু পরিমাণ শরী'আত সম্মত আমোদ-উৎসব করাতে ও অবস্থা সামর্থ্য মোতাবেক খানা-পিনার ব্যবস্থা করাতে দোষ নাই। কিন্তু অযথা ধুমধাম, অতিরিক্ত অপব্যয় বা আত্ম প্রচার আত্ম-প্রশংসার (ফখরের) জন্য জায়িয হইবে না। বিবাহের সময় কন্যার বাড়ীতে ভোজ দেওয়া সুন্নাত নহে এবং সে কাজ ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাত নয়।তাহা ছুটিয়া গেলে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হওয়াও উচিত নহে। ইহা ব্যতীত বিবাহ ব্যাপারে আরও অনেক কুপ্রথা ও কুসংস্কার সমাজে চলিয়া আসিতেছে যাহা ত্যাগ করা উচিত।

কোন কোন মাওলানা সাহেব, কাযী ও নায়েবে-কাযী সাহেব বিবাহের খুত্বা যাহা আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা ও দুই কালেমা শাহাদত অর্থাৎ তাশাহুদ পাঠের পর কুরআন শরীফের যে নির্দ্দিষ্ট তিন আয়াত তিলাওয়াত করা সুন্নাত তাহা না পড়িয়া কুরআন শরীফের যে কোন স্থান হইতে অন্য কয়েকটি আয়াত পাঠ করিয় থাকেন এবং সমবেত কণ্ঠে অশুদ্ধভাবে মিলাদ, মাহ্ফিলে দরূদ পাঠ করেন, কেহ কেহ মিলাদ, শরীফ ও পাঠ করেন অথচ আল্লাহ্র রাসূল (সা.) বিবাহ সম্পর্কে যে সমস্ত আদেশ, নিষেধ ও উপদেশ দিয়াছেন তাহার একটিও বলেন না, এবং এইরূপে কুরআন তিলাওয়াত্, দরুদ ও মিলাদ পাঠকে বিবাহের সুন্নাত খুত্বা মনে করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে ইহাতে সুন্নাত আদায় করা হয় না, যদিও বিবাহ খুত্বা ছাড়াই সিদ্ধ হইয়া যায়। যদি কাহারও খুত্বা মুখস্ত না থাকে তবে তাহার পুস্তক দেখিয়াই খুত্বা পাঠ করা উচিত, ইহাতে মান-সম্মানের কোন ক্ষতি হইবে না।

বিবাহের খুত্বা প্রায় সমস্ত জুমু'আর খুত্বার পুস্তকে লিখা রহিয়াছে।

বিবাহের খুত্বা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاٰتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا

www.pathagar.com

مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ - وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰـهَ اِلاَّ اللّٰـهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ - اَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْراً وَّنَذِيْراً مِّنْ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ مَنْ يُّطِعِ اللّٰهُ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَّعْصِهِمَا فَلاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئاً

اَمَّا بَعْدُ - اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوْا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْباً -

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْداً يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيْماً

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

তাশাহুদ

তাশাহুদের সরল বাংলায় অর্থ ঃ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য। আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছি, তাঁহার সাহায্য চাহিতেছি ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করিতেছি এবং আমাদের নাফ্সের কুপ্রবৃত্তি ও কুকাজ হইতে (বাঁচিবার জন্য) আল্লাহ্র আশ্রয় লইতেছি। যাহাকে আল্লাহ্ হেদায়েত করেন তাহাকে কেহ পথ ভ্রষ্ট করিতে পারে না এবং যাহাকে তিনি পথ হারা (গুমরাহ) করেন তাহাকে কেহ সৎ পথে চালিত করিতে পারে না এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁহার বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ্ তাঁহাকে হক -এর সহিত অর্থাৎ (কুরআন শরীফ দিয়া) কিয়ামত পর্য্যন্ত নেক্কার বান্দাকে নেক কাজের জন্য সুসংবাদদাতা ও বদ্কার লোককে বদকাজের জন্য ভয় প্রদর্শনকারীরূপে পাঠাইয়াছেন। যাহারা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের হুকুম পালন করিয়া চলিবে তাহারা পূর্ণ হেদায়েত পাইবে এবং যাহারা তাঁহাদের হুকুম অমান্য করিয়া চলিবে তাহারা নিজেদেরই ক্ষতি করা ছাড়া আল্লাহ্ পাকের কোন ক্ষতি করিতে

www.pathagar.com

পারিবে না।

কুরআন শরীফের উল্লিখিত তিন আয়াত এর সরল বাংলায় অর্থ ঃ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় করিতে থাক, যেমন ভয় করা উচিত; আর তোমরা অনুগত (মুসলমান) না হইয়া মরিও না। (সূরা-আল ইমরান ৩ ঃ ১০২)

হে মানবগণ! আপন রব্ - (প্রতিপালক) কে ভয় করিতে থাক, যিনি একটি প্রাণ (হযরত আদম (আঃ) হইতে তোমাদিগকে পয়দা করিয়াছেন এবং তাঁহার হইতে তাঁহার স্ত্রীকে পয়দা করিয়াছেন এবং এই দুই হইতে বহু নর ও নারীর বিস্তার করিয়াছেন। আর (আল্লাহ্‌র নির্দেশ সমূহ সম্পর্কে) আল্লাহকে ভয় করিতে থাক, যাঁহার নামে তোমরা সাহায্য চাও, বিশেষ করিয়া আত্মীয়দের (প্রতি হকও কর্তব্য সম্পর্কে) নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের খবর রাখেন। (সূরা-আন্ নিসা ঃ ১)

হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করিতে থাক এবং সরল সোজা কথা বল; (আল্লাহ্ পাক) তোমাদের কার্য সকল সংশোধন করিয়া দিবেন এবং তোমাদের সকল গোনাহ্ মাফ করিবেন। বস্তত যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের কথা মানিয়া চলিবে, সে নিশ্চয়ই মহা-সফলতা লাভ করিবে। (সূরা-আল আহ্যাব (৯ ঃ ৭০-৭১)

সূরা-আহ্যাবের দু'টি আয়াতকে অর্থের পূরক হিসাবে একত্রে পাঠ করিতে হয়, কাজেই হাদীসের পুস্তকে একত্রে লিখা হইয়াছে। প্রত্যেক দু'আ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে যাহাতে কবুল হয় সেই জন্য দু'আর প্রথমে ও শেষে দরুদ ও সালাম পাঠ করা উচিত, কাজেই খুত্‌বার শেষে দরুদ যাহা সকলেই নামাযে পাঠ করেন এবং সালাম-সূরা আস্-সাফ্‌ফাতের ৫ম রুকুর শেষ তিন আয়াত সংযোজিত হইয়াছে। নামায মজলিসের শেষে উল্লিখিত আয়াত পাঠ করার অনেক ফযীলাত হাদীসে বর্ণনা করা হইয়াছে। খুত্‌বা পাঠের পর সময় ও সুযোগ থাকিলে বিবাহ-শাদী সম্পর্কে আরও হাদীসের বর্ণনা বা ওয়ায করা যেতে পারে।

খুত্‌বা পাঠ ও ইজাব কবুল হওয়ার পর সংক্ষিপ্ত দু'আ মাসুরা ঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ

অথবা সময় ও সুযোগ বুঝিয়া নিজের ভাষায় আন্তরিক বিস্তৃতভাবে দু'আ করিবেন কিন্তু দু'আ এত লম্বা করা (যেমন অনেকে ফাতিহা পাঠের সময় এবং দরুদ ও সালাম মিলাদ মাহফিলের ন্যায় সমবেত কণ্ঠে সূর করিয়া অশুদ্ধ উচ্চারণে পাঠ করা উচিত নহে। কোন কাজেই যাহাতে 'রিয়া'র গন্ধ না থাকে সে বিষয়ে বিশেষ খেয়াল রাখিতে ও সাবধান থাকিতে হইবে।

দরুদ ও সূরা-আস্ সাফ্‌ফাতের তিনটি আয়াতের বঙ্গানুবাদ ঃ হে আল্লাহ্ ! মুহাম্মদ (সা.) এর উপর তাঁহার বংশধরগণের (তথা সমস্ত উম্মতের) উপর রহমত পাঠাও যেরূপ রহমত ইব্‌রাহীম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর পাঠাইয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও অতিশয় সম্মানিত। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা.) এ-র উপর ও তাঁহার বংশধরগণের উপর বরকত পাঠাও যেরূপ বরকত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁহার বংশধরগণের উপর পাঠাইয়াছিলেন। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও অতিশয় মহিমান্বিত।

www.pathagar.com

সব মহিমা তোমার প্রভূর, যিনি গৌরবান্বিত প্রভূ, তিনি উহা হইতে মুক্ত যাহা ইহারা (কাফিররা) তাঁহার প্রতি আরোপ করে; আর রাসূলদের উপর সালাম (শান্তি) বর্ষিত হউক; এবং সব প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি জগত সমূহের প্রভূ। (সূরা-আস্ সাফ্‌ফাত ঃ ৫)।

বিবাহের ফলাফল

জায়িয বিবাহ দ্বারা আইনগত যে সমস্ত উপকার বা অধিকার লাভ করা যাইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ

১. শরী'আতের নিয়মানুযায়ী স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর মিলনের দ্বারা আনন্দ ভোগ ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

২. সহবাসের দ্বারা যে সমস্ত সন্তান পয়দা হইবে তাহা তাহাদের ঔরসজাত সন্তান বলিয়া গণ্য হইবে।

৩. স্ত্রী তাহার মহর পাইবার অধিকার লাভ করিবে।

৪. স্ত্রীর ও তাহার নাবালিগ সন্তানের পোশাক বাসস্থানের ও মান-ইয্‌যত্-আব্‌রু রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বভার স্বামীর উপর বর্তাইবে।

৫. স্ত্রীর সহিত যাবজ্জীবন সদ্ব্যবহার স্বামীর কর্তব্য হইবে।

৬. স্ত্রীকে আল্লাহ্ ও রাসূলের পূর্ণ অনুগত্যের পর স্বামীর পূর্ণ অনুগত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

৭. স্বামীর গৃহ ও গার্হস্থ্য বিষয়াদির রক্ষণাবেক্ষণ ও সন্তান পালন স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব হইবে।

৮. স্বামীর শরীর ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং মান-ইয্‌যাত রক্ষা করা স্ত্রীর কর্তব্য ও দায়িত্ব হইবে।

৯. স্বামী স্ত্রী নিজেদের গুপ্ত অঙ্গের ব্যবহার কখনই স্বামী স্ত্রী সহমিলন ব্যতিরেকে অন্য কোথাও করিতে পারিবে না। ইহা সম্পূর্ণ হারাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে।

১০. স্বামী স্ত্রী একে অন্যের গোপন ভেদ রক্ষণ এবং নিজ নিজ সততা ও সতীত্ব রক্ষণের অঙ্গিকার আবদ্ধ থাকিবে।

১১. স্বামী স্ত্রী একে অন্যের ও নিজ সন্তান সন্ততির উত্তরাধিকারী হইবে।

১২. স্বামী স্ত্রীর ও স্ত্রী স্বামীর সমস্ত মুহাররম আত্মীয়গণকে নিকাহ্ করিতে পারিবে না।

১৩. স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর বা তালাকের পর ইদ্দত পালন না করিয়া অন্যত্র নিকাহ্ করিতে পারিবে না।

১৪. আকিলা বালিগা স্ত্রী যাহার সহিত নির্জ্জন মিলন হইয়াছে তাহার জন্য স্বামীর মৃত্যুর পর বা বাইন তালাকের পর 'শোক' প্রকাশ করা ওয়াজিব হইবে।

১৫. বিবাহের দ্বারা স্ত্রীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হইবে না। স্বামী স্ত্রী নিজ নিজ সম্পত্তির বা মালের মালিক থাকিবে, একে অন্যের মাল ও সম্পত্তিতে অন্যায় হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

www.pathagar.com

রেযায়াত্ বা শিশুকে দুধ পান করান

১. প্রত্যেক মাতার উপর দুই বৎসর অথবা ইমাম আ'যম (র.) -এর মতে আড়াই বৎসর বয়স পর্যন্ত তাহার নিজ সন্তানকে দুধ পান করান ওয়াজিব। ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতিত দুধপান না করাইলে গুনাহ্গার হইতে হইবে।

২. দুই বা আড়াই বৎসর বয়সের পর এক ফোটা দুধও পান করান হারাম। কাজেই সন্তানের বয়স-জন্মদিন সম্পর্কে মা বাপকে সজাগ থাকিতে হইবে। সাবধান যে দিন শিশু পয়দা হইয়াছে সেই দিন হইতে যে দিন দুই বা আড়াই বৎসর (চন্দ্র মাস) ধরিয়া পূর্ণ হইবে সেই দিন সন্ধার পর যেন সন্তানের মুখে আর মায়ের দুধ দেওয়া না হয়।

৩. সন্তান সবল ও অন্য খাদ্য গ্রহণ করিবার উপযোগী ও অভ্যস্ত হইলে দুই বৎসরের পূর্বেও মায়ের দুধ ছাড়াইতে পারা যাইবে এবং ইহাতে কোন গুনাহ্ হইবে না।

৪. মায়ের অসুখের দরুন অথবা অন্য কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিলে অপর কোন মেয়েলোকের দুধ পান করান যেতে পারে। কিন্তু শিশুকে দুধপান করাইবার ও লালন পালন করিবার জন্য সন্তানের পিতাকে দস্তুর মত মজুরী বা বখশিশ দিতে হইবে, যদি দাবী করে।

৫. অন্য কাহারও শিশুকে দুধ পান করাইবার জন্য স্বামীর অনুমতি লইতে হইবে, বিনা অনুমতিতে কোন স্ত্রীলোক অন্যের শিশুকে দুধ দিতে পারিবে না। অবশ্য যদি কোন শিশু দুধের জন্য ছটফট করিতে থাকে এবং দুধ না পাইয়া মরিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হয় তবে স্বামীর বিনা অনুমতিতে দুধ পান করাইয়া শিশুর জীবন বাঁচাইতে হইবে।

৬. দুই বা আড়াই বৎসর বয়সের মধ্যে শিশু যদি অন্য কোন জীবিতা বা মৃতা, কুমারী বা বিবহিতা মেয়েলোকের দুধপান করে বা তাহার গলায় (হুলকুমে) দুধ প্রবেশ করানো হয় তবে সেই মেয়েলোক সেই শিশুর দুধ মা হইবে ও তাহার স্বামী দুধ বাপ হইবে। এবং তাহাদের ছেলে মেয়েরা ঐ শিশুর দুধ ভাই বা দুধ বোন হইয়া যাইবে।

নসবের (রক্তের) দিক দিয়া যাহাদের সঙ্গে বিবাহ করা হারাম, দুধের দিক দিয়াও সেই সব রেশতাদারদের সঙ্গে বিবাহ করা হারাম হইয়া যাইবে। অন্য মায়ের একাধিক শিশু কোন এক মেয়েলোকের যে কোন সময়ে একই দিন বা ২/৫ বৎসর পরে, দুধ পান করিলে তাহারাও পরস্পর দুধ ভাই বা দুধ বোন হইয়া যাইবে ও বিবাহ হারাম হইবে।

৭. যদি শিশুকে পানির সহিত বা গরু বকরীর দুধের সহিত কিম্বা ঔষধের সহিত কোন মেয়েলোকের দুধ মিশ্রিত করিয়া পান করানো হয় এবং মেয়েলোকের দুধ বেশী বা সমান সমান হয় তবেই রেশ্তা বা রেযায়াত প্রমাণিত হইবে ও বিবাহ হারাম হইবে। কিন্তু পরিমাণ কম হইলে দুধের রেশতা কায়েম হইবে না ও বিবাহ হারাম হইবে না।

৮. দুধের রেশতা কায়েম হওয়ার জন্য দুই বা আড়াই বৎসর বয়সের মুদ্দত ও দুধ গলার মধ্যে (হলকূম) প্রবেশ শর্ত করা হইয়াছে, কাজেই আড়াই বৎসর বয়সের পরে কোন সন্তান বা কোন পুরুষ কোন মেয়েলোকের দুধ পান করিলে বা স্বামী নিজ স্ত্রীর দুধ পান করিলে স্ত্রী মা হইবে না, বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে না ও দুধের রেশতা কায়েম হইবে না। সেইরূপ দুধ যদি কেবল মুখের মধ্যে দেয় হলকূমে না পৌছে তাহাতে ও দুধের সম্পর্কে স্থির হইবে না ও বিবাহ হারাম হইবে না।

www.pathagar.com

৯. দুই বা আড়াই বৎসর বয়সের পর কোন মানুষের দুধ পান করা সম্পূর্ণ হারাম। মানুষের দুধের দ্বারা কোন ঔষধ তৈয়ার করা জায়িয নহে ও উহা খাওয়া বা ব্যবহার করাও জায়িয্ নহে। শিশুকে পান করান ছাড়া স্ত্রীলোকের দুধ দ্বারা কোন প্রকার লাভবান হওয়া বা নিজের কাজে ব্যবহার করা হারাম।

১০. কমপক্ষে দুইজন বিশ্বস্ত দীনদার পুরুষ অথবা একজন দীনদার পুরুষ ও দুইজন দীনদার স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য ব্যতীত দুধের রেশতা প্রমাণিত হইবে না এবং বিবাহ হইয়া থাকিলে উহা হারাম বা বাতিল হইবে না। অবশ্য সন্দেহের ক্ষেত্রে বিবাহ না করাই উত্তম।

কাবীননামা (বিবাহের চুক্তি ও অঙ্গীকার পত্র)

আমাদের দেশে মুসলিম বাদশাহ্দের আমল হইতেই কাবীননামা লিখার রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। ১৯৩৫ ইং সালে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে তাফবীজ তালাক রেজিষ্ট্রেরী করার বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে এবং ১৯৬১ ইং সালে পাকিস্তান শাসন আমলের মুসলিম পারিবারিক আইনের নিকাহ্-নামার ২০ নং দফায় বিবাহের দলিল সম্পর্কে উল্লেখ থাকিলে ও বিবাহ রেজিষ্ট্রেরীর নিয়ম অসম্পূর্ণ ও পদ্ধতি ত্রুটি পূর্ণ থাকার দরুন নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারগণ পাত্রের স্বীকৃতি বা কোন লিখিত দলীল বা অঙ্গীকার পত্র না লইয়াই নিকাহ্-নামার ১৭/১৮ কলামে ইচ্ছামত তাফবীজ তালাকের ক্ষমতা 'স্বামী স্ত্রীকে অর্পন করিয়াছেন' লিখিয়া আসিতেছেন এবং এইরূপ দলীল (নিকাহ্-নামা) বা জাল দলিলের বলে গত ১৯৬১ ইং সাল হইতে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ কোন লিখিত তালাক-নামা না লইয়াই "স্বামীকে তালাক দিয়াছি" উল্লিখিত তালাকের নোটিশ ফরমে স্ত্রীর টিপ সহি লইয়া বহু মুসলমান স্ত্রীলোকের নাজায়িয্ তাফবীজ তালাক করাইয়াছেন ও কেহ কেহ এখনও করাইতেছেন। অতীব দুঃখের বিষয় এইরূপে (কোন অঙ্গীকার পত্র বা দলীল না লইয়াই ইচ্ছামত তাফবীজ তালাকের ক্ষমতা অর্পন করা যে সম্পূর্ণ নীতি বিরুদ্ধ তাহা কেহই চিন্তা করিয়াও দেখিতেছেন না।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তালাক-বিবাহ বিচ্ছেদ

বিবাহ বিচ্ছেদ-তালাক এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা ও অপকারীতা

পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

অতঃপর যখন তাহাদের ইদ্দত পূর্ণ হইবার সময় হয় তখন তাহাদিগকে হয় সঙ্গতভাবে রাখিয়া দাও, না হয় সঙ্গতভাবে বিদায় করিয়া দাও এবং তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন উপযুক্ত ন্যায়বান লোককে সাক্ষী করিয়া রাখ এবং আল্লাহ্‌র খাতিরে সাক্ষ্য ঠিক ভাবে দিও।(সূরা তালাক ঃ ২)

وَ اِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ وَ كَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا

এবং যদি উভয়ে (স্বামী-স্ত্রী) আপোষে পৃথক হইয়া যায়, আল্লাহ্ আপন প্রাচুর্যে প্রত্যেককের অভাব দূর করিয়া দিবেন এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসা ঃ ১৩০)

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْسَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَلَاتُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ وَلَاتَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

এবং যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে (অস্থায়ী) তালাক দাও, এবং তাহারা ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তাহাদিগকে বিধি মতে বহাল কর, অথবা তাহাদিগকে ভালভাবে বিদায় করিয়া দাও এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করার জন্য জোর করিয়া ধরিয়া রাখিও না, যে ব্যক্তি তাহা করিবে সে নিজেরই ক্ষতি করিবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশকে হাসি তামাশার জিনিস করিও না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমতের কথা স্মরণ রাখিও এবং তোমাদের প্রতি কিতাব ও বিজ্ঞান যাহা নাযিল করিয়াছেন, তাহা দ্বারা তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দেন। এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, জানিয়া রাখ যে, আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময়। (সূরা বাকারাহ্ ঃ২৩১)

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইরশাদ করেছেন ঃ

www.pathagar.com

اَبْغَضُ الْحَلاَلِ اِلَى اللّٰهِ الطَّلاَقُ

হালাল কার্যসমূহের মধ্যে তালাকের চেয়ে অপ্রিয় কাজ আল্লাহ্‌র নিকট আর কিছুই নাই।

تَزَوَّجُوْا وَلاَ تُطَلِّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لاَيُحِبُّ الذَّوَّاقِيْنَ وَالذَّوَّاقَاتِ

তোমরা বিবাহ কর কিন্তু তালাক দিও না; কেননা যে পুরুষ বা স্ত্রীলোক অনেক জায়গায় স্বাদ গ্রহণ করে তাহাকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না।

اَيُّمَا اَمْرَاَةٍ سَاَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقاً فِىْ عَبْدِ مَابَاْس فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

যে মেয়েলোক একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নিজে ইচ্ছা করিয়া স্বামীর নিকট তালাক চাহিবে তাহার জন্য বেহেশ্‌তের সুগন্ধ হারাম হইবে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইহা স্পষ্টভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারা যায় যে যখন বিবাহের আসল উদ্দেশ্য ইহকাল ও পরকালের সুখ শান্তি লাভ করা-কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না তখন ঐ বিবাহ বন্ধন আল্লাহ্‌র দেওয়া সুব্যবস্থা মতে ছিন্ন করিতে পারিবে। স্বামী স্ত্রী যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে অর্থাৎ একে অন্যের হক্ হুকুক আদায় করিতে পারিতেছে না বলিয়া দৃঢ় আশঙ্কা হয় তখনই শরী'আত তাহাদিগকে আপোষে অথবা এক তরফা বিচ্ছেদ ঘটাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছে। কিন্তু বিশেষ কারণে তালাক দিতে বা লইতে হইলে তাহা যেন রাগের বশবর্তী হইয়া বা গালাগালি করিয়া দিবে না, হায়িয্ নিফাস বা গর্ভ অবস্থায় দিবে না এবং এক সঙ্গে তিন তালাক বা দুই তালাকও দিবে না। পাক অবস্থায়-যে তহুরে স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করে নাই সেই তহুরে দুইজন ভাললোককে সাক্ষী রাখিয়া মাত্র একবার মুখে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া তালাক দিবে এবং তালাকের পর তিন মাস বা তিন হায়িয্ বা তিন তহুর ইদ্দত পর্যন্ত নিজ বাড়ীতে পৃথক গৃহে রাখিয়া খোরপোষ দিবে। ইদ্দতকাল অতিবাহিত হইয়া গেলে স্ত্রীকে সদয়ভাবে বিদায় করিয়া দিবে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সমাজ তালাকের উদ্দেশ্যের ও নিয়মাদির পূর্ণজ্ঞান ও দেশে প্রচলিত আইন ও অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল না থাকায় মনে ধারনা ও প্রচার করেন যে স্ত্রীকে তালাক দিতে হইলে তিন তালাক দিতেই হইবে বা তিন মাসে তিন তালাক না দিলে বিবাহ বিচ্ছেদই হইবে না এবং তালাক প্রদান যে প্রকারেই হউক ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, রাগের বশবর্তী হইয়াই হউক বা অন্যের কুমন্ত্রণার বা প্রতারণার ফলেই হউক একবার 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করিলেই স্ত্রী আর স্বামীর বাড়ীতে এক মূহূর্ত থাকিতে পারিবে না, সমাজের নিকট স্বামী স্ত্রী আর কখনই পুনঃ মিলিত হইতে পারিবে না, যদি 'হালালা' করা না হয় - অর্থাৎ স্ত্রীকে অন্যের সঙ্গে নিকাহ্ দিয়া তাহাদের মধ্যে একবার সহবাস হওয়ার পর তালাক দেওয়াইয়া তথা কথিত ইদ্দত একমাস অথবা তিন মাস দশ দিন ? অতিবাহিত না হইলে প্রথম স্বামী ঐ স্ত্রীকে কিছুতেই ঘরে লইতে পারিবে না। তিন তালাক দেওয়া যে কুরআন হাদীসের বরখেলাফ ও শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম অর্থাৎ বড় গুনাহের কাজ ইহা তাহারা কিছুতেই মানিতে চায় না।

যদি কেহ এই নিয়ম পালন না করিয়া ঐ স্ত্রীকে লইয়া থাকে তবে তাহাকে সমাজে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহাদের সঙ্গে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া এমন কি মসজিদে নামায পড়িতে

www.pathagar.com

দেওয়া হয় না। ফলে কেহ ইসলাম ধর্মে তাহার স্থান নাই মনে করিয়া বিধর্মী হইতেছে, কেহ পাগল হইতেছে আবার কেহ নিজ সমাজ হইতে বাহির হইয়া আহলে হাদীস হইয়া ঐ স্ত্রীকে লইয়া ঘর করিতেছে। উপরন্তু বিধর্মীরা এই 'হালালা' করাকে লইয়া ইসলামের নামে কলঙ্ক লেপনের অপচেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

আজকাল আলিম-জাহিল জ্ঞানী-মূর্খ সমাজের প্রায় সব শ্রেণীর মুসলামান বিবাহ তালাক, ইদ্দত ইত্যাদি বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের আইনকে খেল তামাশার জিনিসে পরিণত করিয়াছে। দেশে একটি সুষ্ঠু মুসলিম পারিবারিক (ব্যবস্থাপনা) আইনও চালু নাই। ফলে আমাদের পারিবারিক জীবনে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা, অশান্তি-দুর্দশা এবং দুর্নীতি চরম আকারে দেখা দিয়াছে।

যাহাতে প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারী আল্লাহ্ ও রাসূলের দেওয়া পারিবারিক আইন সম্পর্কে সহজেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে ও দেশে একটি সুষ্ঠু মুসলিম পারিবারিক (ব্যবস্থাপনা) আইন জারি করা হয় ইহার জন্য আইন মন্ত্রনালয় ও উলামায়ে কেরামদের সকলেই চেষ্টা করা অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।

তালাক প্রদানের শর্তসমূহ

১. তালাক দাতাকে বালিগ হইতে হইবে।

২. আকেল বোধ-জ্ঞান সম্পন্ন হইতে হইবে।

৩. তালাক দেওয়ার (অর্থাৎ নিজ স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত করার) সম্পূর্ণ ক্ষমতা স্বামীকে দেওয়া হইয়াছে, স্ত্রীকে নহে।

৪. বিবাহের ন্যায় তালাকও সাধারণ অতীত কালের বা বর্তমান কালের শব্দ দ্বারা দিতে হইবে, ভবিষ্যত কালের শব্দ ব্যবহার করিলে তালাক হইবে না।

৫. 'ইন্‌শা আল্লাহ্ তালাক দিলাম' বা 'খোদা চাহেত তালাক দিলাম' বলিলে তালাক হইবে না।

৬. পরিষ্কার একার্থবোধক শব্দের দ্বারা তালাক দিলে তালাক দেওয়ার নিয়াত থাকুক বা না থাকুক, এমনকি হাসি ঠাট্টারূপে বলিলেও তালাক হইয়া যাইবে। অতএব –

ক. নাবালিগ বা প্রকৃত পাগল স্বামী তালাক দিলে তালাক হইবে না।

খ. ঘুমন্ত স্বামীর মুখ দিয়া যদি 'স্ত্রীকে তালাক দিলাম' বা 'আমার স্ত্রীকে তালাক' কথা বাহির হয় তবে ইহাতে তালাক হইবে না।

গ. স্ত্রী নিজে স্বামীকে তালাক দিতে পারে না কারণ তাহার হাতে তালাক দিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। স্বামী যদি তালাক দেয় আর স্ত্রী যদি গ্রহণ না করে তবুও তালাক হইয়া যাইবে।

ঘ. তালাক দিব বলিলে তালাক হইবে না। যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে তুমি অমুক কাজ করিলে বা বাপের বাড়ী গেলে তোমাকে তালাক দিয়া দিব, এইরূপ বলিলে স্ত্রী সেই কাজ করুক বা না করুক, তালাক হইবে না।

ঙ. যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে "ও তালাকী" বলিয়া ডাকে, তবে তাহাতেও তালাক হইয়া

www.pathagar.com

যাইবে, যদি ও হাসি ঠাট্টারূপে এইরূপ বলে। (বেহেশতী জেওর)।

চ. অত্যাচার করিয়া বা মারিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইয়া কেহ স্বামীর মুখ হইতে 'আমার অমুক, স্ত্রীকে তালাক দিলাম' বলাইলে তালাক হইয়া যাইবে।

ছ. নেশা পান করিয়া মাতাল হইয়া, রাগে অধীর হইয়া তালাক দিলেও তালাক হইয়া যাইবে।

স্বামী কর্তৃক তালাক

ক. তালাকের প্রকার ঃ

১. রাজয়ী (প্রত্যাহারের ক্ষমতা বিশিষ্ট)

২. বাইন মুখাফ্ফাফা - পৃথকীকরণ বিচ্ছেদ; প্রত্যাহারের ক্ষমতা রহিত কিন্তু তাজদীদে নিকাহ্ পুনঃ বিবাহ, করিতে পারিবে।

৩. বাইন মুগাল্লাযা অতি নিকৃষ্ট পৃথকীকরন তালাক, প্রত্যাহারের ক্ষমতা রহিত এবং তাজদীদে নিকাহ্ও করিতে পারিবে না।

খ. যে যে পদ্ধতিতে তালাক দিতে বা বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারে ঃ

১. আহ্সান
২. হাসান
৩. বিদ্আত্
৪. 'সারীহ্' শব্দ দ্বারা
৫. 'কেনায়া' শব্দ দ্বারা
৬. ঈলা এবং
৭. যিহার।

১. আহ্সান (অতি উত্তম) নিয়মে তালাক দেওয়া-যে স্ত্রীর সহিত সহবাস হইয়াছে সেই স্ত্রীকে একান্ত বাধ্য হয়ে তালাক দিতে হইলে-যে তহুরের (দুই হায়িযের মধ্যবর্তী কালে পবিত্র থাকা অবস্থার) মধ্যে তাহার সহিত সঙ্গম করা হয় নাই, সেই পাক থাকা কালে স্ত্রী স্বয়ং সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া, একার্থবোধক সাধারণ অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা, যথা "আমি তোমাকে তালাক দিলাম", স্ত্রী সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলে "আমি আমার স্ত্রী (নাম) কে তালাক দিলাম" মুখে একবার মাত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া তালাক দিবে। অতঃপর স্ত্রীকে পৃথক গৃহে রাখিয়া তিন তহুর বা তিন মাস অথবা গর্ভবতী সময়ের মধ্যে সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত ভরণ পোষণ চলাইবে। এই সময়ের মধ্যে উক্ত স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিতে ও পুনরায় তালাক দিতে হইবে না।

এই নিয়মে তালাক দিলে মূখে "রাজয়ী তালাক দিলাম" বলুক বা না বলুক ইহা রাজ্য়ী তালাক হইবে।

স্ত্রী স্বামীর মন তুষ্ট ও আকৃষ্ট করিবার জন্য সাজসজ্জা করিতে এবং স্বামীর আনুগত্যের ওয়াদা, অপরাধ ক্ষমার ও তালাক প্রত্যাহারের অনুরোধ বা চেষ্টা করিতে বা করাইতে পারিবে। স্বামী ইচ্ছা করিলে বা ভবিষ্যতে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করিতে পারিবে মনে করিলে ইদ্দতের (বা তিন মাসের) মধ্যে তালাক প্রত্যাহার (রাজ্য়ী) করিয়া স্ত্রীকে

www.pathagar.com

নিজ গৃহে লইতে পারিবে। কিন্তু তিন মাসের (বা ইদ্দতের) মধ্যে তালাক প্রত্যাহার না করিলে এই রাজ্‌য়ী তালাকই বাইন মুখাফ্‌ফাফা তালাকে পরিগণিত হইবে, স্ত্রীকে ভদ্রোজনোচিত সদয় ভাবে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। স্ত্রী ইচ্ছামত বিবাহে বসিতে কিম্বা পৃথকভাবে জীবন যাপন করিতে পারিবে।

যে কুমারী স্ত্রীর সহিত সহবাস হয় নাই তাহাকে আহ্‌সান নিয়মে তালাক দিলেই বাইন তালাক হইবে, তালাক প্রত্যাহার করা চলিবে না, স্ত্রীকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। স্ত্রীকে ইদ্দত পালন করিতে হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র বিবাহ বসিতে পারিবে।

আহ্‌সান নিয়মে তালাক দিবার সময় বিশেষভাবে মনে রাখিতে হইবে যে, স্ত্রী যেন হায়িযা অবস্থায় না থাকে। আহ্‌সান তালাকের শর্তগুলি লঙ্ঘন করিয়া তালাক দিলে তাহা বাইন তালাক হইবে অর্থাৎ যদি যে তহুরে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে সেই তাহ্বারেই তালাক দেয় কিম্বা হায়িয অবস্থায় তালাক দেয় কিম্বা এক সঙ্গে দুইবার তালাক দেয় কিম্বা একবার মাত্র 'বাইন তালাক দিলাম' বলিয়া তালাক দেয় তবে তাহা 'বাইন মুখাফ্‌ফাফা' তালাক হইয়া যাইবে এবং স্ত্রীকে ইদ্দত কালের খোরপোষ দিয়া সদয়ভাবে বিদায় করিয়া দিতে হইবে। পুনরায় আর কোন তালাক দিবার প্রয়োজন হইবে না। স্ত্রী ইদ্দতান্তে অন্যত্র বিবাহ করিতে পারিবে। স্বামী স্ত্রী যদি উভয়ে সম্মত হয় ও ভবিষ্যতে মিল-মহব্বতের সঙ্গে জীবন যাপন করিতে পারিবে মনে করে তবে ইদ্দতকালের বা তিন মাসের মধ্যেই হউক কিম্বা ইদ্দত শেষ হওয়ার কয়েক দিন বা কয়েকমাস বা কয়েক বৎসর পরেই হউক, স্ত্রী অন্যকে নিকাহ্‌ না করিলে, তাহারা তাজদীদে নিকাহ্‌ (পুনঃ বিবাহ) করিয়া স্বামী স্ত্রীরূপে আবার বসবাস করিতে পারিবে। উভয়ের কোন এক পক্ষ (স্বামী বা স্ত্রী) রাজী না হইলে তাহাদের জীবনে আর পুনঃ মিলন সম্ভব হইবে না ও পুনরায় তালাকের প্রশ্নও উঠিবে না। যে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে প্রথম বার অথবা দ্বিতীয় বার রাজ্‌য়ী বা বাইন তালাক দিয়া পুনরায় রাজ'আত বা তাজদীদে নিকাহ্‌ করিয়াছে সেইক্ষেত্রে সে (স্বামী) যথাক্রমে আবার অবশিষ্ট দুইবার বা একবার তালাক দিবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু যদি প্রথম বার বা দ্বিতীয় বার তালাকের ইদ্দত শেষে স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করিয়া থাকে এবং ঐ দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর বা তালাকের পর ইদ্দতান্তে প্রথম স্বামীর সহিত আবার নিকাহ্‌ হয় তবে প্রথম স্বামী পুনরায় তিনবার তালাক দিবার অধিকার লাভ করিবে।

২. হাসান (উত্তম) যাহাকে কেহ কেহ সুন্নী বলিয়া থাকেন- এই নিয়মে যে কুমারী মেয়েলোকের সহিত সহবাস করা হয় নাই সেই স্ত্রীকে, পবিত্রা বা হায়িযা যে কোন অবস্থায়ই থাকুক, এক বার এক তালাক দিয়া বিদায় করিয়া দিতে হইবে।

যে মেয়েলোকের সহিত সহবাস করা হইয়াছে সেই স্ত্রীকে তিন তহুরে বা তিন মাসে প্রত্যেক তহুরে বা মাসে পাক অবস্থায় এক তালাক করিয়া তিন বারে তিন তালাক দিতে হইবে। ইহা 'তালাকে বাইন মুগাল্লাযা' হইবে। যদি কেহ ঐ স্ত্রীকে একবারেই বলে বা তোমাকে তিনটি হাসান বা সুন্নী তালাক দিলাম তবে প্রত্যেক তহুরে বা মাসে এক তালাক পড়িবে, মাসে মাসে তিনবার না বলিলেও তিন মাসে তিন তালাক হইয়া যাইবে। এক সঙ্গে তিন তালাকের নিয়াত করিলে তিন তালাকই (তালাকে মুগাল্লাযা) হইয়া যাইবে। ইদ্দতকালে (তিন মাসের মধ্যে) উক্ত স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হারাম। স্বামী উক্ত স্ত্রীকে নিজ বাড়ীতে রাখিতে বা পুনরায় তাজদীদে নিকাহ্‌ করিতে পারিবে না। ইদ্দত শেষে তাহাকে সদয়ভাবে বিদায় করিয়া দিতে হইবে।

www.pathagar.com

৩. বিদ্'আত (অতি নিকৃষ্ট)- আহসান ও হাসান নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া এক সঙ্গে তিন বা ইহার অধিক তালাক দেওয়াকে বিদ'আত বলা হয়। এইভাবে তালাক দিলে উহা বাইন মুগাল্লাযা তালাক হইবে এবং ইহা বড়ই গুনাহের কাজ অর্থাৎ হারাম। এক সঙ্গে তিন তালাক দিবার কোনই প্রয়োজন করে না। নবী করিম (সা.) এভাবে তালাক দেওয়ার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন।

হজরত উমর (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হইয়াছে যে একই সময় তিন তালাক দাতা ব্যক্তিকে তিনি (চাবুক মারিয়া) কঠিন শাস্তি দিতেন। কাজেই ইহা শুধু হারামই নয় শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে। এইরূপে তালাক দেওয়া হইতে সকলকে অত্যন্ত সাবধান থাকিতে হইবে।

৪. সারীহ্ ঃ পরিষ্কার একই অর্থ প্রকাশক শব্দ প্রয়োগে তালাক দেওয়া। যেমন কেহ তাহার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল 'আমি তোমাকে তালাক দিলাম' বা স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বলিল 'আমি আমার স্ত্রী ... কে তালাক দিলাম'। যদি স্ত্রীকে বলে যে 'তোমার মাথাকে তালাক,' 'তোমার শরীরকে তালাক,' 'তোমার মুখকে তালাক দিলাম,' ইত্যাদি যাহার দ্বারা পরিষ্কার পূর্ণাঙ্গ স্ত্রীকেই বুঝাইবে, ইহাতে এক তালাক রাজয়ী হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি বলে যে 'তোমার হাতকে বা পাকে বা পেট বা পিঠকে তালাক দিলাম' তবে তালাক হইবে না।

যদি কেহ নিজ স্ত্রীকে 'তোমাকে বাইন (পৃথকীকরণ) তালাক দিলাম' বা 'তোমাকে নিকৃষ্ট তালাক দিলাম' বা 'বিদয়াত তালাক দিলাম' বা 'তোমাকে শয়তানের তালাক দিলাম' বলিয়া তালাক দেয় ও তিন তালাকের নিয়াত করে তবে তিন তালাকই (তালাকে মুগাল্লাযা) হইবে কিন্তু তিন তালাকের নিয়াত না করিলে এক তালাক বাইন হইবে।

যদি কেহ নিজ স্ত্রীকে এক সঙ্গেই 'তিন তালাক' বা তিন বারে 'তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক, তোমাকে তালাক' বলিয়া তালাক দেয় অথবা 'তোমাকে এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক দিলাম' বা তোমাকে দশ তালাক বা হাজার-তালাক দিলাম বলে তবে তিন তালাকের নিয়াত না করিলেও তালাকে মুগাল্লাযা হইয়া যাইবে। কিন্তু স্ত্রী যদি কুমারী হয় (অর্থাৎ তাহার সহিত সহবাস করা হয় নাই) এবং তাহাকে বলা হয় 'তোমাকে এক তালাক দিলাম, দুই তালাক দিলাম, তিন তালাক দিলাম' তবে ইতিপূর্বেই সাবধান করা হইয়াছে- কেহ যেন এক সঙ্গে তিন তালাক না দেয়, ইহা বড় গোনাহ এর কাজ।

৫. 'কেনায়া' শব্দ দ্বারা তালাক-যে শব্দের অর্থ পরিষ্কার নহে, একাধিক অর্থের সম্ভাবনা থাকে-তালাকের অর্থও হইতে পারে অন্য অর্থও হইতে পারে এইরূপ কথার দ্বারা তালাক দেওয়া। যেমন ঃ বাহির হইয়া যা, দূর হয়ে যা, চলে যা, তোকে ত্যাগ করলাম, তোকে বাহির করে দিলাম, যা বাপের বাড়ী চলে যা, অন্য স্বামী খোঁজ কর ইত্যাদি- যদি রাগের বা ঝগড়ার সময় বা তালাকের কথাবার্তা চলা কালে এই কথা বলে এবং এক বা দুই তালাকের নিয়াত করে তবে এক তালাক বাইন অর্পিত হইবে আর যদি তিন তালাকের নিয়্যাত করে তবে মুগাল্লাযা তালাকই হইয়া যাইবে। সাবধান! তালাক দিয়া স্ত্রীকে চড় মারা ন্যায় মনে করা বা ইহাকে খেল তামাশারূপে ব্যবহার করা বড়ই গোনাহ এর কাজ।

৬. নিজ স্ত্রীর সহিত সহবাস না করার কসম খাওয়ার দরুন তালাক। শরী'আতে ইহাকে 'ঈলা' বলা হয়। যদি কোন আকিল বালিগ স্বামী কসম খাইয়া বলে যে আল্লার কসম আমি আর আমার স্ত্রীর সহিত সহবাস করিব না কিম্বা স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বলে আল্লাহ্‌র কসম! আমি

www.pathagar.com

তোমার সঙ্গে সহবাস করবো না "আল্লাহ্‌র কসম আমি আর তোমার সঙ্গে সহবাস করবো না' অথবা 'আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমার সাথে চার মাস (বা ছয় মাস বা এক বৎসর সহবাস করবো না' - এইভাবে কসম খাওয়ার পর যদি চারি মাসের মধ্যে সহবাস না করে তবে চারি মাস (যে দিন কসম খাইয়াছে সেই দিন মাগরিব সন্ধা হইতে ত্রিশ দিনে একমাস গননা করিয়া ১২০ দিন) শেষ হইলেই স্ত্রীর উপর বাইন তালাক পড়িবে। স্ত্রী অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিবে ও ইদ্দতান্তে অন্য বিবাহ বসিতে পারিবে। আর যদি স্বামী চারি মাসের মধ্যে সহবাস করে তবে তালাক পড়িবে না কিন্তু কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

চার মাসের কম সময়ের জন্য কসম খাইলে ঈলা হইবে না। স্ত্রীর উপর তালাকও পড়িবে না কিন্তু যত দিনের জন্য কসম খাইয়াছে ততদিনের পূর্বে সহবাস করিলে কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

কসম খাওয়ার দরুন প্রথমবার বাইন তালাক হইয়া যাওয়ার পর যদি স্বামী স্ত্রী পুনরায় রাযী হইয়া তাজদীদে নিকাহ্ করে এবং যদি চার মাসের অধিক কালের জন্য অথবা হামেশার জন্য (অর্থাৎ-'আর কখনও সহবাস করিব না-' বলিয়া) কসম খাইয়া থাকে তবে তাজদীদে নিকাহ্ করার পর সহবাস করিলে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হইবে। কিন্তু যদি তাজদীদে নিকাহ্ করার পরও পুনরায় চারি মাসের মধ্যে সহবাস না করে তবে চারি মাসের পর আবার দ্বিতীয় বার বাইন তালাক পড়িবে। ইহার পরও যদি পুনারায় তাজদীদে নিকাহ্ করার পর সহবাস করে তবুও কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে. সহবাস না করিলে চার মাসের পর পুনরায় তৃতীয় বার তালাক পড়িবে এবং এই তালাক মুগাল্লাযা হইয়া যাইবে. স্ত্রীকে আবার তাজদীদে নিকাহ্ করা চলিবে না। কসমের কাফ্‌ফারাও দিতে হইবে না যদি উক্ত স্ত্রীলোককে জীবনে আর কখনও নিকাহ্ না করে। তৃতীয়বার তালাকের ইদ্দত পালনের পর স্ত্রী পুনরায় অন্য স্বামী গ্রহণ করিলে এবং এই দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যুর বা তালাকের পর ঐ প্রথম স্বামী পুনরায় তাহাকে নিকাহ্ করিলে. যেহেতু সে কখনও তাহার সহিত সহবাস করিবে না বলিয়া কসম খাইয়াছে সেহেতু কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা দিতেই হইবে. কিন্তু ঐ কসমের জন্য আর তালাক পড়িবে না যতদিনই সহবাস না করুক।

স্ত্রীকে রাজয়ী তালাক দেওয়ার পর ইদ্দতের (তিন মাসের) মধ্যে যদি কসম খায়. তবে ঈলা হইবে। যদি রাজ'আত (তালাক প্রত্যাহার) করে এবং সহবাস না করে তবে চার মাস পর বাইন তালাক বর্তিবে আর যদি সহবাস করে তবে কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

যে স্ত্রীকে প্রথম বার বা দ্বিতীয় বার বাইন তালাক দেওয়া হইয়াছে অথবা যে স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ হয় নাই যদি তাহার সহিত সহবাস না করার কসম খায় তবে 'ঈলা' হইবে না। কিন্তু ঐ স্ত্রীকে পুনরায় তাজদীদে নিকাহ্ বা বিবাহ করিয়া সহবাস করিলে কাফফারা দিতে হইবে। হামেশার জন্য (কখনও) সহবাস না করার পুনরায় তালাক বর্তিবে না।

আল্লাহ্‌র কসম না খাইয়া যদি নিজ স্ত্রীকে শুধু বলে যে 'যদি তোমার সঙ্গে সহবাস করি তবে তোমাকে তালাক' ইহাতেও ঈলা হইয়া যাইবে। সহবাস করিলে রাজয়ী তালাক হইবে. কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে না। সহবাস না করিলে চার মাস পরে বাইন তালাক হইবে।

কসম ভঙ্গের কাফ্‌ফারা -দশজন গরীব মিসকীনকে দুই বেলা আহার করাইতে হইবে অথবা প্রত্যেককে একজোড়া জামা কাপড় দিতে হইবে। যে ইহা করিতে অপরাগ হইবে তাহাকে

www.pathagar.com

ধারাবাহিকভাবে তিন দিন (যে যে রোযা রাখা হারাম সেই দিন গুলি বাদ দিয়া) রোযা রাখিতে হইবে।

৭. যিহার ঃ শরী'আতে যেহারের অর্থ-নিজের স্ত্রী বা স্ত্রীর কোন অঙ্গকে (যাহাতে পূর্ণ শরীর বুঝায়) নিজের মা অথবা অন্য কোন মাহ্‌রাম আত্মীয়ার সমতুল্য বলা। যেমন যদি কেহ তাহার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার নিকট আমার মা বা খালা বা বোনের সমতুল্য অথবা বলে যে তোমার পেট, পিঠ, বুক বা মাথা আমার মায়ের বা বোনের বা ফুফুর পেট, পিঠ, বুক বা মাথার মত ইহাতে যিহার হইবে।

যিহারের হুকুম এই যে, ঐ স্ত্রীর সহিত সহবাস করা হারাম হইয়া যাইবে। স্বামী যতদিন যিহারের কাফ্‌ফারা আদায় না করিবে ততদিন ঐ স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করা, চুমু খাওয়া বা কামভাবের সহিত স্ত্রীকে স্পর্শ করা বা সোহাগ পিয়ার করা হারাম। যদি কেহ কাফ্‌ফারা আদায় করিবার পূর্বে স্ত্রীর সহিত স্বেচ্ছায় বা ভুলে সহবাস করিয়া ফেলে তবে বড় গোনাহগার হইবে। এইরূপ ঘটিলে আল্লাহ্‌র নিকট ইস্তিগ্‌ফার ও তাওবা করিতে হইবে ও দৃঢ় সঙ্কল্প করিতে হইবে যে কাফ্‌ফারা না দিয়া আর কখনও এরূপ কাজ করিব না। কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্য্যন্ত স্ত্রীও স্বামীকে নিজের কাছে আসিতে দিবে না।

একাধিক বার অথবা একাধিক স্ত্রীর সহিত যিহার করিলে একাধিক কাফ্‌ফারা আদায় করিতে হইবে। যিহার করার সময় যদি তালাক দিবার নিয়াত করিয়া থাকে তবে এক তালাক বাইন হইবে। যদি তালাক দিবার বা পরিত্যাগ করিবার নিয়্যাত ছিল না শুধু সহবাস করাকে হারাম করিবার নিয়্যাত করিয়া থাকে তবে তালাক বা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইবে না। কিন্তু কাফ্‌ফারা আদায় না করিয়া সহবাস করিতে পারিবে না।[১]

যিহারের কাফ্‌ফারা-রোযা ভঙ্গের কাফ্‌ফারার মত অর্থাৎ- ধারাবাহিকভাবে ষাট দিন রোযা রাখিতে হইবে। মাঝখানে কোন রোযাই ছাড়িতে পারিবে না। রোযা শেষ হইবার আগের রাতে বা শেষ দিনেই স্বেচ্ছায় বা ভুলে স্ত্রী সহবাস করিয়া ফেলিলে পুনরায় প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ধারাবাহিকভাবে ষাট দিন রোযা রাখিতে হইবে। রোযা রাখার শক্তি না থাকিলে ষাট জন গরীব মিসকীনকে দুই বেলা আহার করাইতে হইবে অথবা প্রত্যেককে দুই সের করিয়া গম দিতে হইবে।

রুগ্ন ব্যক্তির তালাক

কোন ব্যক্তি পীড়িত অবস্থায় তাহার স্ত্রীকে তালাক দিলে তালাক হইয়া যাইবে। স্ত্রীকে রাজ্‌য়ী তালাক বা বাইন তালাক বা বিদ'আত তালাক যে কোন প্রকারেই তালাক দেওয়া হউক স্থির ইদ্দতের (তিন মাসের) মধ্যে স্বামী যদি সেই রোগেই মারা যায় তবে স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির ফারাইয্ অনুসারে নির্দিষ্ট অংশ পাইবে। কিন্তু স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হইয়া যাওয়ার পর যদি স্বামী সেই রোগে মারা যায় অথবা ইদ্দতের মধ্যে ভাল হওয়ার পরে আবার অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যায় তবে স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাইবে না।

যদি কোন রুগ্ন স্ত্রীকে স্বামী-রাজ্‌য়ী তালাক দেয় এবং স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যেই মারা যায় তবে স্বামী মৃতা স্ত্রীর ওয়ারিস হইবে। আর স্ত্রী যদি নিজেই তাহার রুগ্ন স্বামীর নিকট বাইন তালাক

১. উর্দূ তরজমা দুররুল মুখ্‌তার ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১০।

www.pathagar.com

চাহিয়া লয় বা খুলা বা তাফ্‌বীজ তালাক প্রয়োগ করে ও স্বামী সেই রোগেই মারা যায়। তবে স্ত্রী তাহার মৃত স্বামীর ওয়ারিস হইবে না।

শর্তের উপর তালাক

নিজের স্ত্রীকে যদি কেহ শর্ত সাপেক্ষে তালাক দেয় যেমন– স্ত্রীকে বলে 'যদি তুমি অমুক কাজ কর তবে তোমাকে তালাক', 'যদি ঐ ঘরে যাও তবে তোমাকে তালাক', 'যদি এক ওয়াক্ত নামাজ না পড় তবে তোমাকে তালাক', 'যদি আজ রোযা রাখ তবে তোমাকে তালাক', এইরূপ কোন স্পষ্ট শর্ত করিয়া তালাক দেয় তবে যখন শর্ত পূর্ণ হইবে তখন এক তালাক রাজয়ী হইবে।

যদি স্পষ্ট শব্দ ব্যবহার না করিয়া 'কিনায়া' অস্পষ্ট মূলক শব্দ ব্যবহার করে (যেমন-'যদি তুমি অমুক কাজ কর তবে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই', 'যদি তুমি অমুকের বাড়ী যাও তবে চলে যাও আর এ বাড়ীতে এসো না', 'যদি তুমি অমুক কাজ কর তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম', ইত্যাদি) তাহা হইলে ইহাতে এক তালাক বাইন হইবে।

যে শব্দ দ্বারা এখনই কোন কাজ করার অর্থ বুঝাইবে যেমন– স্ত্রী কোথাও যাইবার জন্য বাহির হইতেছে এমন সময় স্বামী বলিল এখন বাহিরে যাইও না, স্ত্রী মানিল না, স্বামী রাগান্বিত হইয়া বলিল 'যদি তুমি এখন বাহিরে যাও তবে তোমাকে তালাক' এ অবস্থায় স্ত্রী যদি বাড়ীর বাহিরে চলিয়া যায় তবে তালাক হইবে। কিন্তু অন্য সময়ে বা অন্য দিনে বাহির হইলে তালাক হইবে না।

নিজের স্ত্রীকে 'যদি ' শব্দ ব্যবহার করিয়া তালাক দেওয়ার পর পুনরায় ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে রুজয়াত বা ইদ্দত অন্তে 'তাজদীদে নিকাহ্' করিয়া গ্রহণ করার পর যদি স্ত্রী পুনরায় সেই কাজ করে তবে আর তালাক বর্তিবে না কারণ একবার সেই কাজ করার দরুণ শর্তের ক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য যদি শর্তের মধ্যে যতবার, যে কোন সময়, যখন যখন, যখনই শব্দ ব্যবহার করে, তবে একবার সেই কাজ করিলে এক তালাক হইবে, পুনরায় ইদ্দতের মধ্যে রাজআত বা ইদ্দত শেষে তাজদীদে নিকাহ্ করার পর যদি সেই কাজ করে তবে দ্বিতীয়বার তালাক হইবে। এইরূপে পুনরায় ইদ্দতের মধ্যে বা পরে পুনঃবিবাহের পর আবার সেই কাজ করিলে তৃতীয়বার তালাক বাইন মুগাল্লাযা হইয়া যাইবে। এখন আর ঐ স্ত্রীকে রুজআত বা তাজদীদে নিকাহ্ করিতে পারিবে না এবং শর্তেরও ক্রিয়া শেষ হইয়া যাইবে অর্থাৎ স্ত্রীর যদি দ্বিতীয় স্বামীর ঘর করার পর এই স্বামীর সহিত নিকাহ্ হয় তবে পূর্বের শর্তের আর কোন ক্রিয়া থাকিবে না-তখন আর সেই কাজ করিলে তালাক হইবে না।

স্বামী নিজের স্ত্রীকে বা যে স্ত্রী রাজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে আছে তাহাকে শর্তাধীন তালাক দিতে পারে, যেমন– যদি নিজ স্ত্রীকে বলে 'যদি আমি অন্য নিকাহ্ করি তবে তোমাকে তালাক', তাহা হইলে অন্য বিবাহ করিলেই প্রথম স্ত্রীর উপরই তালাক বর্তিবে। কিন্তু যে স্ত্রীকে বাইন তালাক দেওয়া হইয়াছে অথবা যে স্ত্রীলোকের সহিত এখনও বিবাহ হয় নাই তাহাকে যে কোন প্রকার তালাক দিলে তালাক হইবে না। অবশ্য যদি কেহ নিজের স্ত্রীকে বলে বা বিবাহের সময় চুক্তি করে যে আমি আর অন্য বিবাহ করিব না, যদি করি তবে তাহাকে তালাক; এইরূপ ক্ষেত্রে নূতন যাহাকেই বিবাহ করিবে তাহার উপর তালাক হইবে। একবার একজনের উপর তালাক হওয়ার পর তাহাকেই পুনরায় নিকাহ্ করিলে তাহার উপর আর তালাক হইবে না,

www.pathagar.com

কারণ শর্তের ক্রিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে।

উকিল দ্বারা তালাক

যদি কোন স্বামী তাহার স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য কোন আকিল বালিগ পুরুষকে উকিল নিযুক্ত করে এবং সেই উকিল তাহার পক্ষ হইতে তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় তবে তালাক সাব্যস্ত হইবে। যেমন পুত্র তাহার পিতাকে কিম্বা কোন মুরুব্বীকে বলিল 'আমি আপনাকে উকিল বানাইলাম, আপনি আমার পক্ষ হইতে আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়া দেন'। তালাকের মজলিসে উকিলকে ক্ষমতা দিলে, সেই মজলিসেই উকিল তালাক দিলে তালাক হইবে, মজলিস উঠিয়া যাওয়ার পর তালাক দিলে তালাক হইবে না। কিন্তু স্বামী যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তালাক দিতে বলে এবং উকিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলে যে আমি অমুকের উকিল স্বরূপ তুমি অমুকের স্ত্রী অমুক, তোমাকে তালাক দিলাম, তবে তালাক হইয়া যাইবে। উকিল তালাক দিবার পূর্বে স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকালতি বাতিল বা রদ করিয়া দিতে পারিবে। তখন উকিলের আর তালাক দিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তালাক দিলেও তালাক গন্য হইবে না।

আপোষে বিবাহ বিচ্ছেদ-খুলা ও মুবার্‌রাৎ

স্ত্রীর নিকট হইতে কিছু টাকা বা মাল লইয়া স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়াকে 'খুলা 'বলে। স্বামী নিজের হঠকারিতার দরুণ বা দেন মহর আদায় করিবার ভয়ে স্ত্রীকে তালাক দিতেছে না এবং স্ত্রী কিছুতেই স্বামীর অত্যাচারে তাহার সহিত বৈবাহিক জীবন যাপন করিতে পারিতেছে না, এইরূপ অবস্থায়, স্ত্রী মহরের বিনিময়ে বা কিছু মাল দিয়া বিবাহ বন্ধন ছুটাইয়া লইতে পারিবে। স্বামী মহর বা টাকা প্রদত্ত অলঙ্কার ফেরত না লইয়া ও স্ত্রীকে মুবার্‌রাৎ অর্থাৎ বিবাহ বন্ধন মুক্ত করিতে পারিরে। স্বামী বা স্ত্রী যখন আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে অর্থাৎ শরী'আতের বিধান অনুযায়ী কিছুতেই জীবন যাপন করিতে না পারে, সেক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদের- তালাক বা খুলার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। বিনা কারণে যেমন স্বামীর পক্ষে তালাক দেওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ সেইরূপ বিনা কারণে স্ত্রীরও তালাক চাওয়া অত্যন্ত গুনাহ। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে, বিনা দোষে যে মহিলা তাহার স্বামীর নিকট তালাক চায় তাহার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ হারাম হইয়া যায়; বিনা দোষে যে স্ত্রীলোক খোলা করে তাহার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশ্‌তাগণের ও সমস্ত মানুষের লা'আনত।

স্বামী তালাক দিলে, স্ত্রীর মহর বা যাহা কিছু স্ত্রীকে প্রদান করা হইয়াছে তাহা ফেরত লইতে পারে না সেইরূপ স্বামীর অন্যায় আচরণের দরুণ খুলা হইলে স্ত্রীর বা স্ত্রী পক্ষের নিকট হইতে টাকা-পয়সা লওয়া স্বামীর উচিত হইবে না। আর স্ত্রীর অন্যায় আচরণের জন্য যদি খোলা করা হয় তবে স্বামী স্ত্রীকে যাহা কিছু দিয়াছে তাহার বা মহরের প্রদত্ত অতিরিক্ত কিছু লওয়া বা দাবী করা মাকরুহ্।

পবিত্র কুর'আনের নির্দেশ ঃ

وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَّخَافَا اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ

www.pathagar.com

بِهِ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

এবং তাহাদিগকে (স্ত্রীগণকে) যাহা কিছু দিয়াছ, তাহা হইতে কিছু ফিরাইয়া লওয়া হালাল হইবে না , তবে যদি উভয়ে আল্লাহ্‌র হুকুম ঠিক রাখিতে পারিবে না বলিয়া ভয় করে এবং যদি তোমরা ভয় কর যে, উভয়ে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মানিয়া চলিতে পারিবে না, তবে স্ত্রী নিজকে মুক্ত করিবার জন্য কিছু ফিরাইয়া দিলে, উভয়ের কাহারও পাপ হইবে না। ইহাই আল্লাহ্‌র সীমারেখা। অতএব, ইহা অতিক্রম করিও না। এবং যাহারা আল্লাহ্‌র সীমালঙ্ঘন করিবে, তাহারাই অত্যাচারী। (সূরা বাকারা ঃ ২২৯)

বিবাহ যেমন একপক্ষের ইজাব ও অন্য পক্ষের কবুলের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে তদ্রূপ খুলা বা মুবাররাৎও ইজাব কবুল দ্বারা সম্পন্ন হইয়া যায়। যেমন– স্বামীর তরফ হইতে ইজাব হইলে- স্বামী বলিবে যে আমি তোমাকে/আমার স্ত্রী ওমুক কে অত টাকার/মহরের বিনিময়ে খুলা করিলাম, উত্তরে স্ত্রী বা তাহার উকিল আমি কবুল করিলাম বলিলেই খুলা সম্পন্ন হইয়া যাইবে।

স্ত্রী বা স্ত্রী পক্ষের তরফ হইতে ইজাব হইলে-স্ত্রী বা স্ত্রীর উকিল স্বামীকে বলিবে যে, আমাকে বা আমার মুয়াক্কালা ..... কে, (এত টাকা মহরের বিনিময়ে বা এত টাকা লইয়া) খুলা বা মুবাররাৎ করুন বা বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত করুন বা ছাড়িয়া দেন বা বিদায় দেন। ইহার উত্তরে স্বামী বলিবে যে, আমি তোমাকে/আমার স্ত্রী ..... কে খুলা করিলাম বা বিবাহ বন্ধন মুক্ত করিলাম(ইত্যাদি যে কোন ভাষায় যে কোনভাবে সাধারণ অতীত কালের ক্রিয়াশব্দ দ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে)। স্ত্রী স্বয়ং ইজাব বা কবুল না করিয়া দুইজন সৎলোকের সম্মুখে একজন পারহিয়গার লোককে বা নিজের আত্মীয়কে এই কাজের জন্য উকিল নিযুক্ত করিয়া সেই উকিল মারফত খুলা বা মুবাররাৎ সম্পন্ন করাইতে পারে। নির্দিষ্ট টাকা প্রদানের কথা থাকিলে তাহা পালন করিতে হইবে। কবুল করার পূর্বেই যদি কোন পক্ষ মজলিস হইতে চলিয়া যায় তবে খুলা হইবে না এবং টাকাও দিতে হইবে না।

স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিলে মহর ও খোরপোষ দিতে হইবে। কিন্তু খুলা করিলে (ইমাম আযম (র.) -এর মতে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-সম্পর্কীয় দেনা-পাওনা সব মাফ হইয়া যাইবে। স্বামী যদি পূর্ণ মহর আদায় করিয়াও থাকে আর খুলা করার সময় টাকা বা কোন জিনিস প্রদানের কথা না থাকে তবে কোন পক্ষই কিছু পাইবে না। কিন্তু স্ত্রীর ইদ্দতের খোরপোষ ও সন্তান পালনের খরচ স্বামীকে দিতে হইবে, যদি স্ত্রী উহা দাবী করে।

স্ত্রী বা স্ত্রীর উকিল যদি খুলার প্রস্তাব করে, স্বামী যদি সম্মত না হয় তবে খুলা হইবে না। কোন পাগল বা নাবালগ স্বামী খুলা করিলে খুলা হইবে না। অবশ্য এই অবস্থায় অসহায়া স্ত্রী শরী'আতী আদালত বা মুসলিম পারিবারিক আদালতের বিচারকের দ্বারা স্বামীকে বাধ্য করাইবার বা বিবাহ বন্ধন ভাঙ্গিয়া দিবার শরী'আত সম্মত হক রাখে।

খুলা বা মুবাররাৎ রাজ্‌য়ী (ইদ্দতের মধ্যে ফিরাইয়া লওয়ার যোগ্য) তালাক নয় বরং ইহা (হানাফী মতে) তালাক বাইন (মুখাফ্‌ফাফা) বলিয়া গন্য। স্বামী স্ত্রী উভয়ে সম্মত হইলে পুনরায় ইদ্দতের মধ্যেই হউক বা পরেই হউক তাজদীদে নিকাহ্ করিতে পারিবে। সাবধান! একই সময়ে তিন তালাক চাওয়া বা দেওয়া অনুচিত। ইহা ভয়ানক গোনাহ্ সেক্ষেত্রে তাজদীদে নিকাহ্ করা চলিবে না।

www.pathagar.com

স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ-তালাকে তাফবীয

স্বামী কর্তৃক নিজ স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করাকে 'তফবীয' বলা হয়। ন্যায় সঙ্গত কারণে তালাক দিবার ক্ষমতা শরী'আত স্বামীকে প্রদান করিয়াছে, স্বামী সেই ক্ষমতা স্ত্রীকেও অর্পণ করিতে পারে। ন্যায়সঙ্গত কারণ ঘটিলে স্ত্রী স্বয়ং ঐ অর্পিত ক্ষমতার বলে স্বামীর বিবাহ বন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিতে পারে। ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিবার জন্য উকিল নিযুক্ত করিতে পারে এবং উকিল তালাক দিবার পূর্বে স্বামী ইচ্ছা করিলে তাহার ওকালতি বাতিল বা প্রত্যাহারও করিয়া লইতে পারে। কিন্তু স্বামী নিজ স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করিলে তাহা প্রত্যাহার বা বাতিল করিতে পারে না। অবশ্য স্ত্রী তাফবীয়ের শর্ত পূরণ হওয়া সত্ত্বেও সেই ক্ষমতা ব্যবহার নাও করিতে পারে। স্বামী স্ত্রীকে তাফবীয তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে বলিয়া স্বামীর তালাক দিবার ক্ষমতা বাতিল বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে এইরূপ ধারনা করা ভুল।

আরবী ভাষায় তাফবীযকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে- যথা ঃ

১. ইখ্‌তিয়ার (নিজকে তালাক দেওয়া অথবা স্বামীর সহিত বসবাস করার, দুইটার একটা বাছিয়া লওয়ার) ক্ষমতা দেওয়া,

২. নিজকে তালাক দেওয়া না দেওয়া স্ত্রীর হাতে অর্পণ করা,

৩. মাশিয়াৎ (ইচ্ছা হয় তালাক দেও, না হয় দিও না) কিন্তু এই তিন প্রকার প্রায়ই একই অর্থ-বোধকশব্দ প্রয়োগে ক্ষমতা প্রদান (তাফবীয) করা।

বিবাহের পর কিম্বা ইজাব কবুলের পূর্বে স্বামী স্ত্রীকে লৌখিক বলিল বা লিখিয়া দিল যে, যদি আমি তোমাকে/স্ত্রীকে রীতিমত ভরণ পোষণ ও তত্ত্বাবধান না করি বা ছয় মাস ধরিয়া নিরুদ্দেশ থাকি বা জ্বালা যন্ত্রনা অন্যায় অত্যাচার করি কিম্বা শরী'আত মোতাবেক তোমার/স্ত্রীর যে কোন হক আদায় না করি তবে আমি তোমাকে/স্ত্রীকে (তাফবীয) তালাকের ক্ষমতা অর্পন করিলাম, শর্ত পূর্ণ হইলে যে কোন সময় তুমি/স্ত্রী, তোমার/তাহার নিজকে নিজে নামাকে তালাক দিতে পারিবে। স্বামী এইরূপ বলিলে বা লিখিয়া দিলে শর্ত পূর্ণ হইবার পর স্ত্রী নিজকে তালাক দিয়া স্বামীর বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ক্ষমতাপ্রাপ্তা হইবে।

সাধারণত আমাদের দেশে ইজাব-কবুলের পূর্বেই কাবীননামা (বিবাহের চুক্তি-পত্র) লেখা হইয়া থাকে। বিবাহ হইয়া পরে আর সহজেই কোন স্বামী কাবীন দিতে ও বিবাহ রেজিস্ট্রী করাইতে চায় না, স্ত্রী পক্ষ নানান অসুবিধা ভোগ করে। বিবাহ রেজিস্ট্রী না করান যদিও বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ তবুও আইনের নিয়মাবলী সহজ, সুষ্ঠ ও পূর্ণ না থাকার দরুন এই ধারা কার্য্যকরী হইতেছে না, শহর ছাড়া মফস্বলে অনেক বিবাহই রেজিস্ট্রী করান হইতেছে না। দেশে এখনও পারিবারিক আদালত কায়িম না হওয়ায় ও স্ত্রীদের 'খুলার' অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায়, আজকাল আমাদের দেশে অরেজিস্ট্রীকৃত বিবাহ লইয়া স্ত্রী লোকেরা নানাবিধ কষ্টে ও দুঃখে দিন কাটাইতেছে, এমন কি কোন কোন হতভাগিনী সবর করিতে না পারিয়া অত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইতেছে এবং সমাজ দিন দিন অধঃপতনের শেষ সীমার দিকে আগাইয়া চলিতেছে। আশা করি সরকার শীঘ্রই দেশের জন্য এক সহজ বিবাহ ও তালাক রেজিস্ট্রেরী করন প্রথা এবং শরী'আত মোতাবেক পারিবারিক বিচার ব্যবস্থা কায়েম করিয়া সমাজকে অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা করিতে সদয় হইবেন।

www.pathagar.com

মনে রাখিতে হইবে, তাফবীয় তালাক আইন সিদ্ধ (সাহীহ্) হইবার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি পালন করা চাই ঃ

১. স্বামীর কথার মধ্যে 'নাফস বা নিজ' শব্দের উল্লেখ থাকিতে হইবে, ('স্বামীকে বা আমাকে তালাক দিলাম বা স্ত্রী যদি বলে "স্বামীকে তালাক দিলাম" তবে সিদ্ধ হইবে না).

২. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের উল্লেখ থাকা চাই (বেগানা স্ত্রীলোককে, যাহার সহিত বিবাহ স্থির হয় নাই অথবা কোন পুরুষ লোককে তালাক দিবার ক্ষমতা দিলে তাহা তাফবীয হইবে না),

৩. স্বামীর কথার মধ্যে অতীত বা বর্তমান কালের ক্রিয়া থাকা চাই (যেমন অর্পণ করিলাম বা করিতেছি সে নিজকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত করুক। 'অর্পণ করিব' ভবিষ্যত কালের ক্রিয়া হইলে তাফবীয বৃদ্ধি হইবে না),

৪. শর্তের মধ্যে যে কোন সময় বা যখন ইচ্ছা শব্দের উল্লেখ থাকা চাই (নতুবা শর্ত পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তখনই সেই মজলিসে যদি নিজকে তালাক না দেয় তবে পরে তালাক দিলে তালাক হইবে না) এবং

৫. যে শর্ত করা হইয়াছে তাহা পূর্ণ হওয়া চাই (যেমন স্বামী রীতিমত চার বা ছয় মাস ধরিয়া খোরপোষ দেয় নাই, চার মাস ধরিয়া স্ত্রী মিলনের হক আদায় করে নাই, অন্যায় জ্বালা যন্ত্রনা দুঃখ কষ্ট দিয়াছে বা নিষ্ঠুর অত্যাচার করিয়াছে বা দ্বিতীয় বিবাহ করিয়া উভয় স্ত্রীর মধ্যে সমতা রক্ষা করে নাই ইত্যাদি)।

১৯৩৯ ইং সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের ২ (৮) ধারায় নিষ্ঠুর অত্যাচার সম্পর্কে ব্যাখ্যা স্বরূপ বলা হইয়াছে ঃ স্বামী যদি

ক. অভ্যাসগত সর্বদাই গালা-গালি করে বা নিষ্ঠুর বা অন্যায় আচরণ দ্বারা জীবন যাপন দুর্বিসহ করিয়া তুলে- যদিও শারীরিক নির্যাতন নাও করিয়া থাকে, অথবা

খ. দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সহিত মেলামেশা বা বসবাস করে অথবা অসৎ জীবন যাপন করে। অথবা

গ. স্ত্রীকে ঘৃণ্য বা হারাম কাজ করিবার জন্য বা অসৎভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য করে, অথবা

ঘ. স্ত্রীর সম্পত্তি আত্মসাৎ বা হস্তান্তর করে বা তাহাকে তাহার নিজ সম্পত্তির ক্ষেত্রে আইনগত অধিকারে হস্তক্ষেপ বা বাধা প্রদান করে, অথবা

ঙ. স্ত্রীকে ধর্মের কাজ (যথা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয কার্যাদি) পালনে বাধা দেয় বা নিষেধ করে, অথবা

চ. একাধিক স্ত্রী থাকিলে শরী'আতের নির্দেশ মোতাবেক সমতা রক্ষা না করে। ইত্যাদি।

রাজ'আত ও পুনঃমিলন এবং 'তাহ্লীল' – হিলার বিবরণ

রাজ'আত সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

www.pathagar.com

তালাক দুইবার (দেওয়া যায়) তারপর, হয় স্ত্রীকে ভালভাবে পুনরায় গ্রহণ করা, অথবা সদয়ভাবে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত (সূরা বাকারাহ্ ঃ ২২৯)

যে স্ত্রীকে তাহার স্বামী প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার রাজয়ী তালাক দিয়াছে, ইদ্দতের মধ্যে সেই স্ত্রীকে তাহার বিনা সম্মতিতে ফিরাইয়া লওয়াকে রাজ'আত বলা হয়। এই ফিরাইয়া লওয়া স্বামীর অধিকার শুধু ইদ্দতকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, ইদ্দত শেষ হইয়া গেলে স্বামীর আর রাজ'আত করিবার ক্ষমতা থাকে না। যে তালাকের ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরাইয়া লওয়ার বা তালাক প্রত্যাহার করিবার ক্ষমতা থাকে তাহাকে 'রাজয়ী তালাক' বলা হয়।

প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার রাজয়ী তালাকের ইদ্দতকালের মধ্যে স্ত্রীর সুন্দর সাজ-সজ্জা করিয়া থাকা উচিত যাহাতে স্বামীর মনে মহব্বত ও আকর্ষণ জন্মিয়া সে তাহাকে রাজ'আত করিয়া লয়। রাজ'আত না করিয়া ঐ স্ত্রীকে লইয়া সফরে যাওয়া বা স্ত্রীর স্বামীর সহিত সফরে যাওয়া জায়িয নহে। ইদ্দতকালে স্ত্রী পৃথক বিছানায় স্বামীর ঘরে থাকিতে পারে। স্বামী রাজ'আত না, করিলে ইদ্দত শেষে ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিবে।

যে স্ত্রীর সহিত বিবাহের পর স্বামী সঙ্গম করে নাই, যদিও একত্রে নির্জন বাস করিয়াছে, তাহাকে প্রথমবার এক তালাক দিলেই (রাজয়ী তালাক বলিয়া প্রকাশ করিলে) তাহা তালাক 'বাইন মুখাফ্ফাফা' হইয়া যাইবে। রাজ'আতের অধিকার থাকিবে না।

রাজ'আত করিবার নিয়ম এই যে স্বামী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বা দুইজন স্বাক্ষীর সম্মুখে মুখে বলিবে যে আমি তোমাকে/স্ত্রীকে তালাক দিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমি তাহা প্রত্যাহার করিয়া তোমাকে/রাজ'আত করিলাম (ফিরাইয়া লইলাম)। যদি মুখে না বলিয়া রাজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীর সহিত সহবাস করে কিম্বা কামভাবের সহিত তাহাকে স্পর্শ করে বা চুম্বন, আলিঙ্গন করে তাহাতেও রাজ'আত হইয়া যাইবে। আর যদি রাজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে রাজ'আত না করা হয় তবে ইদ্দত শেষে ঐ তালাকই 'বাইন মুখাফ্ফাফ' পরিগণিত হইবে। তখন স্বামীর ঐ স্ত্রীকে ঘরে রাখিবার বা স্ত্রীর স্বামীর ঘরে থাকিবার অধিকার থাকিবে না ও সহবাস, চুম্বন বা আলিঙ্গন ইত্যাদি করা হারাম হইবে।

সাবধান! এইরূপ কোন কাজ করিলে উভয়কে গুনাহ্গার হইতে হইবে। অবশ্য প্রথম বার বা দ্বিতীয়বার বাইন মুখাফ্ফাফা তালাকের ইদ্দত কালের মধ্যে অথবা পরে স্বামী স্ত্রী উভয়ে সম্মত হইলে 'তাজদীদে নিকাহ্' করিয়া থাকিতে পারিবে।

তাহলীল সম্পর্কে পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

তারপর (দুইবার তালাকের পর) যদি সে তাহাকে তালাক দেয়, তবে সে তাহার জন্য বৈধ হইবে না, যেই পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সহিত সংগত না হইবে, অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী যদি তাহাকে তালাক দেয় আর তাহারা উভয়ে মনে করে যে, আল্লাহ্র সীমারেখা রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে তবে তাহাদের পুণর্মিলনে কাহারও কোন অপরাধ হইবে না। (সূরা বাকারাহ্ ঃ ২৩০)

যে স্ত্রীকে স্বামী প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার রাজয়ী বা বাইন তালাক দিয়া পুনরায় রাজ'আত

www.pathagar.com

বা তাজদীদে নিকাহ্ করিয়া লইয়াছে, অতঃপর সেই স্ত্রীকে সে যদি পুনরায় তৃতীয়বার তালাক দেয়। এক সঙ্গেই তিন তালাক (তালাকে মুগাল্লাযা) দিয়া ফেলে, তবে সেই স্ত্রী আর তাহার জন্য হালাল হইবে না। যদি না সে ইদ্দতান্তে অন্য স্বামী গ্রহণ করে এবং সেই দ্বিতীয় স্বামী স্ত্রীর সাহিত সঙ্গম করার পর স্বইচ্ছায় তালাক দেয় অথবা মারা যায়। এরপর তালাকের বা মৃত্যুর ইদ্দতান্তে প্রথম স্বামী ইচ্ছা করিলে যথানিয়মে তাহাকে নুতনভাবে নিকাহ্ করিতে পারিবে, ইহাকে 'হালাল।' বলে।

তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের ফলাফল

বিবাহ ও তালাক আইনের বিভিন্ন ধারায় ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে বহুবিধ মাসআলা দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বর্ণনা দেওয়া হইতেছে ঃ

১. ইদ্দত,
২. শোক,
৩. দেনমহর,
৪. খোরপোষ,
৫. সন্তান পালন ও সন্তানের ভরণপোষণ,
৬. সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং
৭. হালাল সন্তান - 'নাসাব' এর প্রমাণ।

১. ইদ্দত

'ইদ্দত' মানে তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের পর অন্যত্র নিকাহ্ করার পূর্বে নির্দিষ্ট কিছু সময় অপেক্ষা করা। ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকদের জন্য বা যাহাদের যে কোন প্রকারে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে অথবা স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে তাহাদের অন্যত্র যাওয়া ও পুনরায় বিবাহ করা হারাম। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রীর ইদ্দতকাল শেষ হওয়ার পূর্বে স্বামীর ও পুনরায় অন্যত্র নিকাহ্ করা হারাম।

ক. যে স্ত্রীর সহিত সহবাস অথবা নির্জন মিলন হইয়াছে এবং তাহাকে রাজয়ী বা বাইন তালাক দেওয়া হইয়াছে অথবা স্বামীর মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন প্রকারে বিবাহ বিচ্ছেদ বা ভঙ্গ হইয়াছে- সে যদি ঋতুমতী হয় তবে তাহার তিন 'কুরূ' ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হইবে। ইদ্দত পালন না করিয়া অন্যত্র নিকাহ্ করা এবং ন্যায়সঙ্গত বিশেষ কারণ ব্যতীত স্বামীর বাড়ী হইতে অন্যত্র চলিয়া যাওয়া তাহার জন্য নাজায়িয্। 'কুরূ' শব্দের অর্থ সম্পর্কে মুপতাতিদ ইমামগনের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। আভিধানিক অর্থ পূর্ণ ঋতুকাল (হায়িয) ও পবিত্র অবস্থা (তুহুর) উভয়কে লইয়া এক 'কুরূ'।

সাধারণভাবে তিন 'কুরূ' অর্থাৎ যে পাক অবস্থায় তালাক বা বিচ্ছেদ হইয়াছে, সেই পবিত্রাবস্থার পর তিন হায়িয্ শেষ হইলে ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু কোনক্রমেই একমাস দশদিনের (৩ দিন হায়িয্ +১৫ দিন তহুর +৩+১৫+৩) পূর্বে তিন হায়িয শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া ধরা যাইবে না : এই অবস্থায় স্ত্রীকে কসম খাইয়া বলিতে হইবে যে তাহার ইদ্দতকাল (তিন হায়িয্) শেষ হইয়া গিয়াছে।

যে স্ত্রীর বৃদ্ধা হওয়ার দরুন 'হায়িয' আসে না তাহার তিন হায়িযের পরিবর্তে পূর্ণ তিন

www.pathagar.com

(চন্দ্র) মাস ইদ্দত পালন করিতে হইবে। তালাক বা বিচ্ছেদের তারিখের সন্ধা হইতে তিন চন্দ্র মাস বা ৯০ দিন পূর্ণ হইয়া মাগরিবের সময় তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। মনে রাখিতে হইবে যে ইদ্দত শেষ হইবার ২/১ দিন পরে বিবাহ হইলে কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু ইদ্দত শেষ হইবার এক ঘন্টা পূর্বে বিবাহ বসিলে, সেই বিবাহ ফাসিদ হইয়া যাইবে ও সকলেই গোনাহগার হইবে। পুনরায় ইদ্দত শেষে তাজদীদে নিকাহ্ করিতে হইবে। কাজেই সাবধান! সুখ-শান্তি লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ পালন করা প্রত্যেক মুসলমান নারী-পুরুষের অবশ্য কর্তব্য।

ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে যে হায়িযা স্ত্রীকে অথবা (নিজ) গর্ভবতী স্ত্রীকে তালাক দেওয়া গোনাহ্ এর কাজ। যদি কেহ স্ত্রীকে ঋতুমতি থাকাকালীন তালাক দিয়া ফেলে, তবে সেই ঋতুকাল ইদ্দতের মধ্যে গন্য হইবে না, পরবর্তী তিন হায়িয ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

গর্ভবতী থাকাকালীন তালাক বা বিচ্ছেদ হইলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে। সন্তান প্রসব বা গর্ভপাত হইলেই ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে। যদিও তালাকের পরের দিনই প্রসব হয়। তিন মাস বা তিন হায়িয পূর্ণ করিতে হইবে না।

তালাক বাইন হইলে স্ত্রীকে ঐ তালাক দাতা স্বামী হইতে খুব সাবধানে পূর্ণ মাত্রায় পর্দা করিতে হইবে। যদি স্বামী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইদ্দতের মধ্যে 'তাজদীদে-নিকাহ্' না করিয়া, সহবাস করে তবে সে পাপী হইবে ও স্ত্রীকে পুনরায় তিন হায়িয বা তিন মাস ইদ্দত পালন করিতে হইবে আর যদি সে গর্ভবতী হয় তবে গর্ভ খালাস না হওয়া পর্যন্ত। যদি স্বামীর বাড়ীতে থাকিবার জন্য পৃথক ঘর বা ব্যবস্থা না থাকে অথবা স্বামী জোর করিয়া সহবাস করিতে পারে আশংকা থাকে অথবা স্বামী নিজ বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেয় তবে স্ত্রী স্বামীর বাড়ী হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়া তাহার ইদ্দত পালন করিতে পারিবে।

যে স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ হইয়াছে কিন্তু সহবাস বা নির্জন মিলন হয় নাই, তাহাকে রাজয়ী বা বাইন তালাক দিলে অথবা বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিলে, তাহাকে কোন ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। যে স্ত্রীলোকের সহিত নাজায়িয বা হারাম বিবাহ বা যিনা-বলৎকার বা সঙ্গম হইয়াছে, যেমন (পূর্বে স্বামী কর্তৃক) তালাকের বা মৃত্যুর ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ হইয়াছে, অন্যের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অথবা কোন মোহাররাম স্ত্রীলোকের সহিত জানিয়া শুনিয়া বা ভুলক্রমে বিবাহ হইয়াছে, বিনা সাক্ষীতে বিবাহ হইয়াছে ইত্যাদি তাহার সাহিত যদি সহবাস না হয়, তবে ঐ স্ত্রীকে কোন ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। কিন্তু সহবাস হইলে পৃথক হওয়ার তিন মাস বা তিন হায়িয অথবা গর্ভপাত পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিতে হইবে।

খ. মৃত্যু জনিত এবং মৃত্যু শয্যায় তালাকের ইদ্দত

যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়াছে তাহাকে চার (চন্দ্র) মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করিতে হইবে। যুবতী হউক বা বৃদ্ধা হউক, নাবালিগা হউক বা সাবালিগা হউক, স্বামীর সহিত মিলন হউক বা না হউক সকলের জন্যই চার মাস দশ দিন (শেষে সন্ধ্যার পূর্বে) পর্যন্ত অন্যত্র নিকাহ্ করা বা বিবাহ বসা হারাম। কিন্তু স্ত্রী গর্ভবতী হইলে চার মাস দিন দিনের হিসাব ধরা যাইবে না, সন্তান প্রসব করার পর মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার ইদ্দত, এমন কি স্বামীর মৃত্যুর এক ঘন্টা পরেই সন্তান প্রসব করা মাত্রই বা গর্ভপাত হওয়া মাত্রই তাহার ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে।

মৃত্যু শয্যায় স্বামী তাহার স্ত্রীকে 'বাইন তালাক' দিলে এবং তালাকের ইদ্দত শেষ না

www.pathagar.com

হইতেই ঐ রোগে স্বামীর মৃত্যু হইলে, তালাকের ইদ্দত এবং মৃত্যুর ইদ্দত এই দুইটির মধ্যে যাহা দীর্ঘতম শেষ হইবে স্ত্রী তাহাই পালন করিতে হইবে আর যদি রাজয়ী তালাক দিয়া ইদ্দতের মধ্যেই মারা যায় তবে সেক্ষেত্রে মৃত্যুর ইদ্দতই পালন করিতে হইবে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে তালাকের ইদ্দত শেষ হইয়া যাওয়ার পর মৃত্যু হইলে আর মৃত্যুর ইদ্দত পালন করিতে হইবে না।

চন্দ্র মাস

ইসলামী শরী'আতে চাঁদের হিসাবেই মাস, বৎসর গণনা করা হয়। কাজেই স্ত্রীকে যে দিনে বা রাতে স্বামী তালাক দিয়াছে বা মারা গিয়াছে অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, সেই দিন গত সন্ধ্যা হইতে অথবা রাত গত পরবর্তী সন্ধ্যা হইতে ইদ্দত গণনা করিতে হইবে। যদি গণনার সন্ধ্যা বেলায় নূতন চাঁদ দেখা দেয় অর্থাৎ চান্দ্র মাসের প্রথম তারিখ হয় তবে তিনটি চান্দ্র অতিবাহিত হইলেই অথবা মৃত্যুর অবস্থায় চার চান্দ্র মাস পরবর্তি দশ দিন অতিবাহিত হইলেই ইদ্দত শেষ হইয়া যাইবে; কিন্তু যদি প্রথম তারিখ ছাড়া অন্য দিনে তালাক বা মৃত্যু হয় তবে ত্রিশ দিনের হিসাবে মাস ধরিয়া নব্বই দিনে অথবা মৃত্যু হইলে দশ দিনে ইদ্দত শেষ হইবে। স্ত্রীকে তালাক দিবার পর ইদ্দত শেষ না হইতেই তাহার অন্য কোন ভগ্নি (আপন সৎ বা দুধ) কে বিবাহ করা অথবা চার জন স্ত্রীর কোন এক স্ত্রীর তালাক বা মৃত্যুর পর ইদ্দত শেষ না হইতেই অন্য কোন রমনীকে নিকাহ্ করা স্বামীর জন্য হারাম।

শোক করা

শরী'আত মোতাবেক বিবাহিতা যে স্ত্রীকে বাইন তালাক দেওয়া হইয়াছে, অথবা অন্য কোন প্রকারে বিবাহ ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে, অথবা স্বামী মরিয়া গিয়াছে তাহাকে উপরে বর্ণিত ইদ্দত কালের মধ্যে স্বামীর বাড়ীতে থাকিয়া 'শোক করা' ওয়াজিব। অর্থাৎ ইদ্দত কালের মধ্যে তাহার জন্য সুন্দর রেশমী বা চটকদার রঙ্গীন কাপড় পড়া, কাপড়ে বা শরীরে আতর বা সেন্ট লাগন, স্নো, পাউডার, মেহেদী, বিনা দরকারে সুরমা ব্যবহার করা, খুশবু দিয়া পান খাইয়া মুখ লাল করা, মাথায় সুগন্ধি তেল মাখিয়া পরিপাটি করিয়া খোপা বাঁধা, অলঙ্কারাদি পরিধান করা ইত্যাদি মোটকথা ইদ্দত কালের মধ্যে কোন প্রকার সাজসজ্জা করা জায়িয নহে।

যে স্ত্রীকে রাজয়ী তালাক দেওয়া হইয়াছে, অথবা যে স্ত্রীলোকের বিবাহ শরী'আত মোতাবেক শুদ্ধ হয় নাই ও তাহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা ঐ কথিত স্বামী মরিয়া গিয়াছে তাহাদের কাহারও প্রতি শোক করা ওয়াজিব নহে।

দীনদার স্ত্রীর জন্য স্বামীর মিলন এমন কি সোহাগ, পিয়ার, ভালবাসা, চুম্বন ইত্যাদি আল্লাহ্র এক নিয়ামত ও সাওয়াবের কাজ। স্ত্রীর জন্য দীনদার স্বামীর মর্যাদা আল্লাহ্ ও রাসূলের পরেই। কাজেই, ইদ্দত কালের মধ্যে এই নিয়ামত দূরীভূত হওয়ার দরুন শোক করা স্বভাব সিদ্ধ। স্বামী ছাড়া অন্য কোন আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে তিন দিন পর্যন্ত শোক করা জায়িয, তিন দিনের বেশী শোক করা হারাম : স্বামী, ন্যায়সঙ্গত কারণে, নিষেধ করিলে তিন দিনও শোক করা যাইবে না।

আল্লাহ্ ও রাসূলের আদেশ ও নিষেধ সমূহের মধ্যে যে হেক্মত ও সামাজিক কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই তাহা অনুধাবন করিতে পারেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়

www.pathagar.com

আজকাল, অধিকাংশ মুসলমানদের শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞতার দরুন এবং দেশে মুসলিম পারিবারিক আইনের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা না থাকায়, আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ সমূহকে তামাশা মনে করা হইতেছে। দেশে মুসলিম পারিবারিক আদালত ও উহার মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে পারিবারিক বিষয়াদির বিচার ব্যবস্থা না থাকার দরুন, শাদী, মোহরানা, খোরপোষ, উত্তরাধিকার, পণ-যৌতুক বিবাহ তালাক ও উহার রেজিষ্ট্রীকরণ কাজে কোন কোন স্থানে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইতেছে এবং সামাজিক দূর্নীতি ও নৈতিক চরিত্র অধঃপতনের শেষ সীমায় গিয়া পৌছিয়াছে।

দেন মহর

নির্জন-মিলনের পূর্বেই তালাক হইলে কিংবা স্বামী মরিয়া গেলে নির্ধারিত মহরের অর্ধেক হইবে।

নির্জন-মিলনের পর তালাক হইলে বা কোন প্রকারে বিবাহ ভঙ্গ হইলে অথবা স্বামীর মৃত্যু হইলে স্ত্রী পূর্ণ মহর পাইবার হক্‌দার হইবে।

নপুংসক স্বামী বিবাহ করিয়া নির্জন-মিলনের পর তালাক দিলেও স্ত্রী সম্পূর্ণ মহর পাইবার অধিকারীনি হইবে।

যে বিবাহ শরী'আত সম্মত হয় নাই এবং উহা ভাঙ্গিয়া দিয়া উভয়কে পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে এই অবস্থায় যদি সঙ্গম করিয়া থাকে তবে নির্ধারিত মহর দিতে হইবে ; সঙ্গম না করিয়া থাকিলে মহর দিতে হইবে না।

খোরপোষ

ইদ্দতকালে স্বামীর বাড়ীতে স্ত্রী থাকিলে স্বামীকে খোরপোষ (খাওয়া, পড়া ও পৃথকভাবে থাকিবার জন্য ঘর) দিতে হইবে। স্বামীর বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা না হইলে বা স্ত্রীকে স্বামী নিজ বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলে স্বামীকে ইদ্দত কালের খাওয়া পরার খরচাদি তার অবস্থানুযায়ী ভদ্রজনোচিতভাবে দিতে হইবে।

স্ত্রী স্বইচ্ছায় অন্যত্র চলিয়া গেলে অথবা আপোষে তালাক লইলে অথবা স্ত্রীর কুকাজের জন্য স্বামী তালাক দিলে অথবা স্ত্রীর গোনাহ কাজের দরুন বিবাহ ভঙ্গ হইলে, স্ত্রী নিজের খোরপোষ দাবী করিতে পারিবে না।

মৃত্যুজনিত ইদ্দত কালের জন্য স্ত্রী খোরপোষ দাবী করিতে পারিবে না। অবশ্য মহরের দাবী ছাড়াও মিরাস হিসাবে স্বামীর স্থাবর অস্থাবর সম্পদ সম্পত্তির ১/৮ প্রাপ্য হইবে।

সন্তান পালন ও সন্তানের ভরণপোষণ

তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর কোল হইতে তাহার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বা নাবালিগ সন্তানকে পিতা জোর করিয়া ছিনাইয়া লইতে পারিবে না। সন্তান মায়ের কাছেই থাকিবে ও পিতাকে পিতার অবর্তমানে দাদা কিংবা বা চাচাকে তাহাদের লালন পালনের খরচাদি (অবস্থানুযায়ী ভদ্রোজনোচিত ভাবে) দিতে হইবে আর সন্তানের অভিভাবক থাকিবে পিতাই।

পুত্র সন্তানের লালন পালনের হক সাত বৎসর ও কন্যা সন্তানের নয় বৎসর। যখন সন্তানের বয়স সাত বৎসর বা নয় বৎসর হইয়া যাইবে তখন পিতা, দাদা বা চাচা তাহাকে লইয়া যাইতে পারিবে। মামা, নানী বা খালার তাহাকে বাধা দিবার কোন অধিকার থাকিবে না।

www.pathagar.com

মা যদি সন্তানের মাহ্‌রাম আত্মীয় ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করে তবে সন্তান পালনের হক মার থাকে না। অবশ্য যদি সন্তানের মাহ্‌রাম কোন আত্মীয় যেমন নিজ চাচা, ফুফা বা এধরনের কোন আত্মীয়কে নিকাহ্ করে তবে ঐ সন্তানের লালন পালনের হক মাতার থাকিবে।

উত্তরাধিকার

বিধবা স্ত্রী ইদ্দত শেষে অন্যকে নিকাহ্ করিলেও মৃত স্বামীর সম্পত্তির 'ফারাইয' অনুযায়ী অংশ হইতে কখনও ('মাহ্‌রুম-মিরায') বঞ্চিতা হইবে না : সেইরূপ মালদার স্ত্রী মরিয়া গেলে স্বামীও তাহার নির্দিষ্ট অংশের উত্তরাধিকারী হইবে।

যে স্ত্রীকে স্বামী রাজয়ী তালাক দিয়াছে (অবশ্য রাজয়ী তালাকের শর্ত মোতাবেক) ইদ্দতের মধ্যে স্বামী অথবা স্ত্রী মরিয়া গেলে, একে অন্যের ওয়ারিস হইবে। কিন্তু ইদ্দত শেষে কেহ মরিয়া গেলে স্বামী স্ত্রীর অথবা স্ত্রী স্বামীর ওয়ারিস হইবে না।

যে স্ত্রীকে স্বামী বাইন তালাক দিয়াছে অথবা যে কোন প্রকারে বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়াছে, ইদ্দতের ভিতর অথবা ইদ্দত শেষে পুনরায় তাজদীদে নিকাহ্ না করিয়াই স্বামী মরিয়া গেলে, স্ত্রী ওয়ারিস হইবে না এবং স্ত্রী মরিয়া গেলে, স্বামী স্ত্রীর মালের কোন অংশ পাইবে না।

তালাক যদি স্ত্রী নিজে চাহিয়া আপোষে খুলা করে এবং স্বামী স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে বা ইদ্দত শেষে তাজদীদে নিকাহ্ না করিয়াই মরিয়া যায় তবে স্বামী, স্ত্রীর অথবা স্ত্রী, স্বামীর ওয়ারিস হইবে না।

মৃত্যু রোগে (যে রোগে মারা যায়) স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, এক তালাক বা তিন তালাক, রাজয়ী তালাক বা বাইন তালাক, সব অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীর ইদ্দত কালের মধ্যে মরিয়া যায়, তবে তালাক হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী, স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিস হইবে। কিন্তু ইদ্দত শেষে যদি মরে তবে ওয়ারিস হইবে না।

স্ত্রী যদি তাহার মৃত্যু শয্যায়শায়িত স্বামীর নিকট তালাক চাহিয়া আপোষে খুলা করে তবে স্বামী ইদ্দতের মধ্যেই মরুক বা ইদ্দত শেষেই মরুক স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অংশ পাইবে না।

বৈধ সন্তান 'নাসাব্' -এর প্রমাণ

রাজয়ী তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তালাকের তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে যদি সন্তান প্রসব করে তবে স্বামীই সন্তানের পিতা গণ্য হইবে। সন্তানকে অবৈধ বলা যাইবে না।

কিন্তু যদি ঐ স্ত্রীলোক নিজ মুখে স্বীকার করে যে সন্তান হওয়ার পূর্বেই তাহার ইদ্দত (তিন হায়িয) শেষ হইয়া গিয়াছিল তবে বাধ্য হইয়া তাহাকে হারামকারিনী ও সন্তান অবৈধ গণ্য হইবে। আর যদি স্ত্রীলোকটি ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা স্বীকার না করে, তবে দুই বৎসরের মধ্যে সন্তানের জন্ম হইলে ঐ স্বামীর ই সন্তান বলিতে হইবে। কারণ, রাজয়ী তালাকের ইদ্দতের মধ্যে স্বামী, স্ত্রীর মিলনের কালে রাজ'আত করা হইয়াছে ও সন্তান হওয়ার পর তাহাদের বিবাহ বন্ধন ভঙ্গ হয় নাই, এইরূপ ধারণা করা যাইতে পারে। অবশ্য যদি স্বামীর সন্তান না হয় তবে সে অস্বীকার করিতে পারে।

বাইন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী দুই বৎসরের মধ্যে সন্তান প্রসব করিলে, তালাকদাতা স্বামীকেই ঐ সন্তানের পিতা সাব্যস্ত করা হইবে। দুই বৎসর পরে সন্তনের জন্ম হইলে যদি ঐ স্বামী নিজের

www.pathagar.com

সন্তান বলিয়া দাবি করে তবে তাহারই সন্তান বলিয়া ধরা হইবে, নচেৎ অবৈধ সন্তান বলিয়া ধরা হইবে।

বিধবা স্ত্রীলোকের যদি দুই বৎসরের মধ্যে সন্তান হয় তবে ঐ সন্তান বৈধ সন্তানই বলিতে হইবে। কিন্তু যদি ঐ স্ত্রীলোক প্রসবের পূর্বেই নিজ মুখে ইদ্দত শেষ হওয়ার কথা প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে অবৈধ সন্তান বলিতে হইবে।

শরী'আতের হুকুম বা নীতি এই যে সন্তানকে যাহাতে সমাজে অবৈধ বলিতে না হয় তজ্জন্য ও স্ত্রীকে তোহমত বা অপবাদ হইতে বাঁচাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। কাজেই, বিবাহ বন্ধনের পর উঠাইয়া আনার পূর্বে স্ত্রী যতদিনই বাপের বাড়ীতে থাকুক না কেন বা স্বামী যতদিনই বিদেশে থাকুক না কেন–এমনকি কয়েক বৎসর চলিয়া গিয়াছে-বাড়ী আসে নাই, এই অবস্থায় বিবাহের ছয় মাস পরে সন্তান পয়দা হইলে সেই সন্তানকে ঐ স্বামীরই সন্তান বলিতে হইবে, অবৈধ সন্তান বলা যাইবে না। সে পিতা-মাতার ওয়ারিস হইবে। কিন্তু বিবাহের ছয় মাসের এক দিন আগেও সন্তান জন্মিলে বা স্বামী তাহার সন্তান স্বীকার না করিলে, বাধ্য হইয়া হারামের সন্তান বলিতে হইবে। অবশ্য স্বামী অস্বীকার করিলে 'লি'আন' করিতে হইবে।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ ও তালাকের রেজিষ্ট্রেরী করণ

বিবাহ ও তালাকের রেজিষ্ট্রেরী করণ

পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ ،

'হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট কালের জন্য দেনা-পাওনা লেনদেন সংক্রান্ত কোন কাজ করিবে, তখন উহা লিখিয়া রাখিও' (সূরা বাকারাহ: ২৮২)

আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ পালন করিবার জন্য বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান উপ-মহাদেশে মোঘল বাদশাহদের রাজত্ব কালে ও পরে বৃটিশ শাসনামলেও মুসলমানদের মধ্যে দলীল দস্তাবেজ তথা কাবীন-নামা ও তালাক-নামা দলীল লিখিবার রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে। সরকার কর্তৃক মনোনীত কাযী সাহেবানদেরকে ঐ সমস্ত দলীল-দস্তাবেজে তাস্দিকী দস্তখত ও সীল মোহর দিতে হইত এবং তাঁহাদের ডায়রী বা রেজিষ্টার বহিতে পক্ষগণের নাম ঠিকানা মোহরানা ইত্যাদি লিখিয়া রাখিতে হইত। কিন্তু কালক্রমে কাযী সাহেবানদের ডায়েরী বা রেজিষ্টারী বহিগুলি ঠিকভাবে রক্ষণা-বেক্ষণের ও তাঁহাদের কার্যকলাপ তদারকের যথাপযোগি-সুব্যবস্থা না থাকায় বহুক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং ১৮৬৪ সালের ১১ নং আইন দ্বারা কাযীদের নিয়োগ ও বিচার আচারের ব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

মুসলমানদের শরী'আত সংক্রান্ত ব্যক্তিগত আইন তথা পারিবারিক আইন ইংরেজীতে লিখিত 'মুহামেডান ল' মুতাবেক ও কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম বা অমুসলিম বিচারকের নিজ নিজ বিবেচনা মত বিচারের ব্যবস্থা দেওয়ানী আদালতের অধীনে দেওয়া হইত। কাবীন ও তালাকনামা ইচ্ছানুযায়ী ইন্ডিয়ান রেজিষ্ট্রেশন আইনে রেজিষ্ট্রী করিবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৮৭৬ইং সালে বঙ্গদেশে মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক ইখ্তিয়ার মতে রেজিষ্ট্রারী করিবার আইন (১৮৭৬ সালের ১নং আইন) জারি করা হয় এবং এই আইনটি সংশোধনার্থে ১৯২১ সালের বঙ্গদেশের গভর্ণমেন্ট (ব্যবস্থা বিভাগ) কর্তৃক প্রচারিত পাণ্ডুলিপির মাত্র দুইটি সুপারিশ ১৯৩২ ও ১৯৩৫ ইং সালে আইনে পরিণত করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীতে সুষ্ঠু পরিকল্পনার কয়েকটি ভুলের জন্য এই আইনটি ও মুসলিম সমাজের বিশেষ কোন উপকার সাধন করিতে পারে নাই। অতঃপর ১৯৬১ সালে সমগ্র পাকিস্তানে সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের উপর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কতৃক "মুসলিম পারিবারিক অর্ডিন্যান্স" জারি করা হয়।

মুসলিম পারিবারিক আইন বলিতে আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রদত্ত আইন বুঝায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অর্ডিন্যান্সের কয়েকটি ধারা ও ব্যবস্থাপনা শরী'আতের তথা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী উলামায়ে কেরাম সকলেই এই বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান আইন পরিষদ আইনটি বাতিলের রায় দেয়। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদ আইনটি সংশোধন সাপেক্ষে গ্রহণের রায় দেয়। পাকিস্তান জাতীয় আইন পরিষদে মৌলানা আব্বাস আলী খাঁ আইনটি বাতিলের জন্য বিল পেশ করেন। কিন্তু তাঁহার বিলটি রদ হইয়া যায় ও আইনটি ইসলামিক এড্ভাইজারী কাউন্সিলের বিবেচনার ও সংশোধনের প্রস্তাবের জন্য পাঠানো হয়। এই পারিবারিক আইনে (ইউনিয়ন কাউন্সিল কর্তৃক প্রত্যেক ওয়ার্ডে একজন যোগ্য আলিমকে নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার এর লাইসেন্স দিয়া) মুসলমানদের সমস্ত বিবাহ রেজিষ্ট্রেরী করিবার বিধান দেওয়া হয়।

তালাক কার্যকরী অথবা রদ করিবার, ভরণ পোষণের মামলাদির নিষ্পত্তি করিবার ও ২য় বিবাহের অনুমতি দিবার ক্ষমতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বা ভাইস চেয়ারম্যান অথবা যে কোন মুসলমান সেক্টরের এবং দুই পক্ষের দুইজন প্রতিনিধিকে লইয়া সালিশি কাউন্সিল এর উপর দেওয়া হয়। যাহাদের উপর এই গুরু দায়িত্ব অর্পন করা হয় তাহাদের অনেকেই মুসলিম বিবাহ তালাক সংক্রান্ত শরী'আতের বিধানগুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই কারণে আইনটি কাংখিত ফল বহিয়ে আনিতে পারে নাই।

১৯৬৫ সালে 'ইসলামিক এডভাইজরী কাউন্সিল' তাঁহাদের বাৎসরিক রিপোর্ট মুসলিম পারিবারিক আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে চেয়ারম্যান মেম্বরদেরকে অযোগ্য বলিয়া রায় দেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৬৫ ইং সালেই পৃথক 'পারিবারিক আদালত' কায়েম করা হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের হাতেই ক্ষমতা থাকে।

বাংলাদেশের মহামান্য প্রেসিডেন্টের ১৯৭২ সালের ৭ নং আদেশের ৬ ধারা বলে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের মুসলিম পারিবারিক আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা রহিত করা সত্ত্বেও তাহাদের অনেকেই বে-আইনীভাবে অযোগ্য নিকাহ্ রেজিষ্ট্রার নিয়োগ দেনমোহর, খোরপোষ ও তালাকের বিচারাদি হইতে বিরত হন নাই। ফলে মুসলিম সমাজে বিবাহ, তালাক ও পারিবারিক আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলি লইয়া ক্ষেত্র বিশেষ নানান্ বিশৃঙ্খলা, আইন বিরুদ্ধ কার্যকলাপ ও দূর্নীতি চলিয়া আসিতেছে।

১৯৭৪ ইং সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিষ্ট্রেশন) আইন' পাশ হয় ও ইহা ২৪শে জুলাই, ৭৪ হইতে আইনে পরিণত হয়। কিন্তু এই আইনের নিয়মাবলী ১লা জুলাই, ১৯৭৫ হইতে চালু করা হয়। এই আইন দ্বারা ১৮৭৬ সালের ১নং আইনটি সম্পূর্ণ ও ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের ৫ ধারা বাতিল করিয়া নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারদের নিয়োগের ও ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ ভার সরকারের হাতে দেওয়া হয়।

কিন্ত দুঃখের বিষয়-এই আইনে মুসলমানদের বিবাহ ও তালাক সম্পর্কে শরী'আতের বিধান গুলির ও নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারদের নিয়োগের পরামর্শ ও সুপারিশের জন্য যে কমিটি গঠন করার কথা তাহাতে একজন ও শরী'আত অভিজ্ঞ আলিমকে লওয়া হয় নাই। আইন ও নিয়মাবলীর কয়েকটি ধারা ও নিয়ম অসামঞ্জস্য অসম্পূর্ণ ও কার্য সম্পাদনে অচল।

একজন নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারের এলাকা ৫ হইতে ১০ ইউনিয়ন (এক থানার এলাকার ও অতিরিক্ত) বা সম্পূর্ণ পৌর সভার এলাকা – বিবাহ রেজিষ্ট্রী করাইতে গ্রামবাসীদের সুদূর পল্লী হইতে ৬ জন লোককে অফিসে লইয়া আসিতে একদিনে কাজের সময় ও অর্থের বিরাট ব্যক্তিগত ও জাতীয় ক্ষতির ও প্রচুর হয়রানীর সম্মুখীন হইতে হয়। জায়িয্ বা নাজায়িয বিবাহ

www.pathagar.com

ও তালাকের যাচাই করিবার বা বিচারের কোনই ব্যবস্থা নাই। আইনের ৫-ধারা বিবাহ রেজিষ্ট্রী না করাইলে ৫০০/০০ (পাঁচ শত) টাকা অথবা তিন মাসের জেল বা উভয় প্রকার সাজা দিবার বিধান করা হইলেও রুলে কোন ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই বরং ২৫ নং রুলে কোন ব্যক্তি বা পক্ষ রেজিষ্ট্রার বহিতে সাক্ষর না দিলে ঐ বিবাহের রেজিষ্ট্রারী বাতিল করিবার ও প্রদত্ত ফিস ফেরত না দিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে।

বাতিলকৃত ১৯৭৬ সালের ১ নং আইন মুতাবেক এই আইন নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারদেরকে পুনরায় জেলা রেজিষ্ট্রার ও আই. জি. আর এর নিয়ন্ত্রনাধীন করা হইয়াছে. বাতিলকৃত আইন মোতাবেক এই আইনেও নিকাহ্ রেজিষ্ট্রারদেরকে পুনরায় বিভন্ন কারণে এই আইনটিও পূর্ববর্তী আইনগুলির ন্যায় সমাজের কোন উপকার করিতে পারিতেছে না।

সহজ ও নির্ভূল পদ্ধতিতে মুসলমানদের সমস্ত বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রী করিবার বিধান প্রবর্তন করিলে শরী'আতের দিক হইতে আপত্তির কিছুই নাই বরং সমাজের উপকারই করা হইবে. যদি ইহার সহিত মুসলমানদের পারিবারিক আইন (যাহা আল্লাহ্ ও রাসূলের দেওয়া আইন) এর বিধান মোতাবক সুষ্ঠু বিচারেরও ব্যবস্থা করা হয়। শুধু রেজিষ্ট্রেশন এর বিধান দ্বারা অতীতে যেমন উপকার সাধিত হয় নাই, বর্তমানে সময় ও অর্থের অপচয়, দূর্নীতি, সামাজিক দুরাবস্থা ও বিশৃঙ্খলা চলিয়া আসিতেছে। ভবিষ্যতেও ইহাই চলিতে থাকিবে।

যদি দেশে শীঘ্রই পারিবারিক আদালত কায়েম করিয়া শরী'আতের শর্ত মুতাবেক সুশিক্ষিত ও সুযোগ্য (মুত্তাকী) মুসলিম হাকিম (প্রায় সমস্ত মুসলিম অধ্যুষিত দেশে যাহাকে 'কাযী' বলা হয়) দ্বারা অল্পব্যয়ে ও তিন মাস সময়ের মধ্যে সুবিচারের ব্যবস্থা চালু করা না হয়। আশা করি বর্তমান সরকার. উলামায়ে কেরাম ও নারী সমাজ ও সমিতি এ বিষয়ে আশু দৃষ্টি দিবেন।

মুসলমান শারয়ী হাকিমের (বিচারকের) হুকুম দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ খুলা, লি'আন ও ফসখ্

মুসলমানদের বিবাহ বন্ধন এতই পবিত্র ও মজবুত বন্ধন যে উহা সহজে ছিন্ন হইবার নহে। বিশেষ কারণে নিম্নলিখিত ৪ টি উপায়ে উহা ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। যথা ঃ

১. স্বামী বা স্ত্রী একজনের মৃত্যু হইলে,

২. স্বামী মুরতাদ হইয়া গেলে অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিলে,

৩. সাবালগ স্বামী যথা নিয়মে নিযুক্ত তাহার উকিল স্ত্রীকে আইন সিদ্ধভাবে তালাক দিলে, অথবা তাফবীয তালাকের ক্ষমতা প্রাপ্তা সাবালিগা স্ত্রী নিজকে বিবাহ বন্ধন হইতে মুক্ত করিলে এবং

৪. মুসলমান (শারয়ী) হাকিমের হুকুম দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা হইলে। মুসলমান (শারয়ী) হাকিমের হুকুমে যে যে ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ কিম্বা ফাস্খ (বিবাহ ভঙ্গ) করা যাইতে পারিবে তাহার বিবরণ ঃ

১. লি'আন ঃ আকিল বালিগ স্বামী যদি নিজের স্ত্রীর উপর যিনার মিথ্যা অভিযোগ করে অর্থাৎ স্ত্রীকে বলে যে তুমি যিনাকারিনী অথবা বলে আমি তোমাকে যিনা করিতে দেখিয়াছি অথবা সন্তান গর্ভে থাকিলে বা পয়দা হইলে বলে যে 'এই সন্তান আমার নহে অন্য কাহারও সন্তান'. এইরূপ অবস্থায় স্ত্রীর কর্তব্য হইবে শারয়ী কাযী (অর্থাৎ মুসলিম পারিবারিক বিষয়গুলি

www.pathagar.com

সম্পর্কে ক্ষমতা প্রাপ্ত বিচারক) -এর নিকট নালিশ দায়ের করা।

কাযীর সম্মুখে স্বামীকে চারজন সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে হইবে অন্যথায় তিনি স্বামী স্ত্রী উভয়ের কসম লইবেন।

প্রথমে স্বামীকে বলিবে, 'আমি আল্লাহ্ পাকের কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমার স্ত্রী সম্পর্কে যিনার বা অবৈধ সন্তান প্রসবের যে অভিযোগ আমি করিয়াছি উহাতে আমি সত্য বাদী" এইভাবে চারিবার বলিবে এবং পঞ্চম বার বলিবে 'আমি যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি, তবে আমার উপর আল্লাহ্র লা'নত পড়ুক।' স্বামী এইভাবে পাঁচবার কসম খাওয়ার পর স্ত্রীকেও বলিতে হইবে "আমি আল্লাহ্ পাকের কসম খাইয়া বলিতেছি যে, আমার স্বামী আমার উপর যে অভিযোগ আনিয়াছে উহা মিথ্যা, এইভাবে চারিবার বলার পর পঞ্চমবার বলিবে এই অভিযোগ সম্পর্কে আমার স্বামী যদি সত্যবাদী হন, তবে আমার উপর আল্লাহ্র লানত পড়ুক।"

এইভাবে উভয়ে কসম খাওয়ার পর কাযী উভয়কে পৃথক করে দিবেন এবং ইহাতে চিরস্থায়ী বাইন তালাক বর্তিবে অর্থাৎ ঐ স্বামী জীবনে আর কখনও ঐ স্ত্রীকে পুনঃ নিকাহ্ করিতে পারিবে না। সন্তানকেও পিতার সন্তান বলা যাইবে না, উহাকে মায়ের হাতে সমর্পণ করিয়া দিবেন। এইরূপ কসম খাওয়াকে শরী'আত লি'আন বলা হয়।

স্বামী যদি কসম খাইতে অস্বীকার করে তবে তাহাকে হাকিম বাধ্য করিবেন। এমন কি কসম খাওয়া অথবা মিথ্যা স্বীকার না করা পর্যন্ত জেলে আবদ্ধ রাখিতে পারিবেন।

১. স্বামী যদি মিথ্যা অপবাদ দেয় বা গালি দেয়ার কথা স্বীকার করে, কসম খাওয়ার আগেই হউক বা পরে হউক, তবে তাহাকে মিথ্যার শাস্তি লইতে হইবে। বিবাহ ভঙ্গের পরে ঐ স্ত্রীকে পুনরায় তাজদীদে নিকাহ্ করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু মিথ্যা অপবাদের হদ্ (শাস্তি) আশিটি বেত্রাঘাত লইতেই হইবে।

২. যে স্ত্রীর স্বামী পাগল হইয়া গিয়াছে এবং স্ত্রীর ভরণপোষণ আশঙ্কা রহিয়াছে ;

৩. যে স্ত্রীর স্বামী নপুংষক অথচ স্বেচ্ছায় বা আপোষে তালাকও দেয় না ;

৪. যে স্ত্রীর স্বামীর লিঙ্গ বিবাহের পূর্বেই বা পরে কর্তন করা হইয়াছে এবং সে স্বেচ্ছায় বা আপোষে তালাক দিতে চায় না ;

৫. যে স্ত্রীর স্বামী, স্ত্রীর ভরণপোষন চালাইতে অক্ষম কিন্তু সে শয়তানি করিয়া ভরণ-পোষণ করে না এবং স্ত্রীকে ছাড়েও না ;

৬. যে স্ত্রীর স্বামী নিরুদ্দেশ নহে, কিন্তু স্ত্রীকে নিজ বাড়ীতে আনে না, ভরণ-পোষণও করে না, তালাকও দেয় না ;

৭. যে স্ত্রীর স্বামী নিরুদ্দেশ বা নিখোঁজ রহিয়াছে, মারা গিয়াছে কি জীবিত আছে চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারা যায় নাই ;

৮. যে মেয়েকে নাবালিগা অবস্থায় বিবাহ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মেয়ে বালিগা হইয়া স্বামীকে কবুল করে না তবুও স্বামী তাহাকে ছাড়ে না ;

৯. হুরমাতে মুসাহেরা–স্বামীর যে সমস্ত পুরুষ আত্মীয় (বংশের উপরের বা নীচের নসবের দিক দিয়া কিম্বা দুধের দিক দিয়া) স্ত্রীর জন্য হারাম সেই আত্মীয়দের যদি কেহ ইচ্ছায় বা

www.pathagar.com

অনিচ্ছায় বা ভুলে স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হয় বা কামভাবের সহিত স্পর্শ করে বা চুমু খায়, অথবা স্বামী যদি স্ত্রীর ঐ সমস্ত মেয়ে আত্মীয় (বংশের উর্ধ্বের বা নিম্নের - নসবের দিক দিয়া বা দুধের দিক দিয়া) যাহারা স্বামীর জন্য হারাম, স্বামী যদি তাহাদের কাহারও সহিত সঙ্গত হয় বা কামভাবের সহিত স্পর্শ করে বা চুমু খায় তবে স্বামী স্ত্রী বিবাহ বন্ধন চিরতরে ছুটিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় স্ত্রীর ঐ স্বামীর গৃহে বসবাস করা বা স্বামীকে নিজের কাছে আসিতে দেওয়া হারাম হইয়া গেলেও স্বামী ঐ স্ত্রীকে বিদায় করিতেছে না বা পৃথকভাবে বসবাস করিতেছে না;

১০. যে কন্যাকে এমন এক লোকের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হইয়াছে অথবা যে স্ত্রীলোক ধোঁকায় পড়িয়া এক পুরুষকে বিবাহ করিয়াছে যাহার বংশ ও সামাজিক মান মর্যাদা স্ত্রীর বংশ ও মান মর্যাদা হইতে নিম্ন শ্রেণীর (অর্থাৎ সমান ঘরের নয়), কন্যার অলী ঐ বিবাহ (স্ত্রী গর্ভবতী হওয়ার পূর্বেই) ভাঙ্গিয়া দিতে ইচ্ছা করিলে;

১১. মুসলমান স্বামী বা স্ত্রী কেহ যদি মুরতাদ অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে (নাউযুবিল্লাহ্) কিম্বা অমুসলিম স্বামী বা স্ত্রী কেহ যদি মুসলমান হইয়া যায়, শরী'আত আইন মোতাবেক তাহাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে - এই বিবাহ বিচ্ছেদকে কার্যকরী করিতে হইলে;

১২. যে মু'মিনা স্ত্রীর স্বামী নামায পড়ে না, রোযা রাখে না, শরাব খায়, ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে এবং স্ত্রীকেও নামায পড়িতে, রোযা রাখিতে, কুরআন শরীফ তিলাওয়াত্ করিতে নিষেধ করে, মদ খাইতে, অন্য পুরুষের সঙ্গে রাত্রিবাস করিতে বাধ্য করে, অমান্য করিলে শারীরিক ও মানষিক উৎপীড়ন করে ইত্যাদি কারণে স্ত্রী ও তাহার অভিভাবক ও মুরব্বীগণ, তাফবীয তালাকের ক্ষমতা যুক্ত কাবীন স্বামী রেজিষ্ট্রী করিয়া না দেওয়ার দরুন, আপোষে খুলা তালাকের কাতর প্রার্থনা করিয়াও নিরাশ হয়, এইরূপ অবস্থায় ঐ দুর্দান্ত স্বামীর অত্যাচারের হাত হইতে জান ও ঈমান রক্ষার জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে হইলে ;

১৩. শরী'আত অনুসারে যে কোন হারাম বা নাজায়িয বিবাহ ভঙ্গ করিতে বা বাতিল বলিয়া ঘোষণা দিতে হইলে; উল্লিখিত সমস্ত বিষয়ে শরয়ী কাযীর (মুসলিম বিশেষ আদালতের মুসলমান হাকিমের) হুকুমের প্রয়োজন। স্ত্রী নিজে বা ক্ষমতাবিহীন তথা কথিত বিবাহ পড়াইবার কাযী, ইমাম, মৌলানা, গ্রাম্য সরদার, মাতব্বর, মেজিষ্ট্রেট, ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, মেম্বর কেহই ঐ সমস্ত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না। করাইলে কার্যকর হইবে না।

দেশে মুসলিম পারিবারিক আদালত না থাকার পরিণাম

১৮৬৪ ইং সালের ১ নং আইন দ্বারা বৃটিশ সরকার মুসলমান কাযীদের নিয়োগ সংক্রান্ত ও ধর্মীয় আদালতের সমুদয় নিয়ম-কানূন বাতিল করিয়া দিয়া সাধারণ দেওয়ানী আদালতের অধীনে মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রদত্ত ব্যক্তি গত আইন -এর বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা অর্পন করার পর হইতে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক বিশৃঙ্খলা আল্লাহ্ ও রাসূলের দেওয়া ধর্মীয় বিধানগুলি অমান্য করিবার প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে।

www.pathagar.com

এ. রবার্টস সাহেব তৎকালীন বৃটিশ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উক্ত আইনের বিল পেশ করার সময় উদ্দেশ্য ও হেতু বর্ণনা প্রসঙ্গে আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে যদিও বৃটিশ সরকার কাযীদের পদে লোক নিয়োগের রেগুলেশন গুলি বাতিল করিতেছেন তবুও যাঁহাদিগকে ইতিপূর্বে কাযীর পদে নিয়োগ করা হইয়াছে অথবা যিনি নিজের প্রভাব দ্বারা নিজকে কাযী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বা ভবিষ্যতে করিবেন, এমন যে কোন ব্যক্তি ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী নিজেদের কার্যাদি স্বাধীনভাবে চালাইয়া যাইতে পারিবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা কখনও সম্ভব হইতে পারে নাই। বিলটি যেদিন বৃটিশ কাউন্সিলে পাস করান হয় সেই দিন কাউন্সিলের একমাত্র মুসলমান মেম্বার অনারেবল নওয়াব ইউসুফ আলী খান মরহুম, যিনি সেইদিনই শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিলটির যে ধারা দ্বারা কাযীদের নিয়োগ ও কার্যাবলী বাতিল করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল তাহা লইয়া তাঁহার প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও বিলটি পাশ হইয়া যায়। আইনটি কার্যকরী হওয়ার পর বোম্বাই ও মাদ্রাজ হাই কোর্ট রায় দেন যে ইসলামী শরী'আত মোতাবেক সেই ব্যক্তিই মুসলামনদের শরী'আত আইনের (যথা– লি'আন, বিবাহ বিচ্ছেদ, হারাম ও হালাল বিবাহ ও তালাকের রায় দিবার বা বাতিল করিবার, মৃত্যু ব্যক্তির সম্পত্তির ফারাইয্ -ইত্যাদি) সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

পরে ১৮৮০ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ খান মরহুম ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে 'কাযী' বিল নামে এক বিল পেশ করেন এবং উহা ১৮৮০ সালের ১২ নং কাযী এ্যাক্ট নামে আইনে পরিণত হয়। এই আইনে প্রাদেশিক সরকারকে মুসলমানদের ইচ্ছানুযায়ী কোন এলাকা-থানা বা জিলার জন্য কাযী পদে লোক নিয়োগের ক্ষমতা অর্পন করা হয়।

আইনের মুখবন্ধে যে সমস্ত বিষয় যথা বিবাহ, তালাক, খুলা, লি'আন, ফাস্ক, মিরাস হেবা ও ওয়াক্ফ ইত্যাদির ফায়সালা করিবার বিশৃঙ্খলা দূর করিবার উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল তৎ দৃষ্টে মনে করা গিয়াছিল যে ইহার দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে শরী'আত আইনের বিধানগুলি কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় বিলের মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে সমস্ত ধারা রাখা হইয়াছিল তাহা বৃটিশ সরকারের আইন পরিষদ ব্যবস্থাপন কার্য বিভাগ কিছুতেই গ্রহণ করিতে রাজি হন নাই। ফলে ৪ নং ধারা সংযোগ করিয়া বিলটি ১৮৮০ সালের ৪ নং ধারা দ্বারা আইনটির মূল উদ্দেশ্যকেই পঙ্গু করা হয়। ৪ নং ধারায় বলা হয় যে ঃ

১. কোন ব্যক্তিকে এই আইন মোতাবেক কাযী নিযুক্ত করা হইলেও আইনের কোন শব্দ দ্বারা ইহা বুঝা যাইবে না যে- সেই কাযীকে কোন প্রকার বিচারের বা কোন ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে,

২. কাযী বা তাঁহার নিযুক্ত কোন নায়েবে-কাযীকে কোন বিবাহ বা অন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিতেই হইবে,

৩. অন্য কোন ব্যক্তিকে কাযীর কার্যাবলী সম্পাদন করিতে নিষেধ করা বা বাধা দেওয়া হইয়াছে।

১৮৮০ সালের এই কাযী বিল যখন মঞ্জুরীর জন্য পেশ করা হয়, তখন তৎকালীন ভাইসরয়, লর্ড রিপন বিস্মিত হইয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে সরকার কর্তৃক এক আইনের মাধ্যমে নিযুক্ত কোন কাযীর কোন প্রকার বিচারের বা ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা থাকিবে না– ইহা এক অদ্ভুত

www.pathagar.com

আইন।

যাহা হউক, এই কাযী এ্যাক্ট (১৮৮০ সালের ১২ নং আইন) এখনও বাংলাদেশে চালু রহিয়াছে, তবে দুঃখের বিষয় গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার উক্ত আইনটির বিস্তারিত দীর্ঘ মুখবন্ধ -এর পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ যথা ঃ যেহেতু কাযী অফিসের জন্য লোক নিয়োগের প্রয়োজন বিধায় এই আইন করা হইল' ১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন দ্বারা সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু কাযীকে কি জন্য নিয়োগ করার দারকার ও তাঁহার কর্তব্য সমূহ কি এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন বিধান আজ পর্যন্ত দেওয়া হয় নাই।

ইসলামী শরী'আতে মুসলমানদের বিবাহ, স্বামী ও স্ত্রীর বা তাহার অভিভাবকের অথবা তাহাদের উকিলের মধ্যে ইজাব কবুল দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়া যায়।

অনেকেই এমন কি শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞাত কোন কোন এড্‌ভোকেট ও মেজিষ্ট্রেটগণও মনে করেন যে যিনি বিবাহ মজলিসে কুরআন শরীফ -এর কয়েক আয়াত ও দরুদ পাঠ করিয়া দু'আ করিয়া থাকেন তিনিই বিবাহ পড়ান, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারনা। সাক্ষীদের সম্মুখে এক পক্ষের 'ইজাব' (প্রস্তাব) ও অন্য পক্ষের কবুল (গ্রহণ) করা বিবাহ বন্ধন হইয়া যায়। অবশ্য বিবাহ মজলিসে যে কোন একজন আলিম ও বুযুর্গ ব্যক্তিকে সভাপতি করিয়া তাঁহার দ্বারা খুত্‌বা পাঠ ও দু'আ করান মুস্তাহাব।

কোন কোন Muhammadan law পুস্তকে স্পষ্ট উল্লেখও রহিয়াছে- "It is a mistake to suppose that he (Mollah or Kazi) joins the couple in marriage; the marriage takes effect on the contract being completed between the partieeS."

বড়ই আক্ষেপ ও দুঃখের বিষয় যখন আমরা কোর্ট কাছারীতে আসামীর কাঠ-গড়ায় বিবাহ সংক্রান্ত ফৌযদারী মামলায় আসামীদের সঙ্গে একজন টুপি পরিহিত মৌলবী বা কাযীকে দেখিতে পাই ও জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি যে তিনি বিবাহ পড়াইয়াছেন, কাজেই তিনি আইনের চোখে বড়ই অপরাধ করিয়াছেন।

বিবাহ পড়ান কি জিনিস ? তাঁহার সহিত পক্ষগণের কোন আত্মীয়তা আছে কি ? উত্তরে জানিতে পারি যে না, তিনি যাহাতে ইজাব কবূল যথাযথভাবে শরী'আতসিদ্ধ হয় তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং কুরআন শরীফের কয়েক আয়াত পাঠ করিয়া হাত উঠাইয়া পাত্র-পাত্রীর ইহকাল ও পরকালের মঙ্গলের জন্য দু'আ করিয়াছিলেন।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে এবং ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিঃ) আইনেও যিনি বিবাহ পড়াইয়াছেন (Who has solemnized the marriage) তাঁহাকেই দুই পক্ষ ও সাক্ষীগণকে লইয়া বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রারী করাইতে হইবে নচেৎ আইনের ৫/১ ধারা মতে পাঁচ শত টাকা বা তিন মাস কারাদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

বিবাহ পড়ান বা solemnize অর্থ কি তাহা আইনে বা নিয়মাবলীতে ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই।

১৯৩৭ সালের শরী'আত আইন ও ১৯৩৯ সালের মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন জারি করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহার দ্বারাও মুসলমানদের বিশেষ কোন উপকার ও সমস্যাদি সমাধান হয় নাই।

www.pathagar.com

১৯৩৯ সালের বিবাহ বিচ্ছেদ বিলের প্রবর্তক এড্‌ভোকেট কাযী মুহম্মদ আহমাদ কাস্‌মী নিজেই স্বীকার করিয়াছিলেন যে এই আইন যদিও শরী'আতের বিধান মোতাবেক পাশ করাইতে পারা গেল না, তিনি পরে আর একটি বিল এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উত্থাপন করিবেন। ১৯৩৯ সালেই তিনি পুনরায় 'কাযী এ্যাক্‌ট' নামে পর পর দুইটি বিল পেশ করেন।

প্রথম বিলে বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার, খোরপোষ ইত্যাদি মুসলিম পারিবারিক আইনের শরী'আত সংক্রান্ত বিষয় ও মামলার জন্য বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠণ এবং কাযী ও নায়েব কাযীর দ্বারা মুসলমানদের সমস্ত বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রেশন এর ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়; কিন্তু বৃটিশ সরকারের এবারও ধর্ম-ভিত্তিক-আদালত প্রতিষ্ঠায় বাধা দেওয়ার দরুন বিলটি নাকচ হইয়া যায়। দ্বিতীয় বিলটি কাযী ও নায়েবে কাযীদের দ্বারা সমস্ত বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রেশন এর ব্যবস্থা মুলতবী হইয়া যায়।

১৯৫১ সালে কাযীদের মান উন্নয়নে ও বিবাহ, তালাক বাধ্যতামূলকভাবে রেজিষ্ট্রী করাইবার উদ্দেশ্যে রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের ইনস্‌পেক্টর জেনারেল ২/১০/৫১ ইং তারিখে আলেমগণের এক স্কীম অনুমোদনপূর্বক তৎকালীন পূর্ব বঙ্গ সরকার সমীপে পেশ করেন, কিন্তু আক্ষেপ ও দুঃখের বিষয় মুসলিম ম্যারেজ রেজিষ্ট্রার ও কাযী সমিতির কতিপয় কর্মকর্তা নিজেদের অদূরদর্শিতার কারণে ও তাদের হীন স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য স্কীমকে ধামা চাপা দিবার চেষ্টা চালান। এ বিষয়ে জনাব মাহবুবুল আলম সাহেবও "কাযীদের মান উন্নয়নের প্রশ্ন" নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন যাহা 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় ২১ শে আষাঢ়, ১৩৬৪ বাংলায় প্রকাশিত হয়।

ফলে, সরকার ঐ স্কীমকে কার্যকর করার পরিবর্তে মুসলিম রেজিষ্ট্রার ও কাযীদের বহু সমস্যাদির মধ্যে শুধু ৯ ই ধারা সংশোধনের জন্য ১৯৫৩ সালের ১৯ নং বঙ্গীয় মুসলিম বিবাহ ও তালাক রেজিষ্ট্রেশন (পূর্ববঙ্গ সংশোধনী) বিল পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করেন। বিলে, ১৯৩৫ সালের ১নং আইনের ৯ ধারায় যে সমস্ত ভুল-ত্রুটি (যথা ঃ স্বামী কর্তৃক তালাক দিবার ক্ষমতা স্ত্রীকে অর্পন করা, এইরূপভাবে শরয়ী বরখেলাপ তাফবীজ তালাক করার পর ছয় মাস ঐ স্ত্রীলোকের অন্যত্র নিকাহ্ করা বা দেওয়া চলিবে না, ঐ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ দিবার ও রেজিষ্ট্রারী করিবার পূর্বে এক মাসের নোটিশ পূর্ব স্বামীকে না দিয়া পুনঃ বিবাহ করিলে ঐ বিবাহ রেজিষ্ট্রারী করা যাইবে না ইত্যাদি) ছিল তাহা রদও যথাযথ সংশোধন করার পরিবর্তে আরও জটিল, অযৌক্তিক ও শরীয়তের বরখিলাফ (যথা ঃ তাফবীয তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত ' ছয়মাস এবং স্বামীকে পূর্বের এক মাস নোটিশ এর স্থলে দুই মাসের নোটিশের মিয়াদ (৬+২) মাস অতিবাহিত না হইলে ঐ স্ত্রী পুনরায় নিকাহ্ করিতে পারিবে না, তাফবীয তালাক রেজিষ্টারী করিবার পূর্বেও স্বামীকে দুই মাসের নোটিশ না দিলে কোন নিপীড়িত ও অত্যাচারিতা স্ত্রী তাফবীযর ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তালাক করিতে পারিবে না ও উক্ত তালাক রেজিষ্টারী করাও যাইবে না, নোটিশ রেজিষ্টী ডাকযোগে বিবাহ বিল আইন পরিষদকেই করিতে হইবে ইত্যাদি) প্রস্তাব করা হইয়াছিল।

এই বিল আইন পরিষদে পেশ হওয়া মাত্র সরকারী ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যগণ এবং নারী সমাজ ও মহিলা সমিতি কর্তৃক ইহার তীব্র নিন্দা ও প্রবল প্রতিবাদ ও সমালোচনার দরুন অবশেষে সরকার (বিলের উত্থাপক মন্ত্রী জনাব মফিজুদ্দিন আহ্‌মদ) বিলটির আলোচনা বন্ধ

www.pathagar.com

করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অতঃপর ১৯৫৫ সালের ৪ঠা আগষ্ট পাকিস্তান সরকার মুসলমানদের বিবাহ ও পারিবারিক আইন সংক্রান্ত বিশেষ করিয়া বিবাহ ও তালাক সুষ্ঠুভাবে রেজিষ্ট্রেশন এর ব্যবস্থা, স্বামী স্ত্রী উভয়ের বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ও বিশেষ পারিবারিক আদালত গঠণ সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করিবার জন্য ৪ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলা সদস্য লইয়া এক ম্যারেজ কমিশন নিয়োগ করেন।

কমিশন ১লা জুন ১৯৫৬ তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন এবং উহা ১১ই জুন ও ৩০শে আগষ্ট, ১৯৫৬ তারিখে সাধারণের জ্ঞাতার্থে সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হয়। উক্ত ম্যারেজ কমিশন রিপোর্ট সম্পর্কে হজরত মাওলানা ইহ্‌তিশামূল হক থানভী (র.) সাহেবের ডিসেন্ট নোট (মতভেদ-মন্তব্য) ও 'Marriage Commission Report Rayed' পুস্তকে এবং অন্যান্য বহু পুস্তিকায় ও প্রবন্ধে বিশিষ্ট উলামায়ে কেরামদের তীব্র সমালোচনা, মতামত ও পরামর্শ প্রকাশিত হয়। প্রস্তাবগুলির মধ্যে সহজ ও সুষ্ঠুভাবে মুসলমানদের সমস্ত বিবাহ রেজিষ্ট্রী করিবার ব্যবস্থা এবং তালাক ও বিবাহ বিচ্ছেদ পারিবারিক আইন সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে পারিবারিক আদালত প্রতিষ্ঠা করাই প্রধান সুপারিশ ছিল।

কিন্তু ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের উক্ত ম্যারেজ কমিশন রিপোর্ট এর কতিপয় সুপারিশ কার্যকরী করিবার দাবী করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ আজ পর্য্যন্ত ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন ও ১৮৮০ সালের কাযী এ্যাক্‌ট -এর যথাযথ সংশোধন করা হয় নাই।

আল্লাহ্‌ ও রাসূলের প্রদত্ত পারিবারিক আইন-কানুনের অনুসরণ সমাজ জীবন হইতে দিনে দিনে নিঃশেষ হইয়া মুসলমানদের সামাজিক ও নৈতিক চরিত্র, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি আজ চরমে পৌছিতেছে। এই আইনকে যুগের চাহিদা পূরণ করিবে এমনভাবে সাজানোর জন্য বিশিষ্ট উলামায়ে কেরাম ও আইনজীবিগণকে আগাইয়া আসার অনুরোধ করা হইল।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

দেশীয় মুদ্রা বিষয়ক আর্য্যা

২০ তিল = এক ক্রান্তি (৻/)	১০০ তিল = ৻।//
৩ ক্রান্তি বা ৬০ তিল } = ১ কড়া (৻।)	১০০ক্রান্তি = ৻৮।/
৪ কড়া = ১ গন্ডা (৻২)	১০০ কড়া = /৫
২০ গন্ডা =১ আনা (/.)	১০০ গন্ডা = ।/.
১৬ আনা = ১ টাকা (১৲)	১০০ আনা =৬।৹টাকা

৭৬, ৮০০ তিল = এক টাকা (সেটেলমেন্ট এর নিয়মানুসারে)

৩,৮৪০ ক্রান্তি = এক টাকা

১,২৮০ কড়া = এক টাকা

৩২০ গন্ডা = এক টাকা

১০০ পয়সা = এক টাকা

<u>লিখিবার নিয়ম ঃ</u> ষোল আনায় এক টাকা = ১৲

এক আনা / দুই আনা ৵. তিন আনা ৶. চার আনা ।৹

৵১৩।/ = দুই আনা তের গন্ডা এক কড়া এক ক্রান্তি।

৵৫।।//১১ = দুই আনা পাচ গন্ডা দই কড়া দুই ক্রান্তি এগার তিল।

১০০ পয়সায় এক টাকা = ১.০০ টাকা

পাঁচ পয়সা = .০৫, দশ পয়সা = .১০, পঁচিশ পয়সা = .২৫

এক টাকা পঁচিশ পয়সা = ১.২৫

দেশীয় বাজার ওজন বিষয়ক আর্য্যা

৪ আনা = ১ সিকি	এক মণ = ৪০ সের
৪ সিকি = ১ তোলা	এক মণ = ৬৪০ ছটাক
৫ সিকি = ১ কাঁচ্চা (৻৫)	এক মণ = ২৫৬০ কাঁচ্চা
৪ কাঁচ্চা বা ৫ তোলা } = ১ ছটাক (/.)	এক মণ = ৩২০০ তোলা

www.pathagar.com

১৬ ছটাক
বা } = ১ সের (৴১)
৮০ তোলা

৪০ সের = ১ মণ (৲/)

৴১ সের = ১/৪০ মণ	৴৹ ছটাক = ১/১৬ সের
৴১। সের = ১/৩২ মণ	৵৹ ছটাক = ১/৮ সের
৴২॥ সের = ১/১৬ মণ	।৹ ছটাক = ১/৪ সের
৴৪ সের = ১/১০ মণ	॥৹ টাকা = ১/২ সের
৴৫ সের = ১/৮ মণ	৴৮ সের = ১/৫ মণ
।৹ সের ১/৪ মণ	॥৹ সের = ১/২ মণ

লিখিবার নিয়ম ঃ

৮ মণ তের সের ১৪ ছটাক ২ তোলা	১০ মন ২৩ সের ৫ ছটাক ২ কাঁচা
মণ **৮।৩h৵** ২ তোলা	১০॥৩।৴১০ কাঁচ্চা

www.pathagar.com

দেশীয় ভূমির পরিমান বিষয়ক আর্য্যা

১ বর্গ হাত = ১ গন্ডা (৴)	৪ বর্গহাত বা গন্ডা =১ বর্গগজ
২০ গন্ডা বা বর্গহাত =১ ছটাক (৶)	৮০ বর্গগজ = ১কাঠা
১৬ ছটাক = ১ কাঠা (৵)	
২০ কাঠা = বিঘা (৲)	

১ বিঘা = ১৬০০বর্গগজ

বিঘা = ৬৪০০ গন্ডা বা বর্গহাত

বিঘা = ৩২০ ছটাক

বিঘা =১ ৪৪০০ বর্গফুট।

১ একর বা ১.০০ শতাংশ = ৪৮৪০ বর্গগজ

১ .. .. = ৩ $\frac{১}{৪০}$ বা $\frac{১২১}{৪০}$ বিঘা

(৩ বিঘা ৮ ছটাক)

লিখিবার নিয়ম ঃ ১৫ বিঘা ১৫ কাঠা **১৫** ছটাক ১৫ গজ।

বিঘা = ১৫ ৸৶/১৫ গ:

www.pathagar.com

১৲ ষোল আনা অংশের ভাগ
(গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলে)

এক টাকার অংশ → বা মুলরাশি ↓ ভাগ ↓	ষোল আনা অংশ	১/২	১/৪	১/৮	১/৬
১	১৲	৷৷০	৷০	৵০	৵১৩৷/
২	৷৷০	৷০	৵০	/০	/৬৷৷//
৩	৷/৬৷৷//	৵১৩৷/	/৬৷৷//	৻১৩৷/	৻৩৭৸৬ +২
৪	৷০	৵০	/০	৻১০	৻২৩৷/
৫	৶/৪	/১২	৻১৬	৻৮	৻১০৷৷//
৬	৵১৩৷/	/৬৷৷//	৻১৩৷/	৻৬৷৷//	৻৮৸/৯৩
৭	৵৫৷৷//১১ +৩	/২৸/৫ +৫	৻১১৷//২ +৬	৻৫৷৷//১১ +৩	৻৭৷৷/৮ +৪
৮	৵০	/০	৻১০	৻৫	৻৬৷৷//
৯	/১৫৷৷/৩ +৩	৻১৭৸৬ +৬	৻৮৸/১৩ +৩	৻৪৷//৬ +৬	৻২৸//২ +২
১০	/১২	৻১৬	৻৮	৻৪	৻৫৷/
১১	/৯/৯ +৯	৻১৪৷৷১০ +১০	৻৭৷৫ +৫	৻৩৷৷/১২ +৮	৻৪৸/৩ +৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ তিলের অবশিষ্টাংকে + চিহ্ন দিয়া দেখান হইয়াছে। বিবেচনা মত ওয়ারিসদের মধ্যে উহা ভাগ করিয়া দিতে পারা যাইবে।

www.pathagar.com

১৲ ষোল আনা অংশের ভাগ

(গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলে)

অংশ ➡ ভাগ	$\frac{১}{৩}$	$\frac{২}{৩}$	$(১৲ - \frac{১}{৪}) = \frac{৩}{৪}$	$(১৲ - \frac{১}{৬}) = \frac{৫}{৬}$	$(১৲ - \frac{১}{৮}) = \frac{৭}{৮}$
১	।/৬॥//	॥৵১৩/	h.	h/৬॥//	h৵.
২	৵১৩।	।/৬॥//	।৵.	।৵১৩।/	।৶/.
৩	/১৫॥১৬ +১	৶/১১/৬ +২	।.	।৮h/১৩ +১	।১৩।/
৪	/৬॥//	৵১৩।/	৶/.	৶/৬॥//	৶/১০
৫	/১।/	৵২॥//	৵৮	৵১৩।/	৵১৬
৬	‹১৭h৩ +৪	/১৫॥১৩ +২	৵.	৵৪।//৬ +৪	৵৬॥//
৭	‹১৫//১৭ +১	/১০।//১৪ +২	/১৪।৮ +৪	/১৮/২ +৬	৵.
৮	‹১৬।/	/৬॥//	/১০	/১৩।/	/১৫
৯	‹১১h/৪ +৪	/৬।//৮ +৮	/৬॥//	/৩।/১১ +১	/১১/৬ +৬
১০	‹১০॥//	/১।/	/৪	/৬।//	/৮
১১	‹১॥//৭ +৩	‹৩।/১৪ +৬	/১h ১৬ +৪	/৪// ১৮ +২	/৫।// ৯ +১

www.pathagar.com

১৲ ষোল আনা অংশের ভাগ
(গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলে)

এক টাকার অংশ ➡ বা মুলরাশি ⬇	ষোল আনা অংশ	১/২	১/৪	১/৮	১/৬
ভাগ ⬇ ১২	/৬।।//	৻১৩/	৻৬।।//	৻৩।/	৻৪।//৬ +৮
১৩	/৪।।/৭ +৯	৻১২।১৬ +১১	৻৬/১৬ +১২	৻৩ ১৮ +৬	৻৪ /৪ +৮
১৪	/২৸/৫ +১০	১১।//২ +১২	৻৫।। //১১ +৬	৻২৸/৫ +১০	৻৩৸১৪ +৮
১৫	/১।/	৻১০।।//	৻৫।/	৻২।।//	৻৩।।১০
১৬	/.	৻১০	৻৫	৻২।।	৻৩।/
১৭	৻১৮৸১৭ +১১	৻৯।/১৮ +১৪	৻৪।।//৯ +৭	৻২।/৪ +১২	৻৬/১২ +১৬
১৮	৻১৭৸৬ +১২	৻৮৸/১৩ +৬	৻৪।//৬ +১২	৻২//১৩ +৬	৻২৸//১২ +২
১৯	৻১৬৸/২ +২	৻৮।//১ +১	৻৪//১০ +১০	৻২/৫ +৫	৻২৸১৩ +১৩
২০	৻১৬	৻৮	৻৪	৻২	৻২।।//
২৪	৻১৩।/	৻৬।।//	৻৩।/	৻।।//	৻২//১৩ +৮
২৭	৻১১৸/৪ +১২	৻৫৸//২ +৬	৻২৸//১১ +৩	৻১।//১৫ +১৫	৻১৸//১৪ +২

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ তিলের অবশিষ্টাংককে+চিহ্ন দিয়া দেখান হইয়াছে। বিবেচনা মত ওয়ারিসদের মধ্যে উহা ভাগ করিয়া দিতে পারা যাইবে।

www.pathagar.com

১৲ ষোল আনা অংশের ভাগ
(গন্ডা, কড়া, ক্রান্তি ও তিলে)

অংশ - ভাগ	১/৩	২/৩	(১৲ - ১/৪) = ৩/৪	(১৲ - ১/৬) = ৫/৬	(১৲ - ১/৮) = ৭/৮
১২	৲৮৸/১৩ +৪	৲১৭৸৬ +৮	/.	/২//১৩ +৪	/৩।/
১৩	৲৮//৯ +৩	৲১৬।১৮ +৬	৲১৮।//১০ +১০	/।। ১৩ +১	/৯।। ৯ +৬
১৪	৲৭।।/৮ +৮	৲১৪//১৭ +২	৲১৭/১৪ +৪	৲১৯/১৭ +২	/.
১৫	৲৭/৬ +১০	৲১৪/১০ +৫	৲১৬	৲১৭৸ ৬ +১০	৲১৮।।//
১৬	৲৬।।//	৲১৩।/	৲১৫	৲১৬।। //	৲১৭।।
১৭	৲৬। ৫ +১৫	৲১২।। ১১ +১৩	৲১৭ /৮ +৪	৲১৫।।// ৪ +১২	৲১৬।// ১২ +১৬
১৮	৲৫৸//২ +৪	৲১১৸/৪ +৮	৲১৩।/	৲১৪৸ ১৫ +১০	৲১৫।। ১৩ +৬
১৯	৲৫।।/৭ +৭	৲১১//৪ +১৪	৲১২।।/১১ +১১	৲১৪ ৮ +৮	৲১৪।।//১৬ +৬
২০	৲৫।/	৲১০।।//	৲১২	৲১৩।/	৲১৪
২৪	৲৪।৬// +১৬	৲৮৬/১৩ +৮	৲১০	৲১১/৬ +১৬	৲১১।।//
২৭	৲৩৸//৮ +৪	৲৭৸/১৩ +৮	৲৮৸/১৩ +৯	৯৸/১০ +১০	১০।/৮ +৩

মৃত ব্যক্তির মালের বন্টন সম্পর্কে অঙ্কের উদাহরণ

১। আবদুর রহীম এক স্ত্রী, এক পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া মারা যায়। ফারাইয্ অনুযায়ী ষোল আনার মধ্যে তাহার স্ত্রী ৵ পুত্র।৶/ ১ম কন্যা ৶/১০ ২য় কন্যা ৶/১০ অংশের উত্তরাধিকারী। তাহার অসিয়ত উপদেশ মতে দান খয়রাত ও ফকির মিস্কীনকে খাওয়ান-দাওয়ানের পর অবশিষ্ট নগদ ৫০০ টাকা ৫ মণ ধান এবং ৫ একর জমি তাহার ওয়ারিসদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে কে কত টাকা কয় মণ ধান ও কি পরিমাণ জমি ভাগে পাইবে?

www.pathagar.com

উত্তর ভগ্নাংশের নিয়মে

৵৹ স্ত্রী = $\frac{২ \times ৫০০}{১৬} = \frac{৫০০}{৮}$ টাকা = ৬২।৷৹	৬২.৫০
।৵৹ পুত্র = $\frac{৭}{১৬} \times \frac{১২৫}{৫০০} = \frac{৮৭৫}{৪}$ টাকা = ২১৮ ৸৹	২১৮.৭৫
কন্যা ৴৴১০ পুত্রের অর্ধেক = ১০৯ । ৵৹	১০৯. ৩৭ $\frac{১}{২}$
কন্যা ৴৴১০ $\frac{৩\frac{১}{২} \times ৫০০}{১৬} = \frac{\frac{৭}{২} \times ১২৫}{৪}$ = ১০৯ । ৵৹	১০৯.৩৭ $\frac{১}{২}$
৫০০৲	৫০০৲

মন সের ছটাক

স্ত্রী ৵৹ $\frac{২ \times ৪০ \div ৫}{১৬}$ = ২৫ সের ০-২৫-০	।৷৫ সের
পুত্র ।৴৹ $\frac{৭ \times ৪০ \times ৫}{১৬} = \frac{১৭৫}{২}$ সের ২-৭-৮	২/৭।৷
কন্যা ৴৴১০ - $\frac{৭ \times ৪০ \times ৫}{৩২ \times ৪} = \frac{১৭৫}{৪}$ = ১-৩-১২	১/৩৸
কন্যা ৴৴১০- $\frac{৭ \times ৪০ \times ৫}{৩২ \times ৪} = \frac{১৭৫}{৪}$ = ১-৩-১২	১/৩৸
মণ ৫-০-০	৫/

স্ত্রী ৵৹ $\frac{২ \times ৫০০}{১৬} = \frac{১.২৫}{৮}$ = .৬২ + $\frac{১}{২}$	.৬৩ শং
পুত্র ।৴৹ $\frac{৭}{১৬} \times \frac{১২৫}{৫০০} = \frac{৮.৭৫}{৪}$ = ২.১৮ + $\frac{৩}{৪}$	২.১৯ শং
কন্যা ৴৴১০- পুত্রের অর্ধেক = ১.০৯ + $\frac{৩}{৮}$	১.০৯ শং
কন্যা ৴৴১০- পুত্রের অর্ধেক = ১.০৯ + $\frac{৩}{৮}$	১.০৯ শং
৫.০০	৫.০০

www.pathagar.com

চলতি নিয়মে

১০০ আনা = ৬।•   ৫০০ আনা = ৬।•× ৫ = ৩১।•

স্ত্রী ৵   ৩১।• × ২ = ৬২॥•

পুত্র ।৶   ৩১।• × ৭ = ২১৮৸•

কন্যা ৶/১০৩১ × ৩ = ৯৩৸

১০৯।৵•

+ ২৫০ আনা = ১৫ ॥৵•

কন্যা ৶/১০ পুত্রের অর্ধেক –   ১০৯।৵•

৫০০

স্ত্রী ৵• — /৫×৫ = ২৫ সের = ॥৫

পুত্র ।৶• — /২॥× ৭ × ৫ = ৮৭$\frac{১}{২}$ " = ২/৭॥•

কন্যা ৶/১০ পুত্রের অর্ধেক — = ৪৩$\frac{৩}{৪}$ = ১/৩৸

কন্যা ৶/১০ পুত্রের অর্ধেক — = ৪৩$\frac{৩}{৪}$ = ১/৩৸

৫/

স্ত্রী ৵•   ১২.৫ × ৫ = .৬২+$\frac{১}{২}$ শাং

পুত্র ।৶• -।• =.২৫   ৬$\frac{১}{৪}$ ×৭ × ৫ = ২.১৮+$\frac{৩}{৪}$ শাং

৵• = ১২$\frac{১}{২}$

/• = ৬$\frac{৩}{৪}$

.৪৩$\frac{৩}{৪}$ × ৫=২.১৮$\frac{৩}{৪}$

কন্যা ৶/১০ — পুত্রের অর্ধেক = ১.০৯+ $\frac{৩}{৮}$ শাং

কন্যা ৶/১০ — পুত্রের অর্ধেক = ১.০৯+ $\frac{৩}{৮}$ শাং

একর ৫.০০

www.pathagar.com

দশমিকে, বর্গফুটে ও বর্গ মিটারে ১ কাঠা হইতে ২০ কাঠার পরিমাণ

কাঠা =	দশমিক	= বর্গফুট	= বর্গমিটারে
১ কাঠা	.০১৬৫	৭২০	৬৬.৮৯
২ কাঠা	.০৩৩	১৪৪০	১৩২.৭৮
৩ কাঠা	.০৪৯৫	২১৬০	২০০.৬৭
৪ কাঠা	.০৬৬	২৮৮০	২৬৭.৫৬
৫ কাঠা	.০৮২৫	৩৬০০	৩৩৪.৪৫
৬ কাঠা	.০৯৯	৪৩২০	৪০১.৩৪
৭ কাঠা	.১১৫৫	৫০৪০	৪৬৮.২৩
৮ কাঠা	.১৩২	৫৭৬০	৫৩৫.১২
৯ কাঠা	.১৪৮৫	৬৪৮০	৬০২.৯১
১০ কাঠা	.১৬৫	৭২০০	৬৬৮.৯০
১১ কাঠা	১৮১৫	৭৯২০	৭৩৫.৭৯
১২ কাঠা	.১৯৮	৮৬৪০	৮০২.৬৮
১৩ কাঠা	. ২১৪৫	৯৩৬০	৮৬৯.৫৭
১৪ কাঠা	. ২৩১	১০০৮০	৯৩৬.৪৬
১৫ কাঠা	.২৪৭৫	১০৮০০	১০০৩.৩৫
১৬ কাঠা	. ২৬৪	১১৫২০	১০৭০.২৪
১৭ কাঠা	.২৮০৫	১২২৪০	১১৩৭.১৩
১৮ কাঠা	.২৯৭	১২৯৬০	১২০৪.০২
১৯ কাঠা	. ৩১৩৫	১৩৬৮০	১২৭০.৯১
২০ কাঠা	.৩৩	১৪৪০০	১৩৩৭.৮০

www.pathagar.com

এক টাকার ভাগ ঃ (১০০ পয়সার বা দশমিকের পাঁচ অঙ্কে অর্থাৎ এক লক্ষ ভাগ)

অংশ ভাগ	১০০ পয়সা (ভগ্নাংশে)	১০০ পয়সা (দশমিকে)	১/২ .৫০ পয়সা	১/৪ .২৫	১/৮ .১২৫	১/৬ .১৬৬৬	অংশ ⬅ ভাগ
⬇ ২	⬇ ৫০	⬇ .৫০	.২৫	.১২৫	.০৬২৫	.০৮৩৩	⬇ ২
৩	৩৩+১/৩	.৩৩৩৩+১	.১৬৬৬৬+২	.০৮৩৩৩+১	.০৪১৬৬+২	.০৫৫৫৩+১	৩
৪	২৫	.২৫	.১২৫	.০৬২৫	.০৩১২৫	.০৪১৬৫	৪
৫	২০	.২০	.১০	.০৫	.০২৫	.০৩৩৩২	৫
৬	১৬+২	.১৬৬৬+৪	.০৮৩৩৩+২	.০৪১৬৬+৪	.০২০৮৩+২	.০২৭৭৬+৪	৬
৭	১৪+২/৭	.১৪২৮+৪	.৭১৪২+৬	.০৩৫৭১+৩	.০১৭৮৫+৫	.০২৩৮	৭
৮	১২+১/২	.২৫	.০৬২৫	.০৩১২৫	.০১৫৬২+৪	.০২০৮২+৪	৮
৯	১১+১/৯	.১১১১+১	.০৫৫৫৫+৫	.০২৭৭৭+৭	.০১২৮৮+৮	.০১৮৫১+১	৯
১০	১০	.১০	.০৫	.০২৫	.০১২৫	.০১৬৬৬৬	১০
১১	৯+১/১১	.০৯০৯+১	.০৪৫৪৫+৫	.০২২৭২+৮	.০১১৩৬+৪	.০১৫১৪+৬	১১
১২	৮+১/৩	.০৮৩৩+৪	.৪১৬৬+৮	.০২০৮৩+৪	.০১০৪১+৮	.০১৩৮৮+৪	১২

www.pathagar.com

এক টাকার ভাগ ঃ (১০০ পয়সার বা দশমিকের পাঁচ অঙ্কে অর্থাৎ এক লক্ষ ভাগ)

অংশ ভাগ	(১-২/৩) = ১/৩ .৩৩৩৪	(১-১/৩) = ২/৩ .৬৬৬৭	(১-১/৬) = ৫/৬ .৮৩৩৪	(১-১/৪) = ৩/৪ .৭৫	(১-১/৮) = ৩/৮ .৮৭৫	অংশ ← ভাগ
↓ ২	.১৬৬৭	.৩৩৩৩৫	.৪১৬৭	.৩৭৫	.৪০৭৫	↓ ২
৩	.১১১১৩+১	.২২২২৩+১	.২৭৭৮	.২৫	.২৯১৬৬+২	৩
৪	.০৮৩৩৫	.১৬৬৬৭+২	.২০৮৩৫	.১৮৭৫	.২১৮৭৫	৪
৫	.০৬৬৮	.১৩৩৩৪	.১৬৬৬৮	.১৫	.১৭৫	৫
৬	.০৫৫৫৬+৪	.১১১১১+৪	.১৩৮৯	.১২৫	.১৪৫৮৩+২	৬
৭	.০৪৭৬১+৬	.০৯৫২৪+২	.১১৯০৫+৫	.১০৭১৪+১	.১২৫	৭
৮	.০৪১৬৭	.০৮৩৩৩+৬	.১০৪১৭+২	.০৯৩৭৫	.১০৯৩৭+৪	৮
৯	.০৩৭০৪+৪	.০৭৪০৭+৭	.০৯২৬	.০৮৩৩৩+৩	.০৯৭২২+২	৯
১০	.০৩৩৩৪	.০৬৬৬৭	.০৮৩৩৪	.০৭৫	.০৮৭৫	১০
১১	.০৩০৩+১	.০৬০৬+১	.০৭৫৭৬+৪	.০৬৮১৮+২	.০৭৯৫৪+৬	১১
১২	.০২৭৭৮+৪	.০৫৫৫৫+১০	.০৬৯৪৫	.০৬২৫	.০৭৪৯১+৮	১২

www.pathagar.com

এক টাকার ভাগ ঃ (১০০ পয়সার বা দশমিকের পাঁচ অঙ্কে অর্থাৎ এক লক্ষ ভাগ)

অংশ ভাগ	১০০ পয়সা (ভগ্নাংশে)	১০০ পয়সা (দশমিকে)	১/২ .৫০ পয়সা	১/৪ .২৫	১/৮ .১২৫	১/৬ .১৬৬৬	অংশ ⬅ ভাগ
⬇ ১৩	⬇ ৭+৯/১৩	⬇ .০৭৬৯+৩	.০৩৮৪৬+২	.০১৯২৩+১	.০০৯৬১+৭	.০১২৮১+৭	⬇ ১৩
১৪	৭+২/১৪	.০৭১৪+৪	.০৩৫৭১+৬	.০১৭৮৫	.০০৮৯২+১/২	.০১১৯	১৩
১৫	৬+২/৩	.০৬৬৬+১০	.০৩৩৩+৫	.১৬৬৬+১০	.০০৮৩৩+৫	.১১১+১	১৪
১৫	৬/৪	.০৬২৫	.০৩১২৫	.০১৫৬২+৮	.০০৭৮১+৪	.০১০৪১+৪	১৫
১৬	১৬+১/৪	.০৬২৫	.০৩১২৫	.০১৫৬২+৮	.০০৬৭১+৪	.০১০৪১+৪	১৬
১৭	৫+১৫/১৭	.০৫৮৮২+৪	.০২৭৪১+৩	.০১৪৭+১	.০০৭৪৫+৫	.০০৯৮+১৭	১৭
১৮	৫+৫/৯	.০৫৫৫৫+১০	.০২৭৭৭+১৪	.০১৩৮৮+১৬	.০০৬৯৪+৮	.০০৯২৫+১০	১৮
১৯	৫+৫/১৯	.০৫২৬৩+৩	.০২২৬৩১+১১	.০১৩১৫+১৫	.০০৬৫৭+১৭	.০০৮৭৬+১৬	১৯
২০	৫	.০৫	.০২৫	.১২৫	.০০৬২৫	.০০৮৩৩	২০
২৪	৪+১/৬	.০৪১৬৬+১৬	.০২০৮৩+৮	.০১০০৪+৪	.০০৫৩+২	.০০৬৯৪+৪	২৪
২৭	৩+১৯/২৭	.০৩৭০৩+১৯	.০১৮৫১+১	.০০৯২৭+২৫	.০০৪৬২+২৬	.০০৬১৭+১	২৭

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ভাগ শেষগুলি +চিহ্ন দ্বারা দেখান ইইয়াছে। যে স্থলে ভাগ দেখান ইইয়াছে সে ক্ষেত্রে কয়েক ভাগে ১ অংক বেশী দিয়া মিল করিতে হইবে।

www.pathagar.com

এক টাকার ভাগ ঃ (১০০ পয়সার বা দশমিকের পাঁচ অঙ্কে অর্থাৎ এক লক্ষ ভাগ)

অংশ ভাগ	$(১-\frac{২}{৩})=\frac{১}{৩}$.৩৩৩৪	$(১-\frac{১}{৩})=\frac{২}{৩}$.৬৬৬৭	$(১-\frac{১}{৬})=\frac{৫}{৬}$.৮৩৩৪	$(১-\frac{১}{৪})=\frac{৩}{৪}$.৭৫	$(১-\frac{১}{৮})=\frac{৩}{৮}$.৮৭৫	অংশ ← ভাগ
↓ ১৩	.০২৫৬৪+৮	.০৫১২৮+৬	.০৬৪১+১	.০৫৭৬৯+৩	.০৬৭৩+১	↓ ১৩
১৪	.০১৩৮১	.০৪৭৬২+২	.০৫৯৫২-১২	.০৫৩৫৭+২	.০৬২৫	১৪
১৫	.০২২২২+১০	.০৪৪৪৪+১০	.০৫৫৫৬	.০৫	.০৫৮৩৩+৫	১৫
১৬	.০২০৮৩+১২	.০৪১৬৬+১৪	.০৫২০৮+১২	.০৪৬৮৭+৮	.৫৪৬৮+১২	১৬
১৭	.০১৯৬১+৩	.০৩৯২১+১৩	.০৪৯০২+৬	.০৪৪১১+১৩	.০৫১৪৭+১	১৭
১৮	.০১৮৫২+৪	.০৩৭০৩+১৬	.০৪৬২৯+১২	.০৪১৬৬+১২	.০৪৮৬১+২	১৮
১৯	.০১৭৫৪+১৭	.০৩৫০৮+১৮	.০৪৩৮৬+৬	.০৩৯৪৭+৭	.০৪৬০৫+৫	১৯
২০	.০১৬৬৭	.০৩৩৩+১০	.০৪১৬৭	.০৩৭৫	.০৪৩৭	২০
২৪	.০১৩৮৯+৪	.০২৭৭+২২	.০৩৪৭২+১২	.০৩১২৫	.০৩৬৫৪+২০	২৪
২৭	.০১২৩৪+২২	.০২৪৬৯+৭	.০৩০৮৬+১৮	.০২৭৭৭+২১	.০৩২৪+২০	২৭

যথা ঃ ১.০০ টাকা ২৪ ভাগে ভাগ করিলে ১৬ ভাগে .০৪১৬৭ ও ৮ ভাগে .০৪১৬৬ হইবে। অথবা ফারাইযে + চিহ্ন দেখাইতে হইবে।

www.pathagar.com

দশমিক অংশের সমানুপাতিক ভাগ

এক টাকার দশমিক ভগ্নাংশের যে কোন অংশের দশ, একশত, এক হাজার, দশ হাজার বা এক লাখ টাকার সমানুপাতিক ভাগ কত হইবে তাহা জানিতে হইলে দশমিক বিন্দুকে এক অংকের পরে স্থাপন করিলে ১০ টাকার, দুই অঙ্কের পরে স্থাপন করিলে ১০০ টাকার ও তদরুপ তিন, চার বা পাঁচ অঙ্কের পরে স্থাপন করিলে যথাক্রমে ১০০০/- ১০,০০০/- ১,০০০০০/- টাকার সমানুপাতকি ভাগ পাওয়া যাইবে।

যেমন ঃ

অংশ	এক টাকার	দশ টাকার টাঃ পয়সা	একশত টাকার টাঃ পয়সা	একহাজার টাকার টাঃ পয়সা	দশ হাজার টাকার টাঃ পয়সা	এক লক্ষ টাকার টাঃ পয়সা
২/১৫ ভাগ	.১৩৩৩ পঃ	১.৩৩	১৩.৩৩	১৩৩.৩০	১৩৩৩.০০	১৩৩৩০.০০
২/১৫ ভাগ	.১৩৩৩ পঃ	১.৩৩	১৩.৩৩	১৩৩.৩০	১৩৩৩.০০	১৩৩৩০.০০
৩/১৫ ভাগ	.২০০০ পঃ	২.০০	২০.০০	২০০.০০	২০০০.০০	২০০০০.০০
৪/১৫ ভাগ	.২৬৬৭ পঃ	২.৬৭	২৬.৬৭	২৬৬.৭০	২৬৬৭.০০	২৬৬৭০.০০
৫/১৫ ভাগ	.২৬৬৭ পঃ	১.৬৭	২৬.৬৭	২৬৬.৭০	২৬৬৭.০০	২৬৬৭০.০০
১	১.০০	১০.০০	১০০.০০	১,০০০.০০	১০,০০০.০০	১,০০০০০০.০০

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অংশ মিলাইবার জন্য দুই/এক ২/১ পয়সার ভগ্নাংশকে দশমিকের শেষ অংকে কম বেশী দেওয়া হইয়া থাকে। ওয়ারিসগণের মধ্যে যাহাকে বেশী দেওয়া হইয়াছে, তাহার উচিত অংশ লওয়ার সময় ১ টাকা হইতে ১০০ পর্যন্ত এক পয়সা হাজার টাকায় দশ পয়সা, দশ হাজার টাকায় এক টাকা ও এক লক্ষ টাকায় দশ টাকা ফকির মিস্কীনকে দান খয়রাত করিয়া দেওয়া যাহাতে এক কপর্দ্দকও কেহ বেশী গ্রহণ না করে। অথবা এক টাকা বা দশ টাকাকে পুনরায় ভাগ করিয়া দিয়া ২/১ পয়সা দান করিতে হইবে। অথবা

দশমিক অংশে যত টাকার সমানুপাতিক ভাগ বাহির করা দরকার দশমিক অংশটিকে তত টাকা দ্বারা সাধারণ গুণ করিয়া দশমিক বিন্দু যে কয়টি অঙ্কের (পূর্বে বামপাশে) রহিয়াছে গুণফল এর শেষ দিক হইতে সেই কয়টি অঙ্কের পরে বসাইলে সমানুপাতিক ভাগ পাওয়া যাইবে।

যেমন ঃ ৪৬৫.০০ টাকার সমানুপাতিক ভাগ

অংশ	টাকা		ভাগ
৩/৯	= .৩৩৩৪ × ৬৪৫.০০	=২১৫.০৪	৩০
১/৯	= .১১১১×৬৪৫.০০	=১১.৬৫	৯৫
২/৯	= .১১১১×৬৪৫.০০	=৭১.৬৫	৯৫

www.pathagar.com

$\frac{২}{৯}$ = .২২২×৬৪৫.০০	=১৪৩.৩১	৯০
$\frac{২}{৯}$ = .২২২×৬৪৫.০০	=১৪৩.৩১	৯০

(১) টা. ১.০০ টা. ৬৪৫.০০

(৪+৪+২) = আট দশ পয়সা ফকির মিসকিনকে দিতে হইবে।

১১২৫.০০ টাকার সমানুপাতিক ভাগ ঃ

অংশ	টাকা	ভাগ
$\frac{৩}{২৭}$ = .১১১০৯×১১২৫.০০	=১২৪.৯৮	৭৫
+১		
$\frac{৪}{২৭}$ = .১৪৮১২×১১২৫.০০	=১৬৬.৬৬	৮৭৫
+৩		
$\frac{৪}{২৭}$ = .১৪৮১২×১১২৫.০০	=১৬৬.৬৬	৮৭৫
+৩		
$\frac{৮}{২৭}$ = .২৯৬২৪×১১২৫.০০	=৩৩৩.৩৩	৭৫
+৬		
$\frac{৮}{২৭}$ = .২৯৬২৪×১১২৫.০০	=৩৩৩.৩৩	৭৫
+৬		

(১) টা. ১.০০ টা. ১১২৫.০০

(৪+৩) = ৭ পয়সা দান করিতে হইবে।

দশমিক অংশের বাজার ওজনের সমানুপাতিক ভাগ

.৩৩৩৪ ও .১১১১ অংশের ১০ দশ মন ফসলের সমানুপাতিক ভাগ ঃ

.৩৩৩৪×৪০×৪০

----------- = ২৫ | ৩৩৩৪

১০০০০

১০০০ ১৩৩ সের - ৯

২৫ ৩ মণ ১৩ সের ১৬

২৫ | ১৪৪ ছ:

৫ছ: - ১৯

৫

২৫ | ৯৫ তোলা

৩ - $\frac{২০}{২৫}$ = $\frac{৪}{৫}$ তোলা

.১১১১×৪০×১৬
------------ = ২৫ | ১১১১
১০০০০

৪৪ সের - ১১
২৫ ১৬

২৫ | ১৭৬ ছ:

৭ ছ: - ১

৫
| ৫ তোলা

$\frac{৫}{২৫}$ = $\frac{১}{৫}$

অংশ	দশ মণ ফসলের সমানুপাতিক ভাগ।			
	মন	সের	ছটাক	তোলা
.৩৩৩৪	৩	১৩	৫	৩ $\frac{৪}{৫}$
.১১১১	১	৪	৭	$\frac{১}{৫}$
.১১১১	১	৪	৭	$\frac{১}{৫}$
.২২২২	২	৮	১৪	$\frac{২}{৫}$
.২২২২	২	৮	১৪	$\frac{২}{৫}$
টাকা১.০০	১০	০	০	০

দুই তোলা বা ১ ছটাক ফসল ফকির মিস্কিনকে দিতে ইবে।

www.pathagar.com

.১১১১ ও ১৪৮১৫ অংশের ২৫ মন ফসলের সমানুপাতিক ভাগ ঃ

.১১১১×৪০×২৫
---------- = ১০|১১১১
১০০০০

৪০০ ১১১ সের - ১

১০ ১৬

১০ |১৬ ছ:

১ ছ: - ৬

৫

১০ |৩০ তোলা

৩ তোলা

২৯৬৩

১৪৮১৫×৪০×২৫ = ২০|২৯৬৩
১০০০০০ |-------
৪০০০০ ১৪৮ সের ৩

১০০ ১৬

২০ ——

২০ |৪৮

২ ছ: ৮

৫

—

|৪০

—

২ তোলা

অংশ ২৫ মন ফসলের সমানুপাতিক ভাগ

অংশ	মন	সের	ছটাক	তোলা
.১১১১	২	৩১	১	৩
.১৪৮১৫	৩	২৮	২	২
.১৪৮১৫	৩	২৮	২	২
.২৯৬৩	৭	১৬	৪	৪
.২৯৬৩	৭	১৬	৪	৪
টাকা ১.০০	মণ	২৫/	০	০ ০

www.pathagar.com

উপরোল্লিখিত নিয়ম ও পদ্ধতিতে দশমিকের যে কোন ওজনের সমানুপাতিক ভাগ সহজে ও সঠিকভাবে জানিতে পারা যাইবে।

দশমিক অংশের বাজার ওজনের সমানুপাতিক ভাগ

১ কিলোগ্রাম (কেজি) = ১০০০ গ্রাম
১০০ কিলোগ্রাম (কেজি) = ১ কুইন্টাল
১০০০ কিলোগ্রাম বা ১০ কুইন্টাল = ১ মেট্রিক টন।
১ গ্রাম = ০.০৮৬ তোলা

১০০০ গ্রাম = ১০০ কিলোগ্রাম = ১ কেজি = ৮৬ তোলা (১ সের ১ ছটাক ১ তোলা)

১. ওয়ারিসগণের দশমিক অংশের সমানুপাতিক কে কত ফসলের ভাগ পাইবে তাহা সহজে জানিবার জন্য অংশের দশমিক অঙ্কগুলিকে কিলোগ্রাম ধরিলেই দুই অঙ্কে ১ কুইন্টাল, তিন অঙ্কে ১ টন, চারি অঙ্কে ১০ টন, ও পাঁচ অঙ্কে ১০০ টনের হিসাব পাওয়া যাইবে। যদি শেষ অঙ্কের যোগফল পূর্ণ সংখ্যার কম হয় তবে ফারাইযের শেষে ঐ অঙ্ককে ফকির মিসকীন এর হক ধরিয়া এক নজরেই হিসাব বলিতে পার যাইবে।

যেমন ঃ ১টি ফারাইযের অংশ

.৩৩৩৩	৩৩ কেজি	৩৩৩ কেজি	৩৩৩৩ কেজি	৩৩৩৩০ কেজি
.১১১১	১১ কেজি	১১১ কেজি	১১১১ কেজি	১১১১০ কেজি
.১১১১	১১ কেজি	১১১ কেজি	১১১১ কেজি	১১১১০ কেজি
.২২২২	২২ কেজি	২২২ কেজি	২২২২ কেজি	২২২২০ কেজি
. ২২২২	২২ কেজি	২২২ কেজি	২২২২ কেজি	২২২২০ কেজি
১	১ কেজি*	০০১ কেজি*	০০০১ কেজি*	১ কেজি*
১০০	১০০ কেজি বা ১ কুইন্টাল	১০০০ কেজি বা ১ টন	১০,০০০ কেজি বা ১০ টন	১,০০,০০০ একশত টন

আর একটি ফারাইযের অংশ

.১১১১	১১ কেজি	১১১ কেজি	১১১১ কেজি	১১১১০ কেজি
.১৪৮১৫	১৪ কেজি	১৪৮ কেজি	১৪৮১ কেজি	১৪৮১৫ কেজি
.১৪৮১৫	১৪ কেজি	১৪৮ কেজি	১৪৮১ কেজি	১৪৮১৫ কেজি
.২৯৬৩	২৯ কেজি	২৯৬ কেজি	২৯৬৩ কেজি	২৯৬৩০ কেজি
.২৯৬৩	০১ কেজি*	১ কেজি*	১ কেজি*	
১.০০	১০০ কেজি বা ১ কুইন্টাল	১,০০০ কেজি বা এক টন	১০,০০০কেজি বা ১০ টন	১০০,০০০কেজি বা ১০০ টন

*১ কেজি ফকির মিসকীনকে দিতে হইবে। * ফকির মিসকীনের হক।

www.pathagar.com

২. যে ক্ষেত্রে পূর্ণ টন বা কুইন্টাল এর সঙ্গে টন, কুইন্টাল ও কেজির সংমিশ্রণ থাকিবে সে ক্ষেত্রে অঙ্ক কষিয়া অংশ স্থির করিতে হইবে। যেমন ঃ ৫ টন, ২ কুইন্টাল, ৬৫০ কেজি। প্রথমে নির্দিষ্ট ফসলের কেজি ও গ্রাম স্থির করিতে হইবে ঃ

২(১) ৫০০০ + ২০০ + ৫০ = ৫২৫০ কেজি = ৫২৫০০০০ গ্রাম

পরে দশমিক অংশের সমানুপাতিক কত গ্রাম হইবে তাহা অঙ্ক কষিয়া বাহির করিতে হইবে।

যেমন ঃ

অংশ	টন-	কুইন্টাল-	কেজি-	গ্রাম
.৩৩৩৩ =	১-	৭-	৪৯ -	৮২৫
.১১১১ =	০-	৫-	৮৩ -	২৭৫
.১১১১ =	০-	৫-	৮৩ -	২৭৫
.২২২২ =	১ -	১ -	৬৬ -	৫৫০
.২২২২ =	১ -	১ -	৬৬ -	৫৫০
.০০০১ =				৫২৫
১.০০	. ৫ -	২ -	৫০ -	৩০০০

* ফকির মিসকীনের হক, ওয়ারিসগণ ইচ্ছা করিলেই ৩ কেজিই দান করিতে পারিবেন।

$$\frac{৩৩৩৩ \times ৫২৫০০০০}{১০০০০} = ৩৩৩৩$$

	১১১১
৫২৫	৫২৫
১৬৬৬৫	৫৫৫৫
৬৬৬৬×	২২২২×
১৬৬৬৫×২	৫৫৫৫×
১,৭,৪৯,৮২৫	৫,৮৩,২৭৫ গ্রাম

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সাবধান ফসলের বা সম্পত্তির ভাগ বন্টনকালে কাহারও প্রতি কোন প্রকার অন্যায় ও বে-ইনসাফ যেন করা না হয়। ওয়ারিসগণ কেহই যেন এক পয়সা বা এক গ্রাম ফসলও বেশী গ্রহণ না করেন ইহা হারামখোরী হইবে ও দুনিয়ায় ও আখিরাতে কুফল ভোগ করিতে হইবে।

www.pathagar.com

২(২) ৮ টন, ১ কুইন্টাল ও ৭৫ কেজির সমানুপাতিক ভাগ ঃ

৮০০০ +১০০ +৭২ = ৮১৭৫০০০ গ্রাম

$$\frac{১১১১ \times ৮১৭৫০০০}{১০০০০} = ১০ \,|\, ৯০৮২৪২৫ = ৯০৮২৪২.৫ \text{ গ্রাম}$$

$$\frac{১৪৮১৫ * ৮১৭৫০০০}{১০০০০০} = ১০০ \,|\, ১২১৯১২৬০ = ১২১৯১২৬.২\text{গ্রাম}$$

$$\frac{২৯৬৩ \times ৮১৭৫০০০}{১০০০০} = ১০ \,|\, ২৪২২২৫২৫ = ২৪২২২৫২.৫\text{গ্রাম}$$

	মে. টন	কুইন্টাল	কেজি	গ্রাম
.১১১১=	০ -	৯ -	০৮ -	২৪২.৫
.১৪৮১৫=	১ -	২ -	১১ -	১২৬.২
.১৪৮১৫=	১ -	২ -	১১ -	১২৬.২
.২৯৬৩=	২ -	৪ -	২২ -	২৫২.৫
.২৯৬৩=	২ -	৪ -	২২ -	.১
১.০০	৮ -	১ -	৭৫ -	১০০০০

* ২০ গ্রাম(প্রায় এক মুট) মিসকীনের হক। ওয়ারিসগণ ইচ্ছা করিলে ১ কেজিই দিতে পারিবেন।

ইফাবা ৯৬–৯৭ গবেষণা ৫২৯৮ (উন্নয়ন)–২২৫০

www.pathagar.com

www.pathagar.com